রাজা রামমোহন রায়-

প্রণীত গ্রন্থাবলি।

শ্রীযুক্তরাজনারায়ণ বসু

ও শ্রীযুক্তআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ

কর্ত্তৃক
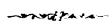
সংগৃহীত ও পুনঃ প্রকাশিত।

কলিকাতা।

আদি-ব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৭৯৫ শক।

বিজ্ঞাপন।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রণীত গ্রন্থ সকল এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। বোধ হয় আর দশ বৎসর পরে তাহার অধিকাংশ বিলোপদশা প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে যদি সে সকল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত ও পুনঃপ্রকাশিত না করা যায়, তাহা হইলে দেশের একটি বিশেষ ক্ষতি হইবে সন্দেহ নাই। কোন বিখ্যাত গ্রন্থকর্ত্তা বলিয়াছেন, কোন মনুষ্যের প্রণীত গ্রন্থসমূহ সংগ্রহ করিয়া একত্রে প্রকাশ করা তাঁহার সকল প্রকার স্মরণীয় চিহ্ন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম স্মরণীয় চিহ্ন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, আমারদিগের দেশের প্রধান গৌরবস্থল মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের স্মরণার্থ এ পর্য্যন্ত উপরোক্ত কীর্ত্তিস্তম্ভ নির্ম্মিত হইল না।

উল্লিখিত অভাব জন্য বিশেষ ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া আমরা উক্ত মহাত্মার প্রণীত গ্রন্থ সকল সংগ্রহ ও পুনঃপ্রকাশে কৃতসংকল্প হই। আমরা শীঘ্রই আমাদের সংকল্প কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতাম কিন্তু উক্ত গ্রন্থসকল সংগ্রহ করা যেরূপ কঠিন কার্য্য তাহা অনেকে অবগত নহেন। অনেক কষ্টে পুস্তকগুলি সংগৃহীত হইলেও অর্থের অভাব নিমিত্ত আমাদিগকে চিন্তান্বিত হইতে হইয়াছিল। এক্ষণে গ্রাহক মহাশয়দিগের উপরেই নির্ভর করিয়া সঙ্কল্পিত কার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছি। ঈশ্বরপ্রসাদে এই দুষ্কর ব্রত উদ্‌যাপন করিতে পারিলে কৃতার্থ হই।

কি প্রণালীতে এই সকল গ্রন্থ পুনর্মুদ্রিত হইতেছে, তাহা উল্লেখ করা আবশ্যক। কালক্রমান্বয়ে, যাহার পর যে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহার পরে সেই গ্রন্থই প্রকাশ করা যাইতেছে। কোন কোন স্থলে বিষয়ের একত্রীকরণ নিমিত্ত এক এক খানি পরের গ্রন্থ পূর্ব্বে প্রকাশ করা যাইবে। অধিকাংশ গ্রন্থে গ্রন্থকারকর্ত্তৃক প্রথম মুদ্রাঙ্কণে তাহার তারিখ

লিখিত হইয়াছে। তদ্দৃষ্টে পাঠকগণ গ্রন্থের পৌর্ব্বাপর্য্য সহজেই নিরূপণ করিতে পারিবেন। যে গ্রন্থ যেরূপে আরম্ভ, যেরূপে শেষ ও তদন্তর্গত শ্লোকাদি যেরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে, সমুদায় অবিকল মুদ্রিত হইবে। প্রত্যেক গ্রন্থের প্রথমে আমরা একটি একটি "আখ্যাপত্রে" গ্রন্থের নাম নির্দ্দেশ করিব। যেস্থলে গ্রন্থকার কৃত কোন "আখ্যাপত্র" আছে, সেখানেও আমাদের একটি করিয়া "আখ্যাপত্র" সর্ব্ব প্রথমে থাকিবে।

কৃতজ্ঞতা পূর্ব্বক অঙ্গীকার করিতেছি, যে উক্ত মহাত্মার পৌত্র শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় ও শ্রীযুক্ত বাবু প্যারীমোহন রায় মহাশয়গণ এই বিষয়ে সাহায্যার্থ আমাদিগকে ১০০ টাকা প্রদান করিয়াছেন।

পরিশেষে ইহা স্বীকার করা আবশ্যক যে শ্রীযুক্ত বাবু ঈশানচন্দ্র বসু স্বীয় আন্তরিক অনুরাগ বশতঃ এই বিষয়ের প্রথম প্রস্তাব করেন এবং অধ্যবসায় সহকারে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছেন।

শ্রীরাজনারায়ণ বসু।
শ্রীআনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ।
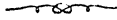
বেদান্ত গ্রন্থ।

ভূমিকা।

ওঁতৎসৎ॥ বেদের পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞার দ্বারা এবং বেদান্ত শাস্ত্রের বিবরণের দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে সকল বেদের প্রতিপাদ্য সদ্রূপ পরব্রহ্ম হইয়াছেন। যদি সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি বলের দ্বারা ব্রহ্ম পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ ভূমা ইত্যাদি ব্রহ্মবাচক প্রসিদ্ধ শব্দ হইতে কোন কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্যকে প্রতিপন্ন কর তবে সংস্কৃত শব্দে যে সকল শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণিত হইয়াছে তাহার অর্থের স্থৈর্য্য কোন মতে থাকে না যে হেতু ব্যুৎপত্তি বলেতে কৃষ্ণ শব্দ আর রাম শব্দ পশুপতি শব্দ এবং কালী দুর্গাদি শব্দ হইতে অন্য অন্য বস্তু প্রতিপাদ্য হইয়া কোন্ শাস্ত্রের কি প্রকার তাৎপর্য্য তাহার নিশ্চয় হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে সংস্কৃতে নিয়ম করিয়াছেন যে শব্দ সকল প্রায়শ ধাতু হইতে বিশেষ বিশেষ প্রত্যয়ের দ্বারা নিষ্পন্ন হয় সেই ধাতুর অনেকার্থ এবং প্রত্যয়ো নানা প্রকার অর্থে হয় অতএব প্রতি শব্দের নানা প্রকার ব্যুৎপত্তি বলেতে অনেক প্রকার অর্থ হইতে পারে। অধিকন্তু কিঞ্চিৎ মনো নিবেশ করিলে সকলে অনায়াসে নিশ্চয় করিবেন যে যদি রূপগুণ বিশিষ্ট কোন দেবতা কিম্বা মনুষ্য বেদান্ত শাস্ত্রের বক্তব্য হইতেন তবে বেদান্ত পঞ্চাশদধিক পাঁচশত সূত্রে কোন স্থানে সে দেবতার কিম্বা মনুষ্যের প্রসিদ্ধ নামের কিম্বা রূপের বর্ণন অবশ্য হইত কিন্তু ঐ সকল সূত্রে ব্রহ্ম বাচক শব্দ বিনা দেবতা কিম্বা মনুষ্যের কোন প্রসিদ্ধ নামের চর্চ্চার লেশ নাই। যদি বল বেদে কোন কোন স্থানে রূপগুণ বিশিষ্ট দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব রূপে বর্ণন করিয়াছেন অতএব তাঁহারা সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপে উপাস্য হয়েন ইহার উত্তর এই অত্যল্প মনোযোগ করিলেই প্রতীতি হইবেক যে এমত কথনের দ্বারা ঐ দেবতা কিম্বা মনুষ্যের সাক্ষাৎ ব্রহ্মত্ব প্রতিপন্ন হয় নাই যেহেতু বেদেতে যেমন কোন কোন দেবতার এবং মনুষ্যের ব্রহ্মত্ব কথন দেখিতেছি সেই রূপ আকাশের এবং মনের এবং অন্নাদির স্থানে স্থানে বেদে ব্রহ্মত্ব রূপে বর্ণন আছে এসকলকে ব্রহ্ম কথনের তাৎপর্য্য বেদের এই হয় যে ব্রহ্ম সর্ব্ব

ময় হয়েন তাঁহার অধ্যাস করিয়া সকলকে ব্রহ্মরূপে স্বীকার করা যায় পৃথক পৃথককে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম বর্ণন করা বেদের তাৎপর্য্য নহে। এইমত সিদ্ধান্ত বেদ আপনি অনেক স্থানে করিয়াছেন তবে অনেকেই কখন পশু পক্ষীকে কখন মৃত্তিকা পাষাণ ইত্যাদিকে উপাস্য কল্পনা করিয়া ইহাতে মনকে কি বুদ্ধির দ্বারা বদ্ধ করেন বোধগম্য করা যায় না এরূপ কল্পনা কেবল অল্পকালের পরম্পরা দ্বারা এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। লোকেতে বেদান্ত শাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য নিমিত্ত স্বার্থপর পণ্ডিত সকলের বাক্য প্রবন্ধে এবং পূর্ব্ব শিক্ষা ও সংস্কারের বলেতে অনেক অনেক সুবোধ লোক এই কল্পনাতে মগ্ন আছেন এ নিমিত্ত এ অকিঞ্চন বেদান্ত শাস্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথা সাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে আমারদের মূল শাস্ত্রানুসারে ও অতি পূর্ব্ব পরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনাতে জগতের স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণ গুণে কেবল ঈশ্বর উপাস্য হইয়াছেন অথবা সমাধি বিষয় ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মময় এমত রূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হয়েন।

তিন চারি বাক্য লোকেরা প্রবৃত্তির নিমিত্ত রচনা করিয়াছেন ঐ লোকেও তাহার পূর্ব্বাপর না দেখিয়া আপন আপন মতের পুষ্টি নিমিত্ত ঐ সকল বাক্যকে প্রমাণের ন্যায় জ্ঞান করেন এবং সর্ব্বদা বিচার কালে কহেন। প্রথমত এই যাহাকে ব্রহ্ম জগৎ কর্ত্তা কহ তিহোঁ বাক্য মনের অগোচর সুতরাং তাঁহার উপাসনা অসম্ভব হয় এই নিমিত্ত কোন রূপ গুণ বিশিষ্টকে জগতের কর্ত্তা জানিয়া উপাসনা না করিলে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই অতএব রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা আবশ্যক হয়। ইহার সামান্য উত্তর এই। যে কোন ব্যক্তি বাল্যকালে শত্রুগ্রস্ত এবং দেশান্তর হইয়া আপনার পিতার নিরূপণ কিছু জানে নাই এনিমিত্ত সেই ব্যক্তি যুবা হইলে পরে যে কোন বস্তু সম্মুখে পাইবেক তাহাকে পিতা রূপে গ্রহণ করিবেক এমত নহে বরঞ্চ সেই ব্যক্তি পিতার উদ্দেশে কোন ক্রিয়া করিবার সময়ে অথবা পিতার মঙ্গল প্রার্থনা করিবার কালে এই কহে যে যে জন জন্মদাতা তাঁহার শ্রেয় হউক। সেই মত এখানেও জানিবে যে ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞেয় নহে কিন্তু তাঁহার উপাসনা কালে তাঁহাকে জগতের

স্রষ্টা পাতা সংহর্ত্তা ইত্যাদি বিশেষণের দ্বারা লক্ষ্য করিতে হয় তাহার কল্পনা কোন নশ্বর নাম রূপে কি রূপ করা যাইতে পারে। সর্ব্বদা যে সকল বস্তু যেমন চন্দ্র সূর্য্যাদি আমরা দেখি ও তাহার দ্বারা ব্যবহার নিষ্পন্ন করি তাহারো যথার্থ স্বরূপ জানিতে পারি না ইহাতেই বুঝিবে যে ঈশ্বর ইন্দ্রিয়ের অগোচর তাঁহার স্বরূপ কি রূপে জানা যায় কিন্তু জগতের নানাবিধ রচনার এবং নিয়মের দৃষ্টিতে তাঁহার কর্তৃত্ব এবং নিয়ন্তৃত্ব নিশ্চয় হইলে কৃতকার্য্য হইবার সম্ভব হয়। সামান্য অবধানে নিশ্চয় হয় যে এই দুর্গম্য নানা প্রকার রচনা বিশিষ্ট জগতের কর্ত্তা ইহা হইতে ব্যাপক এবং অধিক শক্তিমান অবশ্য হইবেক ইহার এক অংশ কিম্বা ইহার ব্যাপ্য কোন বস্তু ইহার কর্ত্তা কি যুক্তিতে অঙ্গীকার করা যায়। আর এক অধিক আশ্চর্য্য এই যে স্বজাতীয় বিজাতীয় অনেকেই নিরাকার ঈশ্বরের উদ্দেশে উপাসনা করিতেছেন ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন অথচ কহিতেছেন যে নিরাকার ঈশ্বর তাঁহার উপাসনা কোন মতে হইতে পারে না॥ ১॥ দ্বিতীয় বাক্য রচনা এই যে পিতা পিতামহ এবং স্ববর্গেরা যে মতকে অবলম্বন করিয়াছেন তাহার অন্যথা করণ অতি অযোগ্য হয়। লোক সকলের পূর্ব্ব পুরুষ এবং স্ববর্গের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ সুতরাং এবাক্যকে পর পূর্ব্ব বিবেচনা না করিয়া প্রমাণ স্বীকার করেন ইহার সাধারণ উত্তর এই যে কেবল স্ববর্গের মত হয় এই প্রমাণে মত গ্রহণ করা পশু জাতীয়ের ধর্ম্ম হয় যে সর্ব্বদা স্ববর্গের ক্রিয়ানুসারে কার্য্য করে। মনুষ্য যাহার সৎ অসৎ বিবেচনার বুদ্ধি আছে সে কি রূপে ক্রিয়ার দোষ গুণ বিবেচনা না করিয়া স্ববর্গে করেন এই প্রমাণে ব্যবহার এবং পরমার্থ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারে। এই মত সর্ব্বত্র সর্ব্বকালে হইলে পর পৃথক পৃথক মত এপর্য্যন্ত হইত না বিশেষত আপনাদের মধ্যে দেখিতেছি যে এক জন বৈষ্ণবের কুলে জন্ম লইয়া শাক্ত হইতেছে দ্বিতীয় ব্যক্তি শাক্ত কুলে বৈষ্ণব হয় আর স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের পরে যাহাকে এক শত বৎসর হয় না যাবতীয় পরমার্থ কর্ম্ম স্নান দান ব্রতোপবাস প্রভৃতি পূর্ব্ব মতের ভিন্ন প্রকারে হইতেছে আর সকলে কহেন যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ যে কালে এদেশে আইসেন তাঁহাদের পায়েতে মোজা এবং জামা ইত্যাদি বেশ এবং গো.যান ছিল তাহার পরে

পরে সে সকল ব্যবহার কিছুই রহিল না আর ব্রাহ্মণের যবনাদির দাসত্ব করা এবং যবনের শাস্ত্র পাঠ করা এবং যবনকে শাস্ত্র পাঠ করান কোন্ পূর্ব্ব ধর্ম্ম ছিল। অতএব স্ববর্গে যে উপাসনা ও ব্যবহার করেন তাহার ভিন্ন উপাসনা করা এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব নিয়মের ত্যাগ আপনারই সর্ব্বদা স্বীকার করিতেছি তবে কেন এমত বাক্যে বিশ্বাস করিয়া পরমার্থের উত্তম পথের চেষ্টা না করা যায়॥ ২॥ তৃতীয় বাক্য এই যে ব্রহ্ম উপাসনা করিলে মনুষ্যের লৌকিক ভদ্রাভদ্র জ্ঞান এবং দুর্গন্ধি সুগন্ধি আর অগ্নি ও জলের পৃথক জ্ঞান থাকে না অতএব সুতরাং ঈশ্বরের উপাসনা গৃহস্থ লোকের কি রূপে হইতে পারে। উত্তর। তাঁহারা কি প্রমাণে এবাক্য রচনা করেন তাহা জানিতে পারি নাই যেহেতু আপনারাই স্বীকার করেন যে নারদ জনক সনৎকুমারাদি শুক বশিষ্ঠ ব্যাস কপিল প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞানী ছিলেন অথচ ইহাঁরা অগ্নিকে অগ্নি জলকে জল ব্যবহার করিতেন এবং রাজ্য কর্ম্ম আর গার্হস্থ্য এবং শিষ্য সকলকে জ্ঞানোপদেশ যথাযোগ্য করিতেন তবে কি রূপে বিশ্বাস করা যায় যে ব্রহ্মজ্ঞানীর ভদ্রাভদ্রাদি জ্ঞান কিছুই থাকে নাই আর কি রূপে একথার আদর লোকে করেন তাহা জানিতে পারি না। বিশেষতঃ আশ্চর্য্য এই যে ঈশ্বরের উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞান থাকে আর ব্রহ্ম উপাসনাতে ভদ্রাভদ্র জ্ঞানের বহির্ভূত হইয়া লোক ক্ষিপ্ত হয় ইহাও লোকের বিশ্বাস জন্মে। যদি কহ সর্ব্বত্র ব্রহ্মজ্ঞান করিলে ভেদ জ্ঞান আর ভদ্রাভদ্রের জ্ঞান কেন থাকিবেক তাহার উত্তর এই যে লোক যাত্রা নির্ব্বাহ নিমিত্ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব ব্রহ্মজ্ঞানীর ন্যায় চক্ষু কর্ণ হস্তাদির কর্ম্ম চক্ষু কর্ণ হস্তাদির দ্বারা অবশ্য করিতে হয় এবং পুত্রের সহিত পিতার কর্ম্ম পিতার সহিত পুত্রের ধর্ম্ম আচরণ করিতে হইবেক যেহেতু এসকল নিয়মের কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন। যেমন দশ জন ভ্রম বিশিষ্ট মনুষ্যের মধ্যে একজন অভ্রান্ত যদি কালক্ষেপ করিতে চাহে সেই ভ্রম বিশিষ্ট লোক সকলের অভিপ্রায়ে দেহ যাত্রার নির্ব্বাহার্থ লৌকিক আচরণ করিবেক॥ ৩॥ চতুর্থ বাক্য প্রবন্ধ এই যে পুরাণে এবং তন্ত্রাদিতে নানাবিধ সাকার উপাসনার প্রয়োগ আছে অতএব সাকার উপাসনা কর্ত্তব্য। তাহার উত্তর এই। পুরাণ এবং তন্ত্রাদিতে যেমন সাকার উপাসনার

বিধি আছে সেই রূপ জ্ঞান প্রকরণে তাহাতেই লিখেন যে এসকল যত কহি সকল ব্রহ্মের রূপ কল্পনা মাত্র অন্যথা মনের দ্বারা যে রূপ কৃত্রিম হইয়া উপাস্য হইবেন সেই রূপ ঐ মনের অন্য বিষয়ে সংযোগ হইলে ধ্বংসকে পায় আর হস্তের কৃত্রিম রূপ হস্তাদির দ্বারা কালে কালে নষ্ট হয় অতএব যাবৎ নাম রূপ বিশিষ্ট বস্তু সকল নশ্বর ব্রহ্মই কেবল জ্ঞেয় উপাস্য হয়েন। অতএব এই রূপ পুরাণ তন্ত্রের বর্ণন দ্বারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব যে সাকার বর্ণন কেবল দুর্বলাধিকারীর মনোরঞ্জনের নিমিত্ত করিয়াছেন এই নিশ্চয় হয়। আর বিশেষত বুদ্ধির অত্যন্ত অগ্রাহ্য বস্তু কেবল পরস্পর অনৈক্য বচন বলেতে বুদ্ধিমান ব্যক্তির গ্রাহ্য হইতে পারে না অথচ পূর্ব্ব বাক্যের মীমাংসা পর বচনে ঐ পুরাণাদিতে দেখিতেছি। যাঁহারা সকল বেদান্ত প্রতিপাদ্য পরমাত্মার উপাসনা না করিয়া পৃথক পৃথক কল্পনা করিয়া উপাসনা করেন তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহেন কিম্বা অপর কাহাকেও ঈশ্বর কহিয়া তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া ঐ সকল বস্তুর পূজাদি করেন। ইহার উত্তরে তাঁহারা ঐ সকল বস্তুকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর কহিতে পারিবেন না যেহেতু ঐ সকল বস্তু নশ্বর এবং প্রায় তাঁহাদের কৃত্রিম অথবা বশীভূত হয়েন। অতএব যে নশ্বর এবং কৃত্রিম তাহার ঈশ্বরত্ব কি রূপে আছে স্বীকার করিতে পারেন এবং ঐ প্রশ্নের উত্তরে ওসকল বস্তুকে ঈশ্বরের প্রতিমূর্ত্তি কহিতেও তাঁহারা সঙ্কুচিত হইবেন যেহেতু ঈশ্বর যিনি অপরিমিত অতীন্দ্রিয় তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি পরিমিত এবং ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইতে পারে না। ইহার কারণ এই যে যেমন তাহার প্রতিমূর্ত্তি তদনুযায়ি হইতে চাহে এখানে তাহার বিপরীত দেখা যায় বরঞ্চ উপাসক মনুষ্য হয়েন সে মনুষ্যের বশীভূত ঐ সকল বস্তু হয়েন। এই প্রশ্নের উত্তরে এরূপ যদি কহেন যে ব্রহ্ম সর্ব্বময় অতএব ঐ সকল বস্তুর উপাসনায় ব্রহ্মের উপাসনা সিদ্ধ হয় এই নিমিত্ত ঐ সকল বস্তুর উপাসনা করিতে হইয়াছে। তাহার উত্তর এই যে যদি ব্রহ্ম সর্ব্বময় জানেন তবে বিশেষ বিশেষ রূপেতে পূজা করিবার তাৎপর্য্য হইত না। এস্থানে এমত যদি কহেন যে ঈশ্বরের আবির্ভাব যে রূপেতে অধিক আছে তাহার উপাসনা করা যায়। তাহার উত্তর এই। যে ন্যূনাধিক্য এবং হ্রাস বৃদ্ধি দ্বারা

পরিমিত হইল সে ঈশ্বর পদের যোগ্য হইতে পারে না অতএব ঈশ্বর কোন স্থানে অধিক আছেন কোন স্থানে অল্প এ অত্যন্ত অসম্ভাবনা। বিশেষত এসকল রূপে প্রত্যক্ষে কোন অলৌকিক আধিক্য দেখা যায় না। যদি কহেন এসকল রূপেতে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের বাহুল্য আছে অতএব উপাস্য হয়েন তাহার উত্তর এই যে মায়িক উপাধি ঐশ্বর্য্যের ন্যূনাধিক্যের দ্বারা লৌকিক উপাধির লঘুতা গুরুতার স্বীকার করা যায় পরমার্থের সহিত লৌকিক উপাধির কি বিষয় আছে যেহেতু লৌকিক ঐশ্বর্য্যের দ্বারা পরমার্থে উপাস্য হয় এমত স্বীকার করিলে অনেক দোষ লোকে উপস্থিত হইবেক। বস্তুত কারণ এই যে বহুকাল অবধি এই সংস্কার হইয়াছে যে কোন দৃশ্য কৃত্রিম বস্তুকে সম্মুখে রাখাতে তাহাকে পূজা এবং আহারাদি নিবেদন করাতে অত্যন্ত প্রীতি পাওয়া যায়। প্রায়শ আমারদের মধ্যে এমত সুবোধ উত্তম ব্যক্তি আছেন যে কিঞ্চিৎ মনোনিবেশ করিলে এসকল কাল্পনিক হইতে চিত্তকে নিবর্ত্ত করিয়া সর্ব্ব সাক্ষী সদ্রূপ পরব্রহ্মের প্রতি চিত্তনিবেশ করেন এবং এ অকিঞ্চনকে পরে পরে তুষ্ট হয়েন। আমি এই বিবেচনায় এবং আশাতে তাঁহারদের প্রসন্নতা উদ্দেশে এই যত্ন করিলাম। বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষাতে বিবরণ করাতে সংস্কৃতের শব্দ সকল স্থানে স্থানে দিয়া গিয়াছে ইহার দোষ যাঁহারা ভাষা এবং সংস্কৃত জানেন তাঁহারা লইবেন না কারণ বিচার যোগ্য বাক্য বিনাসংস্কৃত শব্দের দ্বারা কেবল স্বদেশীয় ভাষাতে বিবরণ করা যায় না। আর আমি সাধ্যানুসারে সুলভ করিতে ত্রুটি করি নাই উত্তম ব্যক্তি সকল যেখানে অশুদ্ধ দেখিবেন তাহার পরিশোধন করিবেন আর ভাষানুরোধে কোনকোন শব্দ লিখা গিয়াছে তাহারো দোষ মার্জ্জনা করিবেন। উত্তরের লাঘব গৌরব প্রশ্নের লঘুতা গুরুতার অনুসারে হয় অতএব পূর্ব্ব লিখিত উত্তর সকলের গুরুত্ব লঘুত্ব তাহার প্রশ্নের গৌরব লাঘবের অনুসারে জানিবেন। ঐ সকল প্রশ্ন সর্ব্বদা শ্রবণে আইসে এনিমিত্ত এমত অযুক্ত প্রশ্ন সকলেরো উত্তর অনিচ্ছুত হইয়াও লিখা গেল ইতি শকাব্দা ১৭৩৭ কলিকাতা।

দৌর্জ্জেয়মস্য শাস্ত্রস্য তথালোচ্য মমাজ্ঞতাং। কৃপয়া সুজনৈঃ শোধ্যাস্ত্রুটয়োস্মিন্নিবন্ধনে।

অনুষ্ঠান।

ওঁতৎসৎ।—

প্রথমত বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহ ব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কতক গুলিন শব্দ আছে। এভাষা সংস্কৃতের যেরূপ অধীন হয় তাহা অন্য ভাষার ব্যাখ্যা ইহাতে করিবার সময় স্পষ্ট হইযা থাকে দ্বিতীয়ত এভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না। ইহাতে এতদ্দেশীয় অনেক লোক অনভ্যাস প্রযুক্ত দুই তিন বাক্যের অন্বয় করিয়া গদ্য হইতে অর্থ বোধ করিতে হঠাৎ পারেন না ইহা প্রত্যক্ষ কানুনের তরজমার অর্থ বোধের সময় অনুভব হয়। অতএব বেদান্ত শাস্ত্রের ভাষার বিবরণ সামান্য আলাপের ভাষার ন্যায় সুগম না পাইয়া কেহ কেহ ইহাতে মনোযোগের ন্যূনতা করিতে পারেন এনিমিত্ত ইহার অনুষ্ঠানের প্রকরণ লিখিতেছি। যাঁহাদের সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো থাকিবেক আর যাঁহারা ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস দ্বারা সাধু ভাষা কহেন আর শুনেন তাঁহাদের অল্প শ্রমেই ইহাতে অধিকার জন্মিবেক। বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতি শব্দ তখন তাহা সেই রূপ ইত্যাদিকে পূর্ব্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্য্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না। তাহার উদাহরণ এই। ব্রহ্ম যাঁহাকে সকল বেদে গান করেন আর যাঁহার সত্তার অবলম্বন করিয়া জগতের নির্ব্বাহ চলিতেছে সকলের উপাস্য হয়েন। এ উদাহরণে যদ্যপি ব্রহ্ম শব্দকে সকলের প্রথমে দেখিতেছি তত্রাপি সকলের শেষে হয়েন এই যে ক্রিয়া শব্দ তাহার সহিত ব্রহ্ম শব্দের অন্বয় হইতেছে।

আর মধ্যেতে গান করেন যে ক্রিয়া শব্দ আছে তাহার অন্বয় বেদ শব্দের সহিত আর চলিতেছে এ ক্রিয়া শব্দের সহিত নির্ব্বাহ শব্দের অন্বয় হয়। অর্থাৎ করিয়া যেখানে যেখানে বিবরণ আছে সেই বিবরণকে পর পূর্ব্ব পদের সহিত অন্বিত যেন না করেন এই অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে অর্থ বোধ হইবাতে বিলম্ব হইবেক না। আর যাঁহাদের ব্যুৎপত্তি কিঞ্চিতো নাই এবং ব্যুৎপন্ন লোকের সহিত সহবাস নাই তাঁহারা পণ্ডিত ব্যক্তির সহায়তাতে অর্থ বোধ কিঞ্চিৎ কাল করিলে পশ্চাৎ স্বয়ং অর্থ বোধে সমর্থ হইবেন। বস্তুত মনোযোগ আবশ্যক হয়। এই বেদান্তের বিশেষ জ্ঞানের নিমিত্ত অনেক বর্ষ উত্তম পণ্ডিতেরা শ্রম করিতেছেন যদি দুই তিন মাস শ্রম করিলে এ শাস্ত্রের এক প্রকার অর্থ বোধ হইতে পারে তবে অনেক সুলভ জানিয়া ইহাতে চিত্ত নিবেশ করা উচিত হয়।

কেহো কেহো এ শাস্ত্রে প্রবৃত্তি হইবার উৎসাহের ভঙ্গ নিমিত্ত কহেন যে বেদের বিবরণ ভাষায় করাতে এবং শুনাতে পাপ আছে এবং শূদ্রের এ ভাষা সুনিলে পাতক হয়। তাঁহাদিগ্যে জিজ্ঞাসা কর্ত্তব্য যে যখন তাঁহাবা শ্রুতি স্মৃতি জৈমিনি সূত্র গীতা পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্র ছাত্রকে পাঠ করান তখন ভাষাতে তাহার বিবরণ করিয়া থাকেন কি না আর ছাত্রেরা সেই বিবরণকে শুনেন কি না আর মহাভারত যাহাকে পঞ্চম বেদ আর সাক্ষাৎ বেদার্থ কহা যায় তাহার শ্লোক সকল শূদ্রের নিকট পাঠ করেন কি না এবং তাহার অর্থ শূদ্রকে বুঝান কি না শূদ্রেরাও সেই বেদার্থের অর্থ এবং ইতিহাস পরস্পর আলাপেতে কহিয়া থাকেন কি না আর শ্রাদ্ধাদিতে শূদ্র নিকটে ঐ সকল উচ্চারণ করেন কি না। যদি এই রূপ সর্ব্বদা করিয়া থাকেন তবে বেদান্তের এ অর্থের বিবরণ ভাষাতে করিবাতে দোষের উল্লেখ কি রূপে করিতে পারেন। সুবোধ লোক সত্য শাস্ত্র আর কাল্পনিক পথ ইহার বিবেচনা অবশ্য করিতে পারিবেন। কেহ কেহ কহেন ব্রহ্ম প্রাপ্তি যেমন রাজ প্রাপ্তি হয়। সেই রাজ প্রাপ্তি তাহার দ্বারীর উপাসনা ব্যতিরেক হইতে পারে না সেই রূপ রূপ গুণ বিশিষ্টের উপাসনা বিনা ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইবেক না। যদ্যপিও এ বাক্য উত্তর যোগ্য নহে তত্রাপি লোকের সন্দেহ দূর করিবার নিমিত্ত লিখিতেছি। যে ব্যক্তি রাজ

প্রাপ্তি নিমিত্ত দ্বারীর উপাসনা করে সে দ্বারীকে সাক্ষাৎ রাজা কহে না এখানে তাহার বিপরীত দেখিতেছি যে রূপ গুণ বিশিস্টকে সাক্ষাৎ ব্রহ্ম কহিয়া উপাসনা করেন। দ্বিতীয়ত রাজা হইতে রাজার দ্বারী সুসাধ্য এবং নিকটস্থ সুতরাং তাহার দ্বারা রাজ প্রাপ্তি হয এখানে তাহার অন্যথা দেখি। ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপী আর যাঁহাকে তাঁহার দ্বারী কহ তেহো মনের অথবা হস্তের কৃত্রিম হয়েন কখন তাঁহার স্থিতি হয় কখন স্থিতি না হয় কখন নিকটস্থ কখন দূরস্থ অতএব কি রূপে এমত বস্তুকে অন্তর্যামী সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মা হইতে নিকটস্থ স্বীকার করিয়া ব্রহ্ম প্রাপ্তির সাধন কহা যায়। তৃতীয়ত চৈতন্যাদি রহিত বস্তু কি রূপে এই মত মহৎ সহায়তার ক্ষমতা-পন্ন হইতে পারেন। মধ্যে মধ্যে কহিয়া থাকেন যে পৃথিবীর সকল লোকের যাহা মত হয তাহা ত্যাগ করিযা দুই এক ব্যক্তির কথা গ্রাহ্য কে করে আর পূর্ব্বে কেহো পণ্ডিত কি ছিলেন না এবং অন্য কেহ পণ্ডিত কি সংসারে নাই যে তাঁহারা এই মতকে জানিলেন না এবং উপদেশ করিলেন না। যদ্যপিও এমত সকল প্রশ্নের শ্রবণে কেবল মানস দুঃখ জন্মে তত্রা-পি কার্য্যানুরোধে উত্তর দিয়া যাইতেছে। প্রথমত একাল পর্য্যন্ত পৃথিবীব যে সীমা আমরা নির্দ্ধারণ করিয়াছি এবং যাতায়াত করিতেছি তাহার বিংশতি অংশের এক অংশ এই হিন্দোস্থান না হয়। হিন্দুরা যে দেশেতে প্রচুর রূপে বাস করেন তাহাকে হিন্দোস্থান কহা যায়। এই হিন্দোস্থান ভিন্ন অর্দ্ধেক হইতে অধিক পৃথিবীতে এক নিরঞ্জন পরব্রহ্মের উপাসনা লোকে করিয়া থাকেন এই হিন্দোস্থানেতেও শাস্ত্রোক্ত নির্ব্বাণ সম্প্রদা এবং নানক সম্প্রদা আর দাদু সম্প্রদা এবং শিবনারায়ণী প্রভৃতি অনেকে কি গৃহস্থ কি বিরক্ত কেবল নিরাকার পরমেশ্বরের উপাসনা করেন তবে কি রূপে কহেন যে তাবৎ পৃথিবীর মতের বহির্ভূত এই ব্রহ্মোপাসনার মত হয়। আর পূর্ব্বেও পণ্ডিতেরা যদি এই মতকে কেহো না জানিতেন এবং উপদেশ না করিতেন তবে ভগবান বেদব্যাস এই সকল সূত্র কি রূপ করিয়া লোকের উপকারের নিমিত্ত প্রকাশ করিলেন এবং বাদরি বশিষ্ঠাদি আচার্য্যেরা কি প্রকারে এইরূপ ব্রহ্মোপদেশে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এবং ভাষ্যের টীকাকার সকলেই কেবল

ব্রহ্ম স্থাপন এবং ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ করিয়াছেন নব্য আচার্য্য গুরু নানক প্রভৃতি এই ব্রহ্মোপাসনাকে গৃহস্থ এবং বিরক্তের প্রতি উপদেশ করেন এবং আধুনিকের মধ্যে এই দেশ অবধি পঞ্জাব পর্য্যন্ত সহস্র সহস্র লোক ব্রহ্মোপাসক এবং ব্রহ্ম বিদ্যার উপদেশ কর্ত্তা আছেন। তবে আমি যাহা না জানি সে বস্তু অপ্রসিদ্ধ হয় এমত নিয়ম যদি করহ তবে ইহার উত্তর নাই। এতদ্দেশীয়েরা যদি অনুসন্ধান আর দেশ ভ্রমণ করেন তবে কদাপি এ সকল কথাতে যে পৃথিবীর এবং সকল পণ্ডিতের মতের ভিন্ন হয় এমত বিশ্বাস করিবেন না। আমাদিগ্যের উচিত যে শাস্ত্র এবং বুদ্ধি উভয়ের নির্দ্ধারিত পথের সর্ব্বথা চেষ্টা করি এবং ইহার অবলম্বন করিয়া ইহ লোকে পর লোকে কৃতার্থ হই।

ওঁ তৎসৎ ॥ কোন কোন শ্রুতির অর্থের এবং তাৎপর্য্যের হঠাৎ অনৈক্য বুঝায় যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি আর এক শ্রুতি আকাশ হইতে বিশ্বের জন্ম কহেন আর যেমন এক শ্রুতি ব্রহ্মের উপাসনাতে প্রবৃত্ত করেন অন্য শ্রুতি সূর্য্যের কিম্বা বায়ুর উপাসনার জ্ঞাপক হয়েন এবং কোন কোন শ্রুতি বিশেষ করিয়া বিবরণের অপেক্ষা করেন যেমন এক শ্রুতি কহেন যে পাঁচ পাঁচ জন। ইহাতে কি রূপ পাঁচ পাঁচ জন স্পস্ট বুঝায় নাই। এই নিমিত্ত পরম কারুণিক ভগবান বেদব্যাস পাঁচশত পঞ্চাশত অধিক সূত্র ঘটিত বেদান্ত শাস্ত্রের দ্বারা সকল শ্রুতির সমন্বয় অর্থাৎ অর্থ ও তাৎপর্য্যের ঐক্য এবং বিশেষ বিবরণ করিয়া কেবল ব্রহ্ম সমুদায় বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন ইহা স্পষ্ট করিলেন যেহেতু বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন। ভগবান পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যের দ্বারা ঐ শাস্ত্রকে পুনরায় লোক শিক্ষার্থে সুগম করিলেন। এ বেদান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন মোক্ষ হয় আর ইহার বিষয় অর্থাৎ তাৎপর্য্য বিশ্ব এবং ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান অতএব এ শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম আর এ শাস্ত্র ব্রহ্মের প্রতিপাদক হয়েন।

ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ॥ ওঁ তৎসৎ॥ অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥ চিত্ত শুদ্ধি হইলে পর ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকার হয় এই হেতু তখন ব্রহ্ম বিচারের ইচ্ছা জন্মে ॥ ১ ॥ ব্রহ্ম লক্ষ্য এবং বুদ্ধির গ্রাহ্য না হয়েন তবে কি রূপে ব্রহ্ম তত্ত্বের বিচার হইতে পারে এই সন্দেহ পর সূত্রে দূর করিতেছেন। জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥ ২ ॥ এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি নাশ যাহা হইতে হয় তিনি ব্রহ্ম। অর্থাৎ বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গের দ্বারা ব্রহ্মকে নিশ্চয় করি। যেহেতু কার্য্য থাকিলে কারণ থাকে। কার্য্য না থাকিলে কারণ থাকে না। ব্রহ্মের এই তটস্থ লক্ষণ হয় তাহার কারণ এই জগতের দ্বারা ব্রহ্মকে নির্ণয় ইহাতে করেন। ব্রহ্মের স্বরূপ লক্ষণ বেদে কহেন যে সত্য সর্ব্বজ্ঞ এবং মিথ্যা জগৎ যাহার সত্যতা দ্বারা সত্যের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। যেমন মিথ্যা সর্প সত্যরজ্জুকে আশ্রয় করিয়া সর্পের ন্যায় দেখায় ॥ ২ ॥ শ্রুতি এবং স্মৃতির প্রামাণের দ্বারা বেদের নিত্যতা দেখি অতএব ব্রহ্ম বেদের

কারণ না হয়েন। এ সন্দেহ পরসূত্রে দূর করিতেছেন। শাস্ত্রযোনি-ত্বাৎ ॥ ৩ ॥ শাস্ত্র অর্থাৎ বেদ তাহার কারণ ব্রহ্ম অতএব সুতরাং জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন। অথবা শাস্ত্র বেদ সেই বেদে ব্রহ্মের প্রমাণ পাওয়া যাই-তেছে যেহেতু বেদের দ্বারা ব্রহ্মের জগৎকর্ত্তৃত্ব নিশ্চিত হয় ॥ ৩ ॥ বেদ ব্রহ্মকে কহেন এবং কর্ম্মকেও কহেন তবে সমুদায় বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ কি রূপ হইতে পারেন এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। তত্তু সমন্ব-য়াৎ ॥ ৪ ॥ ব্রহ্মই কেবল বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন সকল বেদের তাৎপর্য্য ব্রহ্মে হয়। যেহেতু বেদের প্রথমে এবং শেষে আর মধ্যে পুনঃ পুনঃ ব্রহ্ম কথিত হইয়াছেন। সর্ব্বে বেদা যৎ পদমামনন্তি ইত্যাদি শ্রুতি ইহার প্রমাণ। কর্ম্মকাণ্ডীয় শ্রুতি পরম্পরায় ব্রহ্মকেই দেখান। যেহেতু শাস্ত্র-বিহিত কর্ম্মে প্রবৃত্তি থাকিলে ইতর কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হইয়া শুদ্ধি হয় পশ্চাৎ জ্ঞানের ইচ্ছা জন্মে ॥ ৪ ॥ বেদে কহেন সৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে ছিলেন অতএব সৎ শব্দের দ্বারা প্রকৃতির জ্ঞান কেন না হয় এই সন্দেহ দূর করিতেছেন। ইক্ষতের্নাশব্দং ॥ ৫ ॥ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় যেহেতু শব্দে অর্থাৎ বেদে স্বভাবের জগৎ কর্ত্তৃত্ব কহেন নাই সৎ শব্দ যে বেদে কহিয়াছেন তাহার নিত্য ধর্ম্ম চৈতন্য। কিন্তু স্বভাবের চেতন নাই যে-হেতু ইক্ষতি অর্থাৎ সৃষ্টির সংকল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা রাখে সে চৈতন্য ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় প্রকৃতি প্রভৃতির ধর্ম্ম নহে ॥ ৫ ॥ গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ॥ ৬ ॥ যেমত তেজের দৃষ্টি এবং জলের দৃষ্টি বেদে গৌণ রূপে কহিতেছেন সেই রূপ এখানে প্রকৃতির গৌণ দৃষ্টির অঙ্গীকার করিতে পারা যায় এমত নহে। যেহেতু এই শ্রুতির পরে পরে সকল শ্রুতিতে আত্ম শব্দ চৈতন্য বাচক হয় এমত দেখিতেছি অতএব এই স্থানে ইক্ষণ কর্ত্তা কেবল চৈতন্য স্বরূপ আত্মা হয়েন ॥ ৬ ॥ আত্মাশব্দ নানার্থবাচী অতএব এখানে আত্মা-শব্দ দ্বারা প্রকৃতি বুঝায় এমত নহে। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ ॥ ৭ ॥ যেহেতু আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তির মোক্ষ ফল হয় এই রূপ উপদেশ শ্বেতকেতুর প্রতি শ্রুতিতে দেখা যাইতেছে। আত্মশব্দ দ্বারা এখানে জড় রূপা প্রকৃতি অভিপ্রায় করহ তবে শ্বেতকেতুর চৈতন্য নিষ্ঠতা না হইয়া জড় নিষ্ঠতা দোষ উপস্থিত হয় ॥ ৭ ॥ লোক ব্রহ্ম শাখাতে কথন আকাশস্থ

চন্দ্রকে দেখায়। সেই রূপ সৎ শব্দ প্রকৃতিকে কহিয়াও পরম্পরায় ব্রহ্মকে কহে এমত না হয়। হেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৮ ॥ যেহেতু শাখা দ্বারা যে ব্যক্তি চন্দ্র দেখায় সে ব্যক্তি কথন শাখাকে হেয় করিয়া কেবল চন্দ্রকে দেখায় কিন্তু সৎ শব্দেতে কোন মতে হেয়ত্ব করিয়া বেদেতে কথন নাই। সূত্রে যে শব্দ আছে তাহার দ্বারা অভিপ্রায় এই যে একের অর্থাৎ প্রকৃতির জ্ঞানের দ্বারা অন্যের অর্থাৎ ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে ॥ ৮ ॥ স্বাপ্যয়াৎ ॥ ৯ ॥ এবং আত্মাতে জীবের অপ্যয় অর্থাৎ লয় হওয়া বেদে শুনা যাইতেছে প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই ॥ ৯ ॥ গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥ এই রূপ বেদেতে সম ভাবে চৈতন্য স্বরূপ আত্মার জগৎকারণত্ব বোধ হইতেছে ॥ ১০ ॥ শ্রুতত্বাচ্চ ॥ ১১ ॥ সর্ব্বজ্ঞের জগৎকারণত্ব সর্ব্বত্র শ্রুত হইতেছে। অতএব জড় স্বরূপ স্বভাব জগৎ কারণ না হয় ॥ ১১ ॥ আনন্দময় জীব এমত শ্রুতিতে আছে অতএব জীব সাক্ষাৎ আনন্দময় হয় এমত নহে। আনন্দময়োভ্যাসাৎ ॥ ১২ ॥ ব্রহ্ম কেবল সাক্ষাৎ আনন্দময় যেহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রুতিতে ব্রহ্মকে আনন্দময় কহিতেছেন। যদি কহ শ্রুতি পুনঃ পুনঃ ব্রহ্মকে আনন্দ শব্দে কহিতেছেন আনন্দময় শব্দের কথন পুনঃ পুনঃ নাই। তাহার উত্তর এই যেমন জ্যোতিষের দ্বারা যাগ করিবেক যেখানে বেদে কহিয়াছেন সেখানে তাৎপর্য্য জ্যোতিষ্টোমের দ্বারা যাগ করিবেক সেইরূপ আনন্দ শব্দ আনন্দময় বাচক। তবে আনন্দময় ব্রহ্ম লোকে জীব রূপে শরীরে প্রতীতি পান সে কেবল উপাধি দ্বারা অর্থাৎ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পর ধর্ম্মে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন সূর্য্য জলাধার স্থিত হইয়া অধস্থ এবং কম্পান্বিত হইতেছেন। বস্তুত সেই জলাধার উপাধিব ভগ্ন হইলে সূর্য্যের অধস্থিতি এবং কম্পাদির অনুভব আর থাকে নাই। সেই রূপ জীব মায়া ঘটিত উপাধি হইতে দূর হইলে আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপ হয়েন এবং উপাধি জন্য সুখ দুঃখের যে অনুভব হইতেছিল সে অনুভব আর হইতে পারে নাই ॥ ১২ ॥ বিকারশব্দান্নেতি চেন্ন প্রাচুর্য্যাৎ ॥ ১৩ ॥ আনন্দ শব্দের পর বিকারার্থে ময়ট প্রত্যয় হয়। এই হেতু আনন্দময় শব্দ বিকারীকে কয় অতএব যে বিকারী সে আনন্দময় ঈশ্বর হইতে পারে নাই এই মত সন্দেহ করিতে পার না। যেহেতু যেমন ময়ট প্রত্যয় বিকারার্থে

হয় সেই রূপ প্রচুর অর্থেও ময়ট প্রত্যয় হয় এখানে আনন্দের প্রচুরতা অভিপ্রায় হয় বিকার অভিপ্রায় নয় ॥ ১৩ ॥ তদ্ধেতুব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ আনন্দের হেতু ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু শ্রুতিতে এই রূপ ব্যপদেশ অর্থাৎ কথন আছে অতএব ব্রহ্মই আনন্দময়। যদি কহ ব্রহ্ম মায়াকে আশ্রয় করিয়া জীব হয়েন তবে জীব আনন্দের হেতু কেন না হয়। তাহার উত্তর এই যে নির্ম্মল জল হইতে যে কার্য্য হয় তাহা জলবৎ দুগ্ধ হইতে হইবেক নাই ॥ ১৪ ॥ মান্ত্রবর্ণিকমেব চ গীয়তে ॥ ১৫ ॥ মন্ত্রে যিনি উক্ত হয়েন তিহোঁ মান্ত্রবর্ণিক সেই মান্ত্রবর্ণিক ব্রহ্ম তাঁহাকেই শ্রুতিতে আনন্দময় রূপে গান করেন ॥ ১৫ ॥ নেতরোঽনুপপত্তেঃ ॥ ১৬ ॥ ইতর অর্থাৎ জীব আনন্দময় জগৎ কারণ না হয় যেহেতু জগৎ সৃষ্টি করিবার সংকল্প জীবে আছে এমত বেদে কহেন নাই ॥ ১৬ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৭ ॥ জীব আনন্দময় না হয় যেহেতু জীবের ব্রহ্ম প্রাপ্তি হয় এমতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ বেদে দেখিতেছি ॥ ১৭ ॥ কামাচ্চ নানুমানাপেক্ষা ॥ ১৮ ॥ অনুমান শব্দের দ্বারা প্রধান বুঝায়। প্রধানের অর্থাৎ স্বভাবের আনন্দময় রূপে স্বীকার করা যায় নাই। যেহেতু কাম শব্দ বেদে দেখিতেছি অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টির কামনা ঈশ্বরের হয় প্রধান জড় স্বরূপ তাহাতে কামনার সম্ভাবনা নাই ॥ ১৮ ॥ তস্মিন্নস্য চ তদ্‌যোগং শাস্তি ॥ ১৯ ॥ তস্মিন্ অর্থাৎ ব্রহ্মেতে অস্য অর্থাৎ জীবের মুক্তি হইলে সংযোগ অর্থাৎ একত্র হওয়া বেদে কহেন অতএব ব্রহ্মই আনন্দময় ॥ ১৯ ॥ সূর্য্যের অন্তর্ব্বর্ত্তী দেবতা যে বেদে শুনি সে জীব হয় এমত নহে। অন্তস্তদ্ধর্ম্মোপদেশাৎ ॥ ২০ ॥ অন্তঃ অর্থাৎ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী রূপে ব্রহ্ম হয়েন জীব না হয় যেহেতু ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী দেবতাতে আছে অর্থাৎ বেদে কহেন সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী ঋগ্বেদ হয়েন এবং সাম হয়েন উকথ হয়েন যজুর্ব্বেদ হয়েন এরূপে সর্ব্বত্র হওয়া ব্রহ্মের ধর্ম্ম হয় জীবের ধর্ম্ম নয় ॥ ২০ ॥ ভেদব্যপদেশাচ্চান্যঃ ॥ ২১ ॥ সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তী পুরুষ সূর্য্য হইতে অন্য হয়েন যেহেতু সূর্য্যের এবং সূর্য্যান্তর্ব্বর্ত্তীর ভেদ কথন বেদে আছে ॥ ২১ ॥ এ লোকের গতি আকাশ হয় বেদে কহেন এ আকাশ শব্দ হইতে ভুতাকাশ তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। আকাশস্তল্লিঙ্গাৎ ॥ ২২ ॥ লোকের গতি আকাশ যেখানে বেদে কহেন সে আকাশ

শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে আকাশকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন। যে আকাশ হইতে সকল ভূত উৎপন্ন হইতেছেন সকল ভূতকে উৎপন্ন করা ব্রহ্মের কার্য্য হয় ভূতাকাশের কার্য্য নয়॥ ২২॥ বেদে কহেন ঈশ্বর প্রাণ হয়েন অতএব এই প্রাণ শব্দ হইতে বায়ু প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। অতএব প্রাণঃ॥ ২৩॥ বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ হইতে সকল বিশ্ব হয়েন এই প্রমাণে এখানে প্রাণ শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন বায়ু তাৎপর্য্য নয যেহেতু বায়ুর সৃষ্টিকর্ত্তৃত্ব নাই॥ ২৩॥ বেদে যে জ্যোতিকে স্বর্গের উপর কহিয়াছেন সে জ্যোতি পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের এক ভূত হয় এমত নহে। জ্যোতিশ্চরণাভিধানাৎ। ২৪। জ্যোতিঃ শব্দে এখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বিশ্ব সংসারকে জ্যোতিঃ ব্রহ্মের পাদ রূপ করিয়া অভিধান অর্থাৎ কথন আছে। সামান্য জ্যোতির পাদ বিশ্ব হইতে পারে না॥ ২৪॥ ছন্দোঽভিধানান্নেতি চেন্ন তথা চেতোর্পণনিগদাত্ত-থাহি দর্শনং॥ ২৫॥ বেদে গায়ত্রীকে বিশ্বরূপ করিয়া কহেন অতএব ছন্দ অর্থাৎ গায়ত্রী শব্দের দ্বারা ব্রহ্ম না হইয়া গায়ত্রী কেবল প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে যেহেতু ব্রহ্মের অধিষ্ঠান গায়ত্রীতে লোকের চিত্ত অর্প-ণের জন্যে কথন আছে এই রূপ অর্থ বেদে দৃষ্ট হইল॥ ২৫॥ ভূতাদি-পাদব্যপদেশোপপত্তেশ্চৈবং॥ ২৬॥ এবং অর্থাৎ এই রূপ গায়ত্রী বাক্যে ব্রহ্মই অভিপ্রায় হয়েন যেহেতু ভূত পৃথিবী শরীর হৃদয় এ সকল ঐ গায়-ত্রীর পাদ রূপে বেদে কথন আছে। অক্ষর সমূহ গায়ত্রীর এ সকল বস্তু পাদ হইতে পারে নাই। কিন্তু ব্রহ্মের পাদ হয় অতএব ব্রহ্মই এখানে অভিপ্রেত॥ ২৬॥ উপদেশভেদান্নেতি চেন্ন উভয়স্মিন্নপ্য-বিরোধাৎ॥ ২৭॥ এক উপদেশেতে ব্রহ্মের পাদের স্থিতি স্বর্গে পাওয়া যায় দ্বিতীয় উপদেশে স্বর্গের উপর পাদের স্থিতি বুঝায় অতএব এই উপদেশ ভেদে ব্রহ্মের পাদের ঐক্যতা না হয় এমত নহে। যদ্যপিও আধারে ও অবধিতে ভেদ হয় কিন্তু উভয় স্থলে উপরে স্থিতি উভয় পাদের কথন আছে অতএব অবিরোধেতে দুইয়ের ঐক্য হইল। ব্রহ্মকে যখন বিরাট রূপে স্থূল জগৎ স্বরূপ করিয়া বর্ণন করেন তখন জগতের এক এক দেশকে ব্রহ্মের হস্ত পাদাদি করিয়া কহেন বস্তুত তাঁহার হস্ত পাদ

২৩, ২৩২

আছে এমত তাৎপর্য্য না হয় ॥ ২৭ ॥ আমি প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা হই ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা প্রাণ বায়ু উপাস্য হয় কিম্বা জীব উপাস্য হয় এমত নহে। প্রাণস্তথানুগমাৎ ॥ ২৮ ॥ প্রাণ শব্দের এখানে ব্রহ্ম কথনের অনুগম অর্থাৎ উপলব্ধি হইতেছে অতএব প্রাণ শব্দ এই স্থলে ব্রহ্মবাচক কারণ এই যে সেই প্রাণকে পর শ্রুতিতে অমৃত অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ ন বক্তুরাত্মোপদেশাদিতি চেৎ অধ্যাত্মভূমা হ্যস্মিন্ ॥ ২৯ ॥ ইন্দ্র আপনার উপাসনার উপদেশ করেন অতএব বক্তার অর্থাৎ ইন্দ্রের প্রাণ উপাস্য হয় এমত নয় যেহেতু এই প্রাণ বাক্যে বেদে কহিতেছেন যে প্রাণ তুমি প্রাণ সকল ভুত এই রূপ অধ্যাত্ম সম্বন্ধের বাহুল্য আছে বস্তুত আত্মাকে ব্রহ্মের সহিত ঐক্য জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাভিমানী হইয়া ইন্দ্র আপনার প্রাণের উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন ॥ ২৯ ॥ শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশোবামদেববৎ ॥ ৩০ ॥ আমার উপাসনা করহ এই বাক্য আমি ব্রহ্ম হই এমত শাস্ত্র দৃষ্টিতে ইন্দ্র কহিয়াছেন স্বতন্ত্র রূপে আপনাকে উপাস্য করিয়া কহেন নাই যেমত বামদেব আপনাকে ব্রহ্মাভিমান করিয়া আমি মনু হইয়াছি আমি সূর্য্য হইয়াছি এইমত বাক্য সকল কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেন্নোপাসাত্রৈবিধ্যাদাশ্রিতত্বাদিহ তদ্যোগাৎ ॥ ৩১ ॥ জীব আর মুখ্য প্রাণের পৃথক্ কথন বেদে দেখিতেছি অতএব প্রাণ শব্দ এখানে ব্রহ্মপর না হয় এমত নয়। উভয় শব্দ ব্রহ্ম প্রতিপাদক এ স্থলে হয় যেহেতু এ রূপ জীব আর মুখ্য প্রাণ এবং ব্রহ্মের পৃথক্ পৃথক্ উপাসনা হইলে তিন প্রকার উপাসনার আপত্তি উপস্থিত হয় তিন প্রকার উপাসনা অগত্যা অঙ্গীকার করিতে হইল এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু জীব আর মুখ্য প্রাণ এই দুই অধ্যাস রূপে ব্রহ্মের আশ্রিত হয়েন আর সেই ব্রহ্মের ধর্ম্মের সংযোগ রাখেন যেমত রজ্জুকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমরূপ সর্প পৃথক্ উপলব্ধি হইয়াও রজ্জুর আশ্রিত হয় আর রজ্জুর ধর্ম্মও রাখে অর্থাৎ রজ্জু না থাকিলে সে সর্পের উপলব্ধি আর থাকে না। এক বস্তুতে অন্য বস্তুর জ্ঞান হওয়া অধ্যাস কহেন ॥ ৩১ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ।

ওঁতৎসৎ ॥ বেদে কহেন যে মনোময়কে উপদেশ করিযা ধ্যান করিবেক। এখানে মনোময়াদি বিশেষণের দ্বারা জীব উপাস্য হয়েন এমত নয়। সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধোপদেশাৎ ॥ ১ ॥ সর্ব্বত্র বেদান্তে প্রসিদ্ধ ব্রহ্মের উপাসনাব উপদেশ আছে অতএব ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন। যদি কহ মনোময়ত্ব জীব বিনা ব্রহ্মের বিশেষণ কি রূপে হইতে পাবে তাহার উত্তর এই। সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতির দ্বারা যাবৎ বিশ্ব ব্রহ্মস্বরূপ হয়েন অতএব সমুদায় বিশেষণ ব্রহ্মের সম্ভব হয়॥ ১ ॥ বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ ॥ ২॥ যে শ্রুতি মনোময বিশেষণ কহিযাছেন সেই শ্রুতিতে সত্যসঙ্কল্পাদি বিশেষণ দিয়াছেন এসকল সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ ব্রহ্মেতেই সিদ্ধ আছে ॥ ২ ॥ অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ৩ ॥ শারীর অর্থাৎ জীব উপাস্য না হয়েন যে হেতু সত্য সঙ্কল্পাদি গুণ জীবেতে সিদ্ধি নাই ॥ ৩ ॥ কর্ম্মকর্তৃব্যপদেশাচ্চ ॥ ৪ ॥ বেদে কহেন মৃত্যুর পরে মনোময অত্মাকে জীব পাইবেক এ শ্রুতিতে প্রাপ্তির কর্ম্ম রূপে ব্রহ্মকে আর প্রাপ্তির কর্ত্তা রূপে জীবকে কথন আছে অতএব কর্ম্মের আর কর্ত্তার ভেদ দ্বারা মনোময শব্দের প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম হযেন জীব না হয় ॥ ৪ ॥ শব্দবিশেষাৎ ॥ ৫ ॥ বেদে হিরণ্ময পুরুষ রূপে ব্রহ্মকে কহিযাছেন জীবকে কহেন নাই অতএব এই সকল শব্দ সর্ব্বময় ব্রহ্মের বিশেষণ হয় জীবের বিশেষণ হইতে পারে নাই ॥ ৫ ॥ স্মৃতেশ্চ ॥ ৬ ॥ গীতাদি স্মৃতির প্রমাণে ব্রহ্মই উপাস্য হয়েন অতএব জীব উপাস্য না হয়॥ ৬ ॥ অর্ভকস্ত্বাত্তদ্ব্যপদেশাচ্চ নেতি চেন্ন নিচায্যত্বাদেবং ব্যোমবৎ ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম হৃদয়ে থাকেন আর বেদে কহেন ব্রহ্ম ব্রীহি ও যব হইতেও ক্ষুদ্র হয়েন অতএব অল্প স্থানে যাহার বাস এবং যে এ পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র হয় সে ঈশ্বর না হয় এমত নহে এ সকল শ্রুতি দুর্ব্বলাধিকারী ব্যক্তির উপাসনার নিমিত্ত ব্রহ্মকে হৃদয় দেশে ক্ষুদ্র স্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন যেমন সূচের ছিদ্রকে সূত্র প্রবেশ করিবার নিমিত্ত আকাশ শব্দে লোকে কহে ॥ ৭॥ সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন বৈশেষ্যাৎ ॥ ৮ ॥ জীবের ন্যায় ঈশ্বরের সম্ভোগের প্রাপ্তি আছে এমত নয় যেহেতু চিৎ শক্তির বিশেষণ ঈশ্বরে আছে জীবে নাই ॥ ৮॥ বেদে কোন স্থানে অগ্নিকে ভোক্তা রূপে বর্ণন করিয়াছেন কোন স্থানে জীবকে ভোক্তা কহিয়াছেন অতএব অগ্নি কিম্বা জীব ভোক্তা হয

ঈশ্বর জগৎ ভোক্তা না হয়েন এমত নয়। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯ ॥ জগতের সংহার কর্ত্তা ঈশ্বর হয়েন যেহেতু চরাচর অর্থাৎ জগৎ ঈশ্বরের ভক্ষ্য হয় এমত বেদেতে দেখিতেছি তথাহি ব্রহ্মের ঘৃত স্বরূপ ভক্ষ্য সামগ্রী মৃত্যু হয় ॥ ৯ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন ব্রহ্মের জন্ম নাই মৃত্যু নাই ইত্যাদি প্রকরণের দ্বারা ঈশ্বর জগৎ ভোক্তা অর্থাৎ সংহারক হয়েন ॥ ১০ ॥ বেদে কহেন হৃদয়াকাশে দুই বস্তু প্রবেশ করেন কিন্তু পরমাত্মার পরিমিত স্থানে প্রবেশের সম্ভাবনা হইতে পারে নাই অতএব বেদে এই দুই শব্দ দ্বারা বুদ্ধি আর জীব তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১১ ॥ জীব আর পরমাত্মা হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট হয়েন যেহেতু এই দুইয়ের চৈতন্য স্বীকার করা যায় আর ঈশ্বরের হৃদয়াকাশে প্রবেশ হওয়া অসম্ভব নহে যেহেতু ঈশ্বরের হৃদয়ে বাস হয় এমত বেদে দেখিতেছি আর সর্ব্বময়ের সর্ব্বত্র বাসে আশ্চর্য্য কি হয় ॥ ১১ ॥ বিশেষণাচ্চ ॥ ১২ ॥ বেদে ঈশ্বরকে গম্য জীবকে গন্তা বিশেষণের দ্বারা কহেন অতএব বিশেষণের দ্বারা জীব আর ঈশ্বরের ভেদের প্রতীতি আছে ॥ ১২ ॥ বেদে কহিতেছেন ইহা অক্ষি গত হয়েন। এ শ্রুতি দ্বারা বুঝায় যে জীব চক্ষু গত হয় এমত নহে। অন্তর উপপত্তেঃ ॥ ১৩ ॥ অক্ষির মধ্যে ব্রহ্মই হয়েন যে হেতু সেই শ্রুতির প্রকরণে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ অক্ষিগত পুরুষের বিশেষণ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ১৩ ॥ স্থানানিব্যপদেশাচ্চ ॥ ১৪ ॥ চক্ষুস্থিত যদি ব্রহ্ম হয়েন তবে তাঁহার সর্ব্ব গতত্ব থাকে নাই এমত নহে বেদে ব্রহ্মকে অক্ষিস্থিত ইত্যাদি বিশেষণেতে উপাসনার নিমিত্ত কহিয়াছেন অতএব ব্রহ্মের চক্ষুস্থিতি বিশেষণের দ্বারা সর্ব্বগতত্ব বিশেষণের হানি নাই ॥ ১৪ ॥ সুখবিশিষ্টাভিধানাদেবচ ॥ ১৫ ॥ ব্রহ্মকে সুখস্বরূপ বেদে কহেন অতএব সুখ স্বরূপ ব্রহ্মের বেদতে কথন দেখিতেছি ॥১৫॥ শ্রুতোপনিষৎকগত্যভিধানাচ্চ ॥ ১৬ ॥ বেদে কহেন যে উপনিষৎ শুনে এমত জ্ঞানীর প্রাপ্তব্য বস্তু চক্ষুস্থিত পুরুষ হয়েন অতএব চক্ষুস্থিত শব্দের দ্বারাএখানে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ১৬ ॥ অনবস্থিতেরসম্ভবাচ্চ নেতরঃ ॥ ১৭ ॥ অন্য উপাস্যের চক্ষুতে অবস্থিতির সম্ভাবনা নাই আর অমৃতাদি বিশেষণ অপরেতে সম্ভব হয় নাই অতএব এখানে পরমাত্মা

প্রতিপাদ্য হয়েন ইতর অর্থাৎ জীব প্রতিপাদ্য নহে ॥ ১৭ ॥ পৃথিবীতে থাকেন তেঁহো পৃথিবী হইতে ভিন্ন এ শ্রুতিতে পৃথিবীর অভিমানী দেবতা কিম্বা অপর কোন ব্যক্তি ব্রহ্ম ভিন্ন তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। অন্তর্যামী অধিদৈবাদিষু তদ্ধর্ম্মব্যপদেশাৎ ॥ ১৮ ॥ বেদে অধি দৈবাদি বাক্য সকলেতে ব্রহ্মই অন্তর্যামী হয়েন যেহেতু অন্তর্যামীর অমৃতাদি ধর্ম্ম বিশেষণেতে বর্ণন বেদে দেখিতেছি আর অমৃতাদি ধর্ম্ম কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৮ ॥ নচ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥ ১৯ ॥ সাংখ্য স্মৃতিতে উক্ত যে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি সে অন্তর্যামী না হয় যেহেতু প্রকৃতির ধর্ম্মের অন্য ধর্ম্মকে অন্তর্যামীর বিশেষণ করিয়া বেদে কহিতেছেন তথাহি অন্তর্যামী অদৃষ্ট অথচ সকলকে দেখেন অশ্রুত কিন্তু সকল শুনেন এ সকল বিশেষণ ব্রহ্মের হয় স্বভাবের না হয় ॥ ১৯ ॥ শারীরশ্চোভয়েপিহি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥ ২০ ॥ শারীর অর্থাৎ জীব অন্তর্যামী না হয় যেহেতু কান্ব এবং মধ্যন্দিন উভয়েতে ব্রহ্মকে জীব হইতে ভিন্ন এবং জীবের অন্তর্যামী স্বরূপে কহেন ॥ ২০ ॥ বেদেতে ব্রহ্মকে অদৃশ্য বিশেষণেতে কহেন আর বেদে কহেন যে পণ্ডিত সকল বিশ্বের কারণকে দেখেন অতএব অদৃশ্য ব্রহ্ম বিশ্বের কারণ না হইয়া প্রধান অর্থাৎ স্বভাব বিশ্বের কারণ হয় এমত নহে। অদৃশ্যত্বাদিগুণকোধর্ম্মোক্তেঃ ॥ ২১ ॥ অদৃশ্যাদি গুণ বিশিষ্ট হইয়া জগৎ কারণ ব্রহ্ম হয়েন যেহেতু সেই প্রকরণের শ্রুতিতে সর্ব্বজ্ঞাদি ব্রহ্ম ধর্ম্মের কথন আছে। যদি কহ পণ্ডিতেরা অদৃশ্যকে কি মতে দেখেন তাহার উত্তর এই জ্ঞানের দ্বারা দেখিতেছেন ॥ ২১ ॥ বিশেষণভেদব্যপদেশাভ্যাঞ্চ নেতরৌ ॥ ২২ ॥ বেদে ব্রহ্মকে অমূর্ত্ত পুরুষ বিশেষণের দ্বারা কহিয়াছেন আর প্রকৃতির এবং জীব হইতে শ্রেষ্ঠ করিয়া ব্রহ্মকে কহিয়াছেন অতএব এই বিশেষণ আর জীব ও প্রকৃতি হইতে ব্রহ্ম পৃথক এমত দৃষ্টির দ্বারা জীব এবং প্রকৃতি বিশ্বের কারণ না হয়েন ॥ ২২ ॥ রূপোপন্যাসাচ্চ ॥ ২৩ ॥ বেদে কহেন বিশ্বের কারণের মস্তক অগ্নি দুই চক্ষু চন্দ্র সূর্য্য এইমত রূপের আরোপ সর্ব্বগত ব্রহ্ম ব্যতিরেকে জীবে কিম্বা স্বভাবে হইতে পারে নাই অতএব ব্রহ্মই জগৎ কারণ ॥ ২৩ ॥ বেদে কহেন বৈশ্বানরের উপাসনা করিলে সর্ব্ব ফল প্রাপ্তি হয় অতএব বৈশ্বানর শব্দের দ্বারা জঠরাগ্নি প্রতি-

পাদ্য হয় এমত নহে ॥ বৈশ্বানরঃ সাধারণশব্দবিশেষাৎ ॥ ২৪ ॥ যদ্যপি আত্মা শব্দ সাধারণেতে জীবকে এবং ব্রহ্মকে বলে এবং বৈশ্বানর শব্দ জঠরাগ্নিকে এবং সামান্য অগ্নিকে বলে কিন্তু ব্রহ্মধর্ম্ম বিশেষণের দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ হইতে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতিতে স্বর্গকে বৈশ্বানরের মস্তক রূপে বর্ণন করিয়াছেন এ ধর্ম্ম ব্রহ্ম বিনা অপরের হইতে পারে নাই ॥ ২৪ ॥ স্মর্য্যমানানুমানং স্যাদিতি ॥ ২৫ ॥ স্মৃতিতে উক্ত যে অনুমান তাহার দ্বারা এখানে বৈশ্বানর শব্দ পরমাত্মা বাচক হয় যেহেতু স্মৃতিতেও কহিয়াছেন যে অগ্নি ব্রহ্মের মুখ আর স্বর্গ ব্রহ্মের মস্তক হয় ॥২৫॥ শব্দাদিভ্যোঽন্তঃপ্রতিষ্ঠানান্নেতি চেন্ন তথা দৃষ্ট্যুপদেশাদসম্ভবাৎ পুরুষ-মপি চৈনমধীয়তে ॥ ২৬ ॥ পৃথক পৃথক শ্রুতি শব্দের দ্বারা এবং পুরুষে অন্তঃ প্রতিষ্ঠিতং এ শ্রুতির দ্বারা বৈশ্বানর এখানে প্রতিপাদ্য হয় পবমাত্মা প্রতিপাদ্য নহেন এমত নহে যেহেতু উপাসনা নিমিত্ত এ সকল কাল্পনিক উপদেশ হয় আর স্বর্গ এই সামান্য বৈশ্বানরের মস্তক হয় এমত বিশেষণ অসম্ভব এবং বাজসনেয়ীরা আত্মা পুরুষকে বৈশ্বানর বলিয়া গান করেন। অতএব বৈশ্বানর শব্দে এখানে ব্রহ্ম তাৎপর্য্য হয়েন ॥ ২৬ ॥ অতএব ন দেবতা ভূতঞ্চ ॥ ২৭ ॥ পূর্ব্বোক্ত কাবণ সকলের দ্বারা বৈশ্বানর শব্দ হইতে অগ্নির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অর্থাৎ পঞ্চভূতের তৃতীয় ভূত তাৎ-পর্য্য নহে পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত বৈশ্বানরাদি শব্দ দ্বারা বর্ণন করিয়াছেন ॥ ২৭ ॥ সাক্ষাদপ্যবিরোধং জৈমিনিঃ ॥ ২৮ ॥ বিশ্ব সংসারের নর অর্থাৎ কর্ত্তা বৈশ্বানর শব্দের সাক্ষাৎ অর্থ আর অগ্র্য অর্থাৎ উত্তম জন্ম দেন অগ্নি শব্দের অর্থ এই দুই সাক্ষাৎ অর্থের দ্বারা বৈশ্বানর ও অগ্নি শব্দ হইতে পরমাত্মা প্রতিপাদ্য হইলে অর্থ বিরোধ হয় নাই এমত জৈ-মনিও কহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥ যদি বৈশ্বানর এবং অগ্নি শব্দের দ্বারা পরমাত্মা তাৎপর্য্য হয়েন তবে সর্ব্ব ব্যাপক পরমাত্মার প্রাদেশ মাত্র হওয়া কি রূপে সম্ভব হয়। অভিব্যক্তেরিত্যাশ্মরথ্যঃ ॥ ২৯ ॥ আশ্মরথ্য কহেন যে উপলব্ধি নিমিত্ত পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুচিত নহে ॥ ২৯ ॥ অনুস্মৃতের্ব্বাদরিঃ ॥ ৩০ ॥ পরমাত্মাকে প্রাদেশ মাত্র কহা অনুস্মৃতি অর্থাৎ ধ্যান নিমিত্ত বাদরি মুনি কহিয়াছেন ॥ ৩০ ॥ সংপত্তেরিতি জৈমিনি-

স্তথাহি দর্শযতি ॥ ৩১ ॥ উপাসনার নিমিত্ত প্রাদেশ মাত্র এরূপে পরমাত্মাকে কহা সুসিদ্ধ বটে জৈমিনি কহিযাছেন এবং শ্রুতিও ইহা কহিয়াছেন ॥ ৩১॰॥ আমনন্তি চৈনমস্মিন্ ॥ ৩২ ॥ পরমাত্মাকে বৈশ্বানর স্বরূপে শ্রুতি সকল স্পষ্ট কহিয়াছেন তথাহি তেজোময় অমৃতময় পুরুষ অগ্নিতে আছেন অতএব সর্ব্বত্র পরমাত্মা উপাস্য হয়েন ॥ ৩২ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥
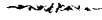
ওঁতৎসৎ ॥ বেদে কহেন যাহাতে স্বর্গ এবং পৃথিবী আছেন অতএব স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার স্থান প্রকৃতি কিম্বা জীব হয় এমত নহে। দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ ॥ ১ ॥ স্বর্গ এবং পৃথিবীর আধার ব্রহ্মই হয়েন যেহেতু ঐ শ্রুতি যাহাতে স্বর্গাদের আধার রূপে বর্ণন করিয়াছেন স্ব অর্থাৎ আত্মা শব্দ তাহাতে আছে ॥১॥ মুক্তোপসৃপ্যত্বব্যপদেশাৎ ॥ ২ ॥ এবং মুক্তের প্রাপ্য ব্রহ্ম হয়েন এমত কথন ঐ সকল শ্রুতিতে আছে তথাহি মর্ত্ত্য ব্যক্তি অমৃত হয় ব্রহ্মকে সে পায় অতএব ব্রহ্মই স্বর্গাদের আধার হয়েন ॥ ২ ॥ নানুমানমতচ্ছব্দাৎ ॥ ৩ ॥ অনুমান অর্থাৎ প্রকৃতি স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতুক সর্ব্বজ্ঞাদি শব্দ প্রকৃতির বিশেষণ হইতে পাবে নাই ॥ ৩ ॥ প্রাণভৃচ্চ ॥ ৪ ॥ প্রাণভৃত অর্থাৎ জীব স্বর্গাদের আধার না হয় যেহেতু সর্ব্বজ্ঞাদি বিশেষণ জীবেরো হইতে পারে নাই ॥ ৪ ॥ অমৃতের সেতু রূপে আত্মাকে বেদ সকল কহেন কিন্তু এখানে আত্মা শব্দ হইতে জীব প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। ভেদব্যপদেশাচ্চ ॥ ৫ ॥ জীব আর আত্মার ভেদ কথন আছে অতএব এখানে আত্মা শব্দ জীব পর নয় তথাহি সেই অত্মাকে জান ইত্যাদি শ্রুতিতে জীবকে জ্ঞাতা আত্মাকে জ্ঞেয় রূপে কহিয়াছেন ॥ ৫ ॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্ম প্রকরণের শ্রুতি আত্মাকে সেতু রূপে কহিয়াছেন অতএব প্রকরণ বলের দ্বারা জীব প্রতিপাদ্য হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন দুই পক্ষী এই শরীরে বাস করেন এক ফল ভোগী দ্বিতীয় সাক্ষী অতএব জীবের স্থিতি এবং ভোগ আছে ব্রহ্মের ভোগ নাই অতএব জীব এখানে শ্রুতির প্রতি-পাদ্য না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে দিক হইতেও প্রাণ ভূমা অর্থাৎ বড় হয় অতএব ভূমা শব্দের প্রতিপাদ্য প্রাণ হয় এমত নহে। ভূমা সং-প্রসাদাদধ্যুপদেশাৎ ॥৮॥ ভূমাশব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যে হেতু প্রাণ উপদেশে শ্রুতির পরে ভূমা শব্দ হইতে ব্রহ্মই নিষ্পন্ন হয়েন এইমত উপদেশ আছে ॥৮॥ ধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥৯॥ ভূমাশব্দ ব্রহ্ম বাচক যে হেতু বেদেতে অমৃতত্ব যে ব্রহ্মের ধর্ম্ম তাহাকে ভূমাতে প্রসিদ্ধ রূপে বর্ণন করিয়াছেন ॥৯॥ প্রণবোপাশনা প্রকরণে যে অক্ষর শব্দ বেদে কহিয়াছেন সেই অক্ষর বর্ণ স্বরূপ হয় এমত নহে। অক্ষরমম্বরান্তধৃতেঃ ॥ ১০ ॥

অক্ষর শব্দ এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যে হেতু বেদে কহেন আকাশ পর্য্যন্ত যাবৎ বস্তুর ধারণা অক্ষর করেন অতএব ব্রহ্ম বিনা সর্ব্ব বস্তুর ধারণা বর্ণ স্বরূপ অক্ষরে সম্ভব হয় নাই ॥১০॥ সা চ প্রশাসনাৎ ॥১১॥ এই রূপ বিশ্বের ধারণা ব্রহ্ম বিনা প্রকৃতি প্রভৃতির হইতে পারে নাই যে হেতু বেদে কহিতেছেন যে সেই অক্ষরের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র ইত্যাদি সকলে আছেন অতএব এরূপ শাসন ব্রহ্ম বিনা অপরে সম্ভব নয় ॥১১॥ অন্যভাবব্যাবৃত্তেশ্চ ॥১২॥ বেদেতে অক্ষরকে অদৃষ্ট এবং দ্রষ্টা রূপে বর্ণন করেন শাসন কর্ত্তাতে দৃষ্টি সম্ভাবনা থাকিলে অন্য অর্থাৎ প্রকৃতি তাহার জড়তা ধর্ম্মের সম্ভাবনা শাসন কর্ত্তাতে কি রূপে থাকিতে পারে অতএব দ্রষ্টা এবং শাসন কর্ত্তা ব্রহ্ম হয়েন ॥১২॥ শ্রুতিতে কহেন ওঁকারের দ্বারা পরম পুরুষের উপাসনা করিবেক আর উপাসকের ব্রহ্মলোক প্রাপ্তির শ্রবণ আছে অতএব ব্রহ্মা এখানে উপাস্য হয়েন এমত নহে। ইক্ষতিকর্ম্মব্যপদেশাৎ সঃ ॥১৩॥ ঐ শ্রুতির বাক্য শেষে কহিতেছেন যে উপাসক ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ করেন অতএব এখানে ব্রহ্মার পরাৎপরকে ইক্ষণ অর্থাৎ উপাসনা করা দ্বারা ব্রহ্মা প্রণব মন্ত্রে উপাস্য না হয়েন কিন্তু ব্রহ্মার পরাৎপর ব্রহ্ম উপাস্য হয়েন ॥১৩॥ বেদে কহেন হৃদয়ে অল্পাকাশ আছেন অতএব অল্পাকাশ শব্দের দ্বারা পঞ্চভূতের মধ্যে যে আকাশ গণিত হইয়াছে সেই আকাশ এখানে পতিপাদ্য হয় এমত নহে। দহরউত্তরেভ্যঃ ॥১৪॥ ঐশ্রুতির উত্তর উত্তর বাক্যেতে ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দ আছে অতএব দহরাকশ অর্থাৎ অল্পাকাশ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥১৪॥ গতিশব্দাভ্যাং তথা হি দৃষ্টং লিঙ্গঞ্চ ॥১৫॥ গতি জীবেও হয় আর ব্রহ্ম গম্য হয়েন এবং সৎ করিয়া বিশেষণ পদ বেদে এই স্থানে কহিতেছেন অতএব এই সকল বিশেষণ দ্বারা ব্রহ্মই হৃদয়াকাশ হয়েন ॥১৫॥ ধৃতেশ্চ মহিম্নোস্মিন্নুপলব্ধেঃ ॥১৬॥ বেদে কহেন সকল লোকের ধারণা ব্রহ্মেতে এবং ভূতের অধিপতি রূপ মহিমা ব্রহ্মেতে অতএব হৃদয়দহরকাশ শব্দ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদ্য হয়েন ॥১৬॥ প্রসিদ্ধেশ্চ ॥১৭॥ হৃদয়ে ঈশ্বরের উপাসনা প্রসিদ্ধ হয় আকাশের উপাসনার প্রসিদ্ধি নহে অতএব দহরাকাশ এখানে তাৎপর্য্য নহে ॥১৭॥ ইতরপরামর্শাৎ

সইতি চেন্নাসম্ভবাৎ ॥১৮॥ ইতর অর্থাৎ জীব তাহার উপলব্ধি দহরাকাশ শব্দের দ্বারা হইতেছে অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে যে হেতু প্রাপ্তা আর প্রাপ্য দুইয়ের এক হইবার সম্ভব হইতে পারে নাই॥১৮॥ অথ উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥১৯॥ ইন্দ্র বিরোচনের প্রশ্নেতে প্রজাপতির উত্তরের দ্বারা জ্ঞান হয় যে জীব উত্তম পুরুষ হয়েন তাহার মীমাংসা এই যে ব্রহ্মের আবির্ভূত স্বরূপ জীব হয়েন অতএব জীবেতে ব্রহ্মের উপন্যাস এবং দহরাকাশেতে জীবের উপন্যাস অর্থাৎ আরোপণ ব্যর্থ না হয় যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্বেতে সূর্য্যের উপন্যাস অযোগ্য নয়॥১৯॥ অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥২০॥ জীবের জ্ঞান হইতে এখানে ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন হয় যেমন বিম্ব হইতে সাক্ষাৎ স্বরূপের প্রয়োজন হয় ॥২০॥ অল্পশ্রুতিরিতি চেত্তদুক্তং ॥২১॥ হৃদয়াকাশে অল্প স্বরূপে বেদে বর্ণন করেন অতএব সর্ব্বব্যাপী আত্মা কি রূপে অল্প হইতে পারেন তাহার উত্তর পূর্ব্বেই কহিয়াছি যে উপাসনার নিমিত্ত অল্প বোধে অভ্যাস করা যায় বস্তুত অল্প নহেন ॥২১॥ বেদে কহেন সেই শুভ্র সকল জ্যোতির জ্যোতি হয়েন অতএব এখানে প্রসিদ্ধ জ্যোতি প্রতিপাদ্য হয় এমত নহে। অনুকৃতেস্তস্য চ ॥২২॥ বেদে কহেন যে ব্রহ্মের পশ্চাৎ সূর্য্যাদি দীপ্ত হয়েন অতএব ব্রহ্মই জ্যোতি শব্দের প্রতিপাদ্য হয়েন আর সেই ব্রহ্মের তেজের দ্বারা সকলের তেজ সিদ্ধ হয় ॥২২॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥২৩॥ সকল তেজের তেজ ব্রহ্মই হয়েন স্মৃতিতেও একথা কহিতেছেন ॥২৩॥ বেদে কহেন অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ হৃদয় মধ্যে আছেন অতএব অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ জীব হয়েন এমত নহে। শব্দাদেব প্রমিতঃ ॥২৪॥ ঐ পূর্ব্ব শ্রুতির পরে পরে কহিয়াছেন যে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র পুরুষ সকল বস্তুর ঈশ্বর হয়েন অতএব এই সকল ব্রহ্মের বিশেষণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রমাণ হইতেছেন ॥২৪॥ হৃদ্যপেক্ষয়া তু মনুষ্যাধিকারিত্বাৎ ॥২৫॥মনুষ্যের হৃদয় পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠ মাত্র করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয় ॥ ২৫ ॥ বেদে কহেন দেবতার ও ঋষির এবং মনুষ্যের মধ্যে যে কেহো ব্রহ্মজ্ঞান অভ্যাস করেন তিঁহো ব্রহ্ম হয়েন কিন্তু পূর্ব্ব সূত্রের দ্বারা অনুভব হয় যে মনুষ্যেতে কেবল ব্রহ্মজ্ঞানের

অধিকার আছে দেবতাতে নাই এমত নহে। তদুপর্য্যপি বাদরায়ণঃ সম্ভবাৎ ॥ ২৬ ॥ মনুষ্যের উপর এবং দেবতার উপর ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার আছে বাদরায়ণ কহিয়াছেন যে হেতু বৈরাগ্যের সম্ভাবনা যেমন মনুষ্যে আছে সেই রূপ বৈরাগ্যের সম্ভাবনা দেবতাতে হয় ॥২৬ ॥ বিরোধঃ কর্ম্মণীতি চেন্নানেকপ্রতিপত্তিদর্শনাৎ ॥২৭॥ দেবতার অধিকার ব্রহ্ম বিদ্যা বিষয়ে অঙ্গীকার করিলে স্বর্গের এবং মর্ত্ত্য লোকের কর্ম্মের নিষ্পত্তি এককালে দেবতা হইতে হয় এমত রূপ বিরোধ স্বীকার করিতে হইবে এমত নহে যে হেতু দেবতা অনেক রূপ ধারণ করিতে পারেন এমত বেদে কহেন অতএব বহু দেহে বহু দেশীয় কর্ম্ম এক কালে হইতে পাবে অর্থাৎ দেবতা স্বর্গের কর্ম্ম এক রূপে কবিতে পারেন দ্বিতীয় রূপে মর্ত্ত্য লোকের যে কর্ম্ম উপাসনা তাহাও করিতে পারেন ॥ ২৭॥ শব্দইতি চেন্নাতঃ প্রভবাৎ প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং ॥ ২৮ ॥ নিত্য স্বরূপ বেদ হয়েন অনিত্য স্বরূপ দেবতা প্রতিপাদক বেদকে স্বীকার করিলে বেদেতে নিত্যানিত্যের বিরোধ উপস্থিত হয় এমত নহে যে হেতু বেদ হইতে যাবৎ বস্তু প্রকট হইয়াছে এ কথা সাক্ষাৎ বেদে এবং স্মৃতিতে কহিয়াছেন অতএব যাবৎ বস্তুর সহিত বেদেব জাতি পুরঃসরে সম্বন্ধ হয় ব্যক্তির সহিত সম্বন্ধ না হয় ইহার কারণ এই জাতি নিত্য এবং বেদ নিত্য হয়েন ॥ ২৮ ॥ অতএব চ নিত্যত্বং ॥২৯॥ যাবৎ বস্তুর সৃষ্টির প্রকাশক বেদ হয়েন অতএব মহাপ্রলয় বিনা বেদ সর্ব্বদা স্থায়ী হয়েন ॥ ২৯ ॥ সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ ॥৩০॥ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের যদ্যপি ও পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি হইতেছে তত্রাপি নূতন বস্তু উৎপন্ন হইবার দোষ বেদ হইতে পাই যে হেতু পূর্ব্ব সৃষ্টিতে যে যে রূপে ও যে যে নামে বস্তু সকল থাকেন পর সৃষ্টিতে সেই রূপে সেই নামে উপস্থিত হয়েন অতএব পূর্ব্বে এবং পরে ভেদ নাই এই মত বেদে দেখা যাইতেছে তথাহি যথা পূর্ব্বমকল্পয়ৎ এবং স্মৃতিতেও এমত কহেন ॥৩০॥ এখন পরের দুই সূত্রের দ্বারা আশঙ্কা করিতেছেন। মধ্বাদিষ্বসম্ভবাদনধিকারং জৈমিনিঃ ॥৩১॥ বেদে কহেন বসু উপাসনা করিলে বসুর মধ্যে এক বসু হয়। এ বিদ্যাকে মধু তুল্য জানিয়া মধু সংজ্ঞা দিয়াছেন আদি শব্দের দ্বারা সূর্য্য উপাসনা করিলে সূর্য্য হয় এই শ্রুতির গ্রহণ

করিয়াছেন এই সকল বিদ্যাব অধিকার মনুষ্য ব্যতিরেক দেবতার না হয় যে হেতু বসুর বসু হওযা সূর্য্যের সূর্য্য হওয়া অসম্ভব সেই মত ব্রহ্ম বিদ্যার অধিকার দেবতাতে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥৩১॥ যদি কহ যেমন ব্রাহ্মণের রাজসূয় যজ্ঞেতে অধিকার নাই কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞ ব্যতি-রেকে অন্যেতে অধিকার আছে সেই মত মধ্বাদি বিদ্যাতে দেবতার অধি-কার না থাকিয়া ব্রহ্ম বিদ্যায় অধিকার থাকিবার কি হানি তাহার উত্তর এই। জ্যোতিষি ভাবাচ্চ ॥ ৩২ ॥ সূর্য্যাদি ব্যবহার জ্যোতির্ম্মণ্ডলেই হয় অতএব সূর্য্য শব্দে জ্যোতির্ম্মণ্ডল প্রতিপাদ্য হয়েন নতুবা মন্ত্রাদের স্বকীয় অর্থের প্রমাণ থাকে নাই কিন্তু মণ্ডলাদের চৈতন্য নাই অতএব অচৈত-ন্যের ব্রহ্ম বিদ্যাতে অধিকার থাকিতে পারে নাই জৈমিনি কহিয়াছেন ॥ ৩২ ॥ ভাবস্তু বাদবায়নোঽস্তি হি ॥ ৩৩ ॥ সূত্রে তু শব্দ জৈমিনির শঙ্কা দূর করিবার নিমিত্ত দিয়াছেন ব্রহ্মবিদ্যাতে দেবতাব অধিকারের সম্ভাবনা আছে বাদরায়ন কহিয়াছেন যে হেতু যদ্যপিও সূর্য্য মণ্ডল অচেতন হয় কিন্তু সূর্য্য মণ্ডলাভিমানী দেবতা সচৈতন্য হয়েন ॥ ৩৩ ॥ ছান্দোগ্যউপ-নিষদে বিদ্যা প্রকরণে শিষ্যকে শূদ্র কহিযা সম্বোধন করাতে জ্ঞান হয় যে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধ্যয়ন অধ্যাপনের অধিকার আছে এমত নহে॥ শুগস্য তদনাদরশ্রবণাত্তদাদ্রবণাৎ সূচ্যতে হি ॥ ৩৪ ॥ শূদ্রকে অঙ্গ কহিয়া সম্বোধন ঊর্দ্ধগামী হংস করিয়াছিলেন এই অনাদর বাক্য শুনিয়া শূদ্রের শোক উপস্থিত হইল ঐ শোকেতে ব্যাকুল হইয়া শূদ্র শীঘ্র রৈক্য নামক গুরুর নিকটে গেলেন গুরু আপনার সর্ব্বজ্ঞতা জানাইবার নিমিত্ত শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করিলেন অতএব শূদ্র কহিয়া সম্বোধন করাতে শূদ্রের ব্রহ্মবিদ্যার অধিকাবের জ্ঞাপক না হয় ॥ ৩৪ ॥ ক্ষত্রিয়ত্বগতেশ্চোত্তরত্র চৈত্ররথেন লিঙ্গাৎ ॥ ৩৫ ॥ পরে পর শ্রুতিতে চৈত্র রথ নামা প্রসিদ্ধ ক্ষত্রিয় শব্দের দ্বারা ক্ষত্রিয়ের উপলব্ধি হয় শূদ্রের উপলব্ধি হয় নাই ॥ ৩৫ ॥ সংস্কারপরামর্শাত্তদভাবাভিলাপাচ্চ ॥ ৩৬ ॥ বেদে কহেন উপনীতি যাহার হয় তাহাকে অধ্যয়ন করাইবেক অতএব উপনয়ন সংস্কার অধ্যয়নের প্রতি কারণ কিন্তু শূদ্রের উপনয়ন সংস্কারের কথন নাই ॥ ৩৬ ॥ যদি কহ গৌতম মুনি শূদ্রের উপনয়ন সংস্কার করিয়াছেন তাহার উত্তর এই হয় ॥

তদভাবনির্দ্ধারণে চ প্রবৃত্তেঃ ॥ ৩৭ ॥ শূদ্র নয় এমত নির্দ্ধারণ জ্ঞান হইলে পর শূদ্রের সংস্কার করিতে গৌতমের প্রবৃত্তি হইয়াছিল অতএব শূদ্র জানিয়া সংস্কারে প্রবৃত্তি করেন নাই ॥ ৩৭ ॥ শ্রবণাধ্যয়নার্থপ্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ শ্রবণ এবং অধ্যয়নের অনুষ্ঠানের নিষেধ শূদ্রের প্রতি আছে অতএব শূদ্র অধিকারী না হয় এবং স্মৃতিতেও নিষেধ আছে। এ পাঁচ সূত্র শূদ্র অধিকার বিষয়ে প্রসঙ্গাধীন করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥ বেদে কহেন প্রাণের কম্পনে শরীরের কম্পন হয় অতএব প্রাণ সকলের কর্ত্তা হয় এমত নহে ॥ কম্পনাৎ ॥ ৩৯ ॥ প্রাণ শব্দের দ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন যেহেতু বেদে কহেন যে ব্রহ্ম প্রাণের প্রাণ হয়েন অতএব প্রাণের কম্পন ব্রহ্ম হইতেই হয় ॥ ৩৯ ॥ বেদে কহেন পরম জ্যোতি উপাস্য হয় অতএব পরম জ্যোতি শব্দের দ্বারা সূর্য্য প্রতিপাদ্য হয়েন এমত নহে॥ জ্যোতির্দর্শনাৎ ॥ ৪০ ॥ ঐ শ্রুতিতেই ব্রহ্মকেই জ্যোতি শব্দে কহিয়াছেন এমত দৃষ্টি হইয়াছে ॥ ৪০ ॥ বেদে কহেন নাম রূপের কর্ত্তা আকাশ হয় অতএব ভূতাকাশ নাম রূপের কর্ত্তা হয় এমত নহে ॥ আকাশোঽর্থান্তরত্বাদিব্যপদেশাৎ ॥ ৪১ ॥ বেদে কহিয়াছেন যে নাম রূপের ভিন্ন হয় সেই ব্রহ্ম আর নামাদের মধ্যে আকাশ গণিত হইতেছে অতএব আকাশের নামাদের মধ্যে গণিত হওয়াতে এবং ব্রহ্ম শব্দ কথনের দ্বারা আকাশ শব্দ হইতে এখানে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন ॥ ৪১ ॥ জনক রাজা যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে আত্মা দেহাদি ভিন্ন হয়েন কি না তাহাতে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করেন যে সুষুপ্তি আদি ধর্ম্ম যাহার তিহোঁ বিজ্ঞানময় হয়েন অতএব জীব এখানে তাৎপর্য্য হয় এমত নহে। সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন ॥ ৪২ ॥ বেদে কহেন জীব সুষুপ্তিকালে প্রাজ্ঞ পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন আর প্রাজ্ঞ আত্মার অবলম্বনের দ্বারা জীব শব্দ করেন অতএব জীব হইতে সুষুপ্তি সময়ে এবং উত্থান কালে বিজ্ঞানময় পরমাত্মার ভেদ কথন আছে এই হেতু বিজ্ঞানময় শব্দ হইতে ব্রহ্মই প্রতিপাদ্য হয়েন॥৪২॥ পত্যাদিশব্দেভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ উত্তর উত্তর শ্রুতিতে পতি প্রভৃতি শব্দের কথন আছে অতএব বিজ্ঞানময় ব্রহ্ম হয়েন সংসারী জীব বিজ্ঞানময় না হয় ॥ ৪৩ ॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎসৎ। আনুমানিকমপ্যেকেষামিতি চেন্ন শরীররূপকবিন্যাসগৃহীতে দর্শযতি চ ॥১॥ বেদে কহেন জীব হইতে অব্যক্ত সূক্ষ্ম হয় অতএব কোন শাখাতে অব্যক্ত শব্দ হইতে এখানে প্রধান অর্থাৎ প্রকৃতি বোধ্য হয় এমত নহে যেহেতু শরীরকে যেখানে রথ রূপে বেদে বর্ণন করিয়াছেন সেখানে অব্যক্ত শব্দ হইতে লিঙ্গ শরীর বোধ্য হইতেছে অতএব লিঙ্গ শরীর অব্যক্ত হয় এমত বেদে দেখাইতেছেন ॥ ১ ॥ সূক্ষ্মন্তু তদর্হত্বাৎ ॥ ২ ॥ সূক্ষ্ম এখানে লিঙ্গ শরীর হয় যে হেতু অব্যক্ত শব্দের প্রতিপাদ্য হইবার যোগ্য লিঙ্গ শরীর কেবল হয় তবে স্থূল শরীরকে অব্যক্ত শব্দে যে কহে সে কেবল লক্ষণার দ্বারা জানিবে ॥ ২ ॥ তদধীনত্বাদর্থবৎ ॥ ৩ ॥ যদি সেই অব্যক্ত শব্দ হইতে প্রধান অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তির তাৎপর্য্য হয় তবে সৃষ্টির প্রথমে ঈশ্বরের সহকারি দ্বারা সেই প্রধানের কার্য্যকারিত্ব শক্তি থাকে॥৩॥ জ্ঞেয়ত্বাবচনাচ্চ ॥ ৪ ॥ সাংখ্য মতে যাহাকে প্রধান কহেন সে অব্যক্ত শব্দের বোধ্য নহে যেহেতু সে প্রধান জ্ঞাতব্য হয় এমত বেদে কহেন নাই ॥ ৪ ॥ বদন্তীতি চেন্ন প্রাজ্ঞোহি প্রকরণাৎ ॥ ৫ ॥ যদি কহ বেদে কহিতেছেন মহতের পর বস্তুকে ধ্যান করিলে মুক্তি হয় তবে প্রধান এ শ্রুতির দ্বারা জ্ঞেয় হয়েন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু সেই প্রকরণে কহিতেছেন যে পুরুষের পর আর নাই অতএব প্রাজ্ঞ যে পরমাত্মা তিহোঁ কেবল জ্ঞেয় হয়েন ॥ ৫ ॥ ত্রয়াণামেব চৈবমুপন্যাসঃ প্রশ্নশ্চ ॥ ৬ ॥ পিতৃতুষ্টি আর অগ্নি এবং পরমাত্মা এই তিনের প্রশ্ন নচিকেত করেন এবং কঠবল্লীতে এই তিনের স্থাপন করিয়াছেন অতএব প্রধান জ্ঞেয় না হয় যে হেতু এই তিনের মধ্যে প্রধান গণিত নহে ॥ ৬ ॥ মহদ্বচ্চ ॥ ৭ ॥ যেমন মহান শব্দ প্রধান বোধক নয় সেই রূপ অব্যক্ত শব্দ প্রধান বাচী না হয় ॥ ৭ ॥ বেদে কহেন যে অজা লোহিত শুক্ল কৃষ্ণ বর্ণা হয় অতএব অজা শব্দ হইতে প্রধান প্রতিপাদ্য হইতেছে এমত নয়। চমসবদবিশেষাৎ ॥ ৮ ॥ অজা অর্থাৎ জন্ম নাই আর লোহিতাদি শব্দ বর্ণকে কহে এই দুই অর্থের অন্যত্র সম্ভাবনা আছে প্রধানে এ শব্দের শক্তি হয় এমত বিশেষ নিয়ম নাই যেমত চমস শব্দ বিশেষণাভাবে কোন বস্তুকে বিশেষ করিয়া কহেন নাই ॥ ৮ ॥ যদি কহ চমস শব্দ বিশেষণের দ্বারা যজ্ঞ শিরোভাগকে যেমত কহে সেই

রূপ অজা শব্দ বিশেষণের দ্বারা প্রধানকে কহিতেছে এমত কহিতে পার না। জ্যোতিরুপক্রমা তু তথা হ্যধীয়তএকে॥ ৯॥ জ্যোতি যে মায়ার প্রথম হয় এমত তেজ আর জল এবং অন্নাত্মিকা মায়া অজা শব্দ হইতে বোধ্য হয় ছন্দোগেরা ঐ মায়ার লোহিতাদি রূপ বর্ণন করেন এবং কহেন এই রূপ মায়া ঈশ্বরাধীন হয় স্বতন্ত্র নহে॥ ৯॥ কল্পনোপদেশাচ্চ মধ্বাদিবদবিরোধাৎ॥ ১০॥ সূর্য্যকে যেমন সুখ দানে মধুর সহিত তুল্য জানিয়া মধু কহিয়া বেদে বর্ণন করেন এবং বাক্যকে অর্থ দানে ধেনুর সহিত তুল্য জানিয়া ধেনু কহিয়া বর্ণন করেন সেই রূপ তেজ অপ অন্ন স্বরূপিণী যে মায়া তাহার অজা অর্থাৎ ছাগের সহিত ত্যাজ্যা হইবাতে সমতা আছে সেই সমতার কল্পনার বর্ণন মাত্র অতএব এ মায়ার জন্ম হইবাতে কোন বিরোধ নাই॥ ১০॥ বেদে কহেন পাঁচ পাঁচ জন অর্থাৎ পঁচিশ তত্ব হয় অতএব পঁচিশ তত্বের মধ্যে প্রধানের গণনা আছে এমত নহে॥ ন সংখ্যোপসংগ্রহাদপি নানাভাবাদতিরেকাচ্চ॥ ১১॥ তত্বের পঞ্চবিংশতি সংখ্যা না হয় যেহেতু পরস্পর এক তত্বে অন্য তত্ব মিলে এই নিমিত্ত নানা সংখ্যা তত্বের কহিয়াছেন যদি পঞ্চবিংশতি তত্ব কহ তবে আকাশ আর আত্মা লইয়া পঞ্চবিংশতি তত্ব হইতে অতিরেক তত্ব হয়॥ ১১॥ যদি কহ যদ্যপি তত্ব পঁচিশ না হয় তবে বেদে পঞ্চ পঞ্চজন অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি তত্ব কি রূপে কহিতেছেন তাহার উত্তর এই। প্রাণাদয়োবাক্যশেষাৎ॥১২॥ পঞ্চ পঞ্চ জন যে শ্রুতিতে আছে সেই শ্রুতির বাক্য শেষেতে কহিয়াছেন কর্ণের কর্ণ শ্রোত্রের শ্রোত্র অন্নের অন্ন মনের মন অতএব এই প্রাণাদি পঞ্চ বস্তু পঞ্চ জনের অর্থাৎ পঞ্চ পুরুষের তুল্য হয়েন এই পাঁচ আর অবিদ্যারূপ আকাশ এই ছয় যে আত্মাতে থাকেন তাহাকে জান এখানে শ্রুতির এই অর্থ তাৎপর্য্য হয় পঞ্চবিংশতি তত্ব তাৎপর্য্য নহে॥ ১২॥ জ্যোতিষৈকেষামসত্যন্নে॥ ১৩॥ কাণ্বদের মতে অন্নের স্থানে জ্যোতির জ্যোতি এমত পাঠ হয় সেমতে অন্ন লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি না হইয়া জ্যোতি লইয়া পঞ্চ প্রাণাদি হয়॥ ১৩॥ বেদে কোন স্থানে কহেন আকাশ সৃষ্টির পূর্ব্ব হয় কোথাও তেজকে কোথাও প্রাণকে সৃষ্টির পূর্ব্ব বর্ণন করেন অতএব সকল বেদের পরস্পর সমন্বয় অর্থাৎ এক বাক্যতা হইতে পারে নাই এমত

নহে ॥ কারণত্বেন চাকাশাদিষু যথা ব্যপদিষ্টোক্তেঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম সকলের কারণ অতএব অবিরোধ হয় এবং বেদের অনৈক্য না হয় যে হেতু আকাশাদি বস্তুর কারণ করিয়া ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র বেদে যথা বিহিত কথন আছে আর আকাশ তেজ প্রাণ এই তিন অপর সৃষ্টির পূর্ব্বে হয়েন এ বেদের তাৎপর্য্য হয় এ তিনের মধ্যে এক অন্যের পূর্ব্ব হয় এমত তাৎপর্য্য নহে যে বেদের অনৈক্যতা দোষ হইতে পারে সূত্রের যে চ শব্দ আছে আহার এই অর্থ হয় ॥ ১৪ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির পূর্ব্ব জগৎ অসৎ ছিল অতএব জগতের অভাবের দ্বারা ব্রহ্মের কারণত্বের অভাব সে কালে স্বীকার করিতে হয় এমত নহে। সমাকর্ষাৎ ॥ ১৫ ॥ অন্যত্র বেদে যেমন অসৎ শব্দের দ্বারা অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হইতেছে সেই রূপ পূর্ব্ব শ্রুতিতেও অসৎ শব্দ হইতে অব্যাকৃত সৎ তাৎপর্য্য হয় অর্থাৎ নাম রূপ ত্যাগ পূর্ব্ব কারণেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ লীন থাকে অতএব সে কালেও কারণত্ব ব্রহ্মের রহিল ॥ ১৫ ॥ কৌষীতকী শ্রুতিতে আদিত্যাদি পুরুষকে বলাকি মুনির বর্ণন করাতে অজাত শত্রু তাহার বাক্যকে অশ্রদ্ধা করিয়া গার্গের শ্রবণার্থ কহিলেন যে ইহার কর্ত্তা যে তাহাকে জানা কর্ত্তব্য হয় অতএব এ শ্রুতির দ্বারা জীব কিম্বা প্রাণ জ্ঞাতব্য হয় এমত নহে। জগদ্বাচিত্বাৎ॥১৬॥ এই যাহার কর্ম্ম অর্থাৎ এই জগৎ যাহার কর্ম্ম ঐ স্থানে বেদের তাৎপর্য্য হয় আর প্রাণ কিম্বা জীবের জগৎ কর্ম্ম নহে যে হেতু জগৎ কর্ত্তৃত্ব কেবল ব্রহ্মের হয় ॥ ১৬ ॥ জীবমুখ্যপ্রাণলিঙ্গান্নেতি চেত্তদ্ব্যাখ্যাতং ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন প্রাজ্ঞ স্বরূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভোগ করেন এই শ্রুতি জীব বোধক হয় আর প্রাণ যে সে সকলের মুখ্য হয় এ শ্রুতি প্রাণ বোধক হয এমত নহে। যদি কহ এসকল জীব এবং প্রাণের প্রতি পাদক হয়েন ব্রহ্ম প্রতি পাদক না হয়েন তবে ইহার উত্তর পূর্ব্ব সূত্রে ব্যাখ্যান করিয়াছি অর্থাৎ কোন শ্রুতি ব্রহ্মকে এবং কোন শ্রুতি প্রাণ ও জীবকে যদি কহেন তবে উপাসনা তিন প্রকার হয় এ মহাদোষঃ ॥ ১৭ ॥ অন্যার্থন্তু জৈমিনিঃ প্রশ্নব্যাখ্যানাভ্যামপি চৈবমেকে ॥ ১৮ ॥ এক শ্রুতি প্রশ্ন কহেন যে কোথায় এ পুরুষ অর্থাৎ জীব শয়ন করেন অন্য শ্রুতি উত্তর দেন যে প্রাণে অর্থাৎ ব্রহ্মেতে সুষুপ্তি কালে জীব থাকেন এই প্রশ্ন উত্ত-

বের দ্বারা জৈমিনি ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন এবং বাজসনেয়ীরা এই প্রশ্নের দ্বারা যে নিদ্রাতে এ জীব কোথায় থাকেন তার এই উত্তরের দ্বারা যে হৃদাকাশে থাকেন ঐ রূপ ব্রহ্মকে প্রতিপাদ্য করেন ॥১৮॥ শ্রুতিতে কহেন আত্মাতে দর্শন শ্রবণ ইত্যাদি রূপ সাধন করিবেক এখানে আত্মা শব্দে জীব বুঝায় এমত নহে। বাক্যান্বয়াৎ ॥১৯॥ যে হেতু ঐ শ্রুতির উপসংহারে অর্থাৎ শেষে কহিয়াছেন যে এই মাত্র অমৃত হয় অর্থাৎ আত্মার শ্রবণাদি অমৃত হয় অতএব উপসংহারের দ্বারা ব্রহ্মের সহিত পূর্ব্ব শ্রুতির সম্বন্ধ হইলে জীবের সহিত অন্বয় হয় না ॥১৯॥ প্রতিজ্ঞাসিদ্ধে-র্লিঙ্গমাশ্মরথ্যঃ ॥২০॥ এক ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্বজ্ঞান হয় এই প্রতিজ্ঞা সিদ্ধি নিমিত্ত যেখানে জীবকে ব্রহ্ম রূপে কহিয়াছেন সে ব্রহ্মরূপে কথন সঙ্গত হয় আশ্মরথ্য এই রূপে কহিয়াছেন ॥ ২০ ॥ উৎক্রমিষ্যতে এবং ভাবাদিত্যৌডুলোমিঃ ॥২১॥ সংসার হইতে জীবের যখন উৎক্রমণ অর্থাৎ মোক্ষ হইবেক তখন জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য হইবেক সেই হইবেক যে ঐক্য তাহা কে হইয়াছে এমত জানিযা জীবকে ব্রহ্ম রূপে কথন সঙ্গত হয় এ ঔডুলোমি কহিয়াছেন ॥২১॥ অবস্থিতেরিতি কাশকৃৎস্নঃ ॥২২॥ ব্রহ্মই জীব রূপে প্রতিবিম্বর ন্যায় অবস্থিতি করেন অতএব জীব আর ব্রহ্মের ঐক্য সঙ্গত হয় এমত কাশকৃৎস্ন কহিযাছেন ॥২২॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম সঙ্কল্পের দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন অতএব ব্রহ্ম জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ হয়েন যেমন ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার হয় এমত নহে। প্রকৃ-তিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ ॥২৩॥ ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত কারণ হয়েন এবং প্রকৃতি অর্থাৎ উপাদান কারণো জগতের ব্রহ্ম হয়েন যেমন ঘটের উপাদান কারণ মৃত্তিকা হয় যেহেতু বেদে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে এক জ্ঞানের দ্বারা সকলের জ্ঞান হয় এ প্রতিজ্ঞা তবে সিদ্ধ হয় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর দৃষ্টান্ত দিযাছেন যে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানের দ্বারা যাবৎ মৃত্তিকার বস্তুত জ্ঞান হয় এ দৃষ্টান্ত তবে সিদ্ধি পায় যদি জগৎ ব্রহ্মময় হয় আর ঈক্ষণ দ্বারা সৃষ্টি করিয়াছেন এমত বেদে কহেন অতএব ব্রহ্ম এই সকল শ্রুতির অনুরোধেতে নিমিত্ত কারণ এবং সমবায়কারণ জগতের হয়েন যেমন মাকড়সা আপনা হইতে আপন ইচ্ছা দ্বারা জাল করে সেই

জালের সমবায় কাবণ এবং নিমিত্ত কারণ আপনি মাকড়সা হয় সমবায় কারণ তাহাকে কহি যে স্বয়ং মিলিত হইয়া কার্য্যকে জন্মায় যেমন মৃত্তিকা স্বয়ং মিলিত হইয়া ঘটের কারণ হয় আর নিমিত্ত কারণ তাহাকে কহি যে কার্য্য হইতে ভিন্ন হইয়া কার্য্য জন্মায় যেমন কুম্ভকার ঘট হইতে ভিন্ন হইয়া ঘটকে উৎপন্ন করে ॥২৩॥ অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥২৪॥ অভিধ্যা অর্থাৎ আপন হইতে অনেক হইবার সঙ্কল্প সেই সঙ্কল্প শ্রুতিতে কহেন যে ব্রহ্ম করিয়াছেন তথাহি অহং বহুস্যাং অতএব এই উপদেশের দ্বারা ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান কারণ হয়েন ॥২৪॥ সাক্ষাচ্চোভয়াম্না-নাৎ ॥২৫॥ বেদে কহেন উভয় অর্থাৎ সৃষ্টি এবং প্রলয়ের কর্তৃত্ব সাক্ষাৎ ব্রহ্মে হয় অতএব ব্রহ্ম উপাদান কারণ জগতের হয়েন যে হেতু কার্য্য উপাদান কারণে লয় হয় নিমিত্ত কারণে লয় হয় নাই যেমন ঘট মৃত্তি-কাতে লীন হয় কুম্ভকারে লীন না হয় ॥২৫॥ আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥২৬॥ বেদে কহেন ব্রহ্ম সৃষ্টি সময়ে স্বয়ং আপনাকে সৃষ্টি করেন এই ব্রহ্মের আত্মকৃতির শ্রবণ বেদে আছে আর কৃতি অর্থাৎ সৃষ্টির পরিণাম যাহাকে বিবর্ত্ত কহি তাহার শ্রবণ বেদে আছে অতএব ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন। বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে স্বরূপের নাশ না হইয়া কার্য্যা-ন্তরকে স্বরূপ হইতে জন্মায় ॥২৬॥ যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥২৭॥ বেদে ব্রহ্মকে ভূত যোনি করিয়া কহেন যোনি অর্থাৎ উপাদান অতএব ব্রহ্ম জগ-তের উপাদন এবং নিমিত্ত কারণ হযেন বেদে সূক্ষ্মকে কারণ কহিতেছেন অতএব পরমাণ্বাদি সূক্ষ্ম জগৎ কারণ হয় এমত নহে ॥২৭॥ এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতাব্যাখ্যাতাঃ ॥২৮॥ প্রধানকে খণ্ডনের দ্বারা পরমাণ্বাদি বাদ খণ্ডন হইরাছে যে হেতু বেদে পরমাণ্বাদিকে জগৎ কারণ কহেন নাই এবং পরমাণ্বাদি সচেতন নহে অতএব পরমাণ্বাদিকে ত্যাজ্য করিয়া ব্যাখ্যান পূর্ব্বেই হইয়াছে তবে পরমাণ্বাদি শব্দ যে বেদে দেখি সে ব্রহ্ম প্রতিপাদক হয় যে হেতু ব্রহ্মকে স্থূল হইতে স্থূল এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্ম বেদে বর্ণন করিয়াছেন ব্যাখ্যাতা শব্দ দুই বার কথনের তাৎপর্য্য অধ্যায় সমাপ্তি হয় ॥২৮॥ ইতি প্রথমাধ্যায়ে চতুর্থঃ পাদঃ ।০। ইতি শ্রীবেদান্ত-গ্রন্থেপ্রথমাধ্যায়ঃ ॥০॥

ওঁতৎসৎ ॥ যদ্যপিও প্রধানকে বেদে জগৎ কারণ কহেন নাই কিন্তু অপর প্রামাণের দ্বারা প্রধান জগৎ কারণ হয় এই সন্দেহ নিবারণ করিতেছেন ॥ স্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গইতি চেন্নান্যস্মৃত্যনবকাশদোষপ্রসঙ্গাৎ ॥১॥ প্রধানকে যদি জগৎ কারণ না কহ তবে কপিল স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব প্রধান জগৎ কারণ তাহার উত্তর এই যদি প্রধানকে জগৎ কারণ কহ তবে গীতাদি স্মৃতির অপ্রামাণ্য দোষ হয় অতএব স্মৃতির পরস্পর বিরোধে কেবল শ্রুতি এ স্থানে গ্রাহ্য আর শ্রুতিতে প্রধানের জগৎ কারণত্ব নাই ॥১॥ ইতরেষাং চানুপলব্ধেঃ ॥২॥ সাংখ্যশাস্ত্রে ইতর অর্থাৎ মহত্বাদিকে যাহা কহিয়াছেন তাহা প্রামাণ্য নহে যে হেতু বেদেতে এমত সকল বাক্যের উপলব্ধি হয় নাই ॥২॥ বেদে যে যোগ করিয়াছেন তাহা সাংখ্য মতে প্রকৃতি ঘটিত করিয়া কহেন অতএব সেই যোগের প্রমাণের দ্বারা প্রকৃতির প্রামাণ্য হয় এমত নহে ॥ এতেন যোগঃ প্রত্যুক্তঃ ॥৩॥ সাংখ্যমত খণ্ডনের দ্বারা সাংখ্য শাস্ত্রে যে প্রধান ঘটিত যোগ কহিয়াছেন তাহার খণ্ডন সুতরাং হইল ॥৩॥ এখন দুই সূত্রেতে সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সন্দেহের নিরাকরণ করেন ॥ ন বিলক্ষণত্বাদস্য তথাত্বঞ্চ শব্দাৎ ॥৪॥ জগতের উপাদান কারণ চেতন না হয় যে হেতু চেতন হইতে জগৎকে বিলক্ষণ অর্থাৎ ভিন্ন দেখিতেছি ঐ চেতন হইতে জগৎ ভিন্ন হয় অর্থাৎ জড় হয় এমত বেদে কহিতেছেন ॥৪॥ যদি কহ শ্রুতিতে আছে যে ইন্দ্রিয় সকল প্রত্যেকে আপন আপন বড় হইবার নিমিত্ত বিবাদ করিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর চেতনত্ব পাওয়া যায় এমত কহিতে পারিবে নাই ॥ অভিমানিব্যপদেশস্তু বিশেষানুগতিভ্যাং ॥৫॥ ইন্দ্রিয় সকলের এবং পৃথিবীর অভিমানী দেবতা এ স্থানে পরস্পর বিবাদী এবং মধ্যস্থ হইয়াছিলেন যে হেতু এখানে অভিমানী দেবতার কথন বেদে আছে তথাহি তাহৈব দেবতা অর্থাৎ ঐ ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতা আর অগ্নির্ব্বাগ্‌ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ অর্থাৎ অগ্নি বাক্য হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন ঐ দেবতা শব্দের বিশেষণের দ্বারা আর অগ্নির গতির দ্বারা এখানে অভিমানী দেবতা তাৎপর্য্য হয় ॥৫॥ দৃশ্যতে তু ॥৬॥ এখানে তু শব্দ পূর্ব্ব দুই সূত্রের সন্দেহের সিদ্ধান্তের জ্ঞাপক হয়। সচেতন পুরুষের

অচেতন স্বরূপ নখাদির উৎপত্তি যেমন দেখিতেছি সেই রূপ অচেতন জগতের চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপত্তি হয় এবং ব্রহ্ম জগতের উপাদান কারণ হয়েন ॥৬॥ অসদিতি চেন্ন প্রতিষেধমাত্রত্বাৎ ॥৭॥ সৃষ্টির আদিতে জগৎ অসৎ ছিল সেইরূপ অসৎ জগৎ সৃষ্টি সময়ে উৎপন্ন হইল এমত নহে যে হেতু সতের প্রতিষেধ অর্থাৎ বিপরীত অসৎ তাহার সম্ভাবনা কোন মতেই হয় নাই অতএব অসতের আভাস শব্দমাত্রে কেবল উপলব্ধি হয় বস্তুত নাই যেমন খপুষ্পের আভাস শব্দমাত্রে হয় বস্তুত নয় ॥৭॥ অপীতৌ তদ্বৎ প্রসঙ্গাদসমঞ্জসং ॥৮॥ জগতের উপাদান কারণ ব্রহ্মাকে কহিলে যুক্ত হয় নাই যেহেতু অপীতি অর্থাৎ প্রলয়ে জগৎ ব্রহ্মতে লীন হইলে যেমন তিক্তাদি সংযোগে দুগ্ধ তিক্ত হয় সেই রূপ জগতের সংযোগে ব্রহ্মেতে জগতের জড়তা গুণের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া পরসূত্রে নিবারণ কবিতেছেন ॥৮॥ ন তু দৃষ্টান্ত-ভাবাৎ ॥৯॥ তু শব্দ এখানে সিদ্ধান্ত নিমিত্ত হয়। যেমন মৃত্তিকার ঘট মৃত্তিকাতে লীন হইলে মৃত্তিকার দোষ জন্মাইতে পারে নাই এই দৃষ্টান্ত দ্বারা জানা যাইতেছে যে জড় জগৎ প্রলয় কালে ব্রহ্মেতে লীন হইলেও ব্রহ্মের জড় দোষ জন্মাইতে পারে নাই ॥৯॥ স্বপক্ষেহদোষাচ্চ ॥১০॥ প্রধানকে জগতের কারণ কহিলে যে যে দোষ পূর্ব্বে কহিযাছ সেই সকল দোষ স্বপক্ষে অর্থাৎ ব্রহ্মপক্ষে হইতে পারে নাই অতএব এই পক্ষ যুক্ত হয় ॥১০॥ তর্কাপ্রতিষ্ঠানাদপ্যন্যথানুমেয়মিতি চেদেবমপ্যনির্ম্মোক্ষপ্রসঙ্গঃ ॥১১॥ তর্ক কেবল বুদ্ধি সাধ্য এই হেতু তাহার প্রতিষ্ঠা নাই অর্থাৎ স্থৈর্য্য নাই অতএব তর্কে বেদের বাধা জন্মাইতে পারে নাই যদি তর্ককে স্থির কহ তবে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ হইবেক যদি এই রূপে শাস্ত্রের সমন্বয়ের বিরোধ স্বীকার কবহ তবে শাস্ত্রের দ্বারা যে নিশ্চিত মোক্ষ হয় তাহার অভাব প্রসঙ্গ কপিলাদি বিরুদ্ধ তর্কের দ্বারা হইবেক অতএব কোন তর্কের প্রামাণ্য নাই ॥১১॥ যদি কহ ব্রহ্ম সর্ব্বত্র ব্যাপক হয়েন তবে আকাশের ন্যায় ব্যাপক হইয়া জগতের উপাদান কারণ হইতে পারেন নাই কিন্তু পরমাণু জগতেব উপাদান কারণ হয় এরূপ তর্ক করা অশাস্ত্র তর্ক না হয় যেহেতু বৈশেষিকাদি শাস্ত্রে উক্ত আছে এমত কহিতে পারিবে না॥

এতেন শিষ্টাপরিগ্রহাঅপি ব্যাখ্যাতাঃ ॥ ১২ ॥ সদ্রূপ ব্রহ্মকে যে শিষ্ট লোকে কারণ কহেন তাঁহারা কোন অংশে পরমাণ্বাদি জগতের উপাদান কারণ হয় এমত কহেন নাই অতএব বৈশেষিকাদি মত পরস্পর বিরোধের নিমিত্ত ত্যাজ্য করিয়া শিষ্ট সকলে ব্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ১২ ॥ পরসূত্রে আদৌ সন্দেহ করিয়া পশ্চাৎ সমাধান করিতেছেন ॥ ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ ॥ ১৩ ॥ অদ্বিতীয় ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান কারণ হয়েন তবে ভোক্তা আর ভোগ্যের মধ্যে বিভাগ অর্থাৎ ভেদ থাকে নাই অথচ ভোক্তা এবং ভোগ্যের পার্থক্য দৃষ্ট হইতেছে ইহার উত্তর এই যে লোকেতে রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং দণ্ডভ্রম হইয়া উভয়ের বিভাগ অর্থাৎ ভেদ যেমন মিথ্যা উপলব্ধি হয় সেই মত ভোক্তা এবং ভোগ্যের ভেদ কল্পিত মাত্র ॥ ১৩ ॥ দুগ্ধ লোকেতে যেমন দধি হইয়া দুগ্ধ হইতে পৃথক কহায় এই দৃষ্টান্তানুসারে ব্রহ্ম এবং জগতের ভেদ বস্তুত হইতে পারে এমত নহে ॥ তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥ ১৪ ॥ ব্রহ্ম হইতে জগতের অন্যত্ব অর্থাৎ পার্থক্য না হয় যেহেতু বাচারম্ভণাদি শ্রুতি কহিতেছেন যে নাম আর রূপ যাহা প্রত্যক্ষ দেখহ সে কেবল কথন মাত্র বস্তুত ব্রহ্মই সকল ॥ ১৪ ॥ ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ১৫ ॥ জগৎ ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যে হেতু ব্রহ্ম সত্তাতে জগতের সত্তার উপলব্ধি হইতেছে ॥ ১৫ ॥ সত্বাচ্চাবরস্য ॥ ১৬ ॥ অবর অর্থাৎ কার্য্য রূপ জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল অতএব সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে অন্য না হয় যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ছিল পশ্চাৎ ঘট হইয়াও মৃত্তিকা হইতে অন্য হয় নাই ॥ ১৬ ॥ অসদ্ব্যপদেশাদিতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥ ১৭ ॥ বেদে কহেন জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎ ছিল অতএব কার্য্যের অর্থাৎ জগতের অভাব সৃষ্টির পূর্ব্বে জ্ঞান হয় এমত নহে যেহেতু ধর্ম্মান্তরেতে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল অর্থাৎ নাম রূপে যুক্ত হইয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল নাই কিন্তু নাম রূপ ত্যাগ করিয়া কারণেতে সে কালে জগৎ লীন ছিল ইহার কারণ এই যে ঐ বেদের বাক্য শেষে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল ॥ ১৭ ॥ যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ১৮ ॥ ঘট হইবার পূর্ব্বে মৃত্তিকা রূপে ঘট যদি না থাকিত তবে ঘট করিবার সময়

মৃত্তিকাতে কুম্ভকারের যত্ন হইত না এই যুক্তির দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ব্রহ্ম স্বরূপে ছিল নিশ্চয় হইতেছে এবং শব্দান্তরের দ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ সৎ ছিল এমত প্রমাণ হইতেছে ॥ ১৮ ॥ পটবচ্চ ॥ ১৯ ॥ যেমন বস্ত্র সকল আকুঞ্চন অর্থাৎ তানা আর প্রসারণ অর্থাৎ পড়্যান হইতে ভিন্ন না হয় সেই মত ঘট জন্মিলে পরেও মৃত্তিকা ঘট হইতে ভিন্ন নহে এই রূপ সৃষ্টির পরেও ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন নয় ॥ ১৯ ॥ যথা প্রাণাদিঃ ॥ ২০ ॥ ভিন্ন লক্ষণ হইয়া যেমন প্রাণ অপানাদি পবন হইতে ভিন্ন না হয় সেই রূপ রূপান্তরকে পাইয়াও কার্য্য আপন উপাদান কারণ হইতে পৃথক হয় নাই ॥ ২০ ॥ এই সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে ইহার নিরাকরণ করিতেছেন ॥ ইতরব্যপদেশাদ্ধিতাকরণাদিদোষপ্রশক্তিঃ ॥ ২১ ॥ ব্রহ্ম যদি জগতের কারণ হয়েন তবে জীবো জগতের কারণ হইবেক যেহেতু জীবকে ব্রহ্ম করিয়া কথন আছে আর জীব জড়াদিকে অর্থাৎ ঘটাদিকে সৃষ্টি করে কিন্তু জীব রূপ ব্রহ্ম আপন কার্য্যের জড়ত্ব দূর করিতে পারে নাই এদোষ জীব রূপ ব্রহ্মে উপস্থিত হয় ॥ ২১ ॥ অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥২২॥ অল্পজ্ঞ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক হয়েন যে হেতু নানা শ্রুতিতে জীব আর ব্রহ্মের ভেদ কথন আছে অতএব জীব আপন কার্য্যের জড়তা দূর করিতে পারে নাই ॥ ২২ ॥ অশ্মাদিবচ্চ তদনুপপত্তিঃ ॥ ২৩ ॥ এক যে ব্রহ্ম উপাদান কারণ তাহা হইতে নানা প্রকার পৃথক পৃথক কার্য্য কি রূপে হইতে পারে এদোষের এখানে সঙ্গতি হইতে পারে নাই যে হেতু এক পর্ব্বত হইতে নানা প্রকার মণি এবং এক বীজ হইতে যেমন নানা প্রকার পুষ্প ফলাদি হয় সেই রূপ এক ব্রহ্ম হইতে নানা প্রকার কার্য্য প্রকাশ পায় ॥ ২৩ ॥ পুনরায় সন্দেহ করিয়া সমাধান করিতেছেন। উপসংহারদর্শণান্নেতি চেন্ন ক্ষীরবদ্ধি ॥ ২৪ ॥ উপসংহার দণ্ডাদি সামগ্রীকে কহে। ঘট জন্মাইবার জন্যে মৃত্তিকার সহকারী দণ্ডাদি সামগ্রী হয় কিন্তু সে সকল সহকারী ব্রহ্মের নাই অতএব ব্রহ্ম জগৎ কারণ না হয়েন এমত নহে যে হেতু ক্ষীর যেমন সহকারী বিনা স্বয়ং দধি হয় এবং জল যেমন আপনি আপনাকে জন্মায় সেই রূপ সহকারী বিনা ব্রহ্ম জগতের কারণ হয়েন ॥ ২৪ ॥ দেবাদিবদপি লোকে ॥ ২৫ ॥ লোকেতে যেমন দেবতা সাধন অপেক্ষা না

করিয়া ভোগ করেন সেই মত ব্রহ্ম সাধন বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥২৫॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। কৃৎস্নপ্রশক্তির্নিরবয়বত্বে শব্দকোপোবা ॥২৬॥ ব্রহ্মকে যদি অবয়ব রহিত কহ তবে তিহোঁ একাকী যখন জগৎ রূপ কার্য্য হইবেন তখন তিহোঁ সমস্ত এক বারে কার্য্য স্বরূপ হইয়া যাইবেন তিহোঁ আর থাকিবেন নাই তবে ব্রহ্ম সাক্ষাৎ কার্য্য হইলে তাঁহার দুর্জ্ঞেয়ত্ব থাকে নাই যদি অবয়ব বিশিস্ট কহ তবে শ্রুতি শব্দের কোপ হয় অর্থাৎ শ্রুতি বিরুদ্ধ হয় যেহেতু শ্রুতিতে তাঁহাকে অবয়ব রহিত কহিয়াছেন ॥ ২৬॥ শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২৭ ॥ এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তের নিমিত্ত। একই ব্রহ্ম উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ জগতের হয়েন যে হেতু শ্রুতিতে কহিয়াছেন অতএব এখানে যুক্তির অপেক্ষা নাই আর যেহেতু বেদ কেবল ব্রহ্মের প্রমাণ হয়েন ॥ ২৭ ॥ আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২৮ ॥ পরমাত্মাতে সর্ব্ব প্রকার বিচিত্র শক্তি আছে এমত শ্বেতাশ্বতরাদি শ্রুতিতে বর্ণন দেখিতেছি ॥ ২৮ ॥ স্বপক্ষেহ-দোষাচ্চ ॥ ২৯ ॥ নিরবয়ব যে প্রধান তাহার পরিণামের দ্বারা জগৎ হই-য়াছে এমত কহিলে প্রধানের অভাব দোষ জন্মে কিন্তু ব্রহ্ম পক্ষে এবিষয় হইতে পারে নাই যে হেতু ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত কারণ হয়েন ॥ ২৯ ॥ শরীর রহিত ব্রহ্ম কি রূপে সর্ব্ব শক্তি বিশিস্ট হইতে পারেন ইহার উত্তর এই। সর্ব্বোপেতা চ দর্শনাৎ ॥ ৩০ ॥ ব্রহ্ম সর্ব্ব শক্তি যুক্ত হয়েন যে হেতু এমত বেদে দৃস্ট হইতেছে ॥ ৩০ ॥ বিকরণত্বান্নেতি চেত্তদুক্তং ॥ ৩১ ॥ ইন্দ্রিয় রহিত ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন এমত যদি কহ তাহার উত্তর পূর্ব্বে দেয়া গিয়াছে অর্থাৎ দেবতা সকল লোকেতে বিনা সাধন যেমন ভোগ করেন সেই রূপ ব্রহ্ম ইন্দ্রিয় বিনা জগতের কারণ হয়েন ॥ ৩১ ॥ প্রথম সূত্রে সন্দেহ করিয়া দ্বিতীয় সূত্রে সমাধান করিতেছেন। নপ্রয়োজনবত্ত্বাৎ ॥ ৩২ ॥ ব্রহ্ম জগতের কারণ না হয়েন যেহেতু যে কর্ত্তা হয় সে বিনা প্রয়োজন কার্য্য করে নাই ব্রহ্মের কোন প্রয়োজন জগতের সৃষ্টিতে নাই ॥ ৩২ ॥ লোকবত্তু লীলাকৈবল্যং ॥ ৩৩ ॥ এখানে তু শব্দ সিদ্ধান্তার্থ লোকেতে যেমন বালকেরা রাজাদি রূপ গ্রহণ করিয়া লীলা করে সেই রূপ জগৎ রূপে ব্রহ্মের আবির্ভাব হওয়া লীলা

মাত্র হয় ॥ ৩৩ ॥ জগতে কেহ সুখী কেহ দুঃখী ইত্যাদি অনুভব হই- তেছে অতএব ব্রহ্মের বিষম সৃষ্টি করা দোষ জন্মে এমত যদি কহ তাহার উত্তর এই। বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যেন সাপেক্ষত্বাৎ তথাহি দর্শয়তি ॥ ৩৪ ॥ সুখী আর দুঃখীর সৃষ্টিকর্ত্তা এবং সুখ আর দুখের দূর কর্ত্তা যে পরমাত্মা তাঁহার বৈষম্য এবং নির্দ্দয়ত্ব জীবের বিষয়ে নাই যেহেতু জীবের সংস্কার কর্ম্মের অনুসারে কল্পতরুর ন্যায় ব্রহ্ম ফলকে দেন পুণ্যেতে পুণ্য উপা- র্জিত হয় এবং পাপে পাপ জন্মে এমত বর্ণন বেদে দেখিতেছি ॥ ৩৪ ॥ ন কর্ম্মাবিভাগাদিতি চেন্ন অনাদিত্বাৎ ॥৩৫॥ বেদে কহিতেছেন সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল সৎ ছিলেন এই নিমিত্ত সৃষ্টির পূর্ব্বে কর্ম্মের বিভাগ অর্থাৎ কর্ম্মের সত্তা ছিল নাই অতএব সৃষ্টি কোন মতে কর্ম্মের অনুসারী না হয় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু সৃষ্টি আর কর্ম্মের পরস্পর কার্য্য কারণত্ব রূপে আদি নাই যেমন বৃক্ষ ও তাহার বীজ কার্য্য কারণ রূপে অনাদি হয় ॥ ৩৫ ॥ উপপদ্যতে চাপ্যুপলভ্যতে চ ॥ ৩৬ ॥ জগৎ সহেতুক হয় অত- এব হেতুর অনাদিত্ব ধর্ম্ম লইয়া জগতের অনাদিত্ব সিদ্ধ হয়। আর বেদে উপলব্ধি হইতেছে যে কেবল নাম আর রূপের সৃষ্টি হয় কিন্তু সকল অনাদি আছেন ॥ ৩৬ ॥ নির্গুণ ব্রহ্ম জগতের কারণ হইতে পারেন নাই এমত নহে। সর্ব্বধর্ম্মোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৭ ॥ বিবর্ত্ত রূপে ব্রহ্ম জগৎ কারণ হয়েন যেহেতু সকল ধর্ম্ম আর সকল শক্তি ব্রহ্মে সিদ্ধ আছে বিবর্ত্ত শব্দের অর্থ এই যে আপনি নষ্ট না হইয়া কার্য্য রূপে উৎপন্ন হয়েন ॥ ৩৭ ॥০॥ ০ ॥

ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে প্রথমঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎসৎ॥ সত্বরজস্তম স্বরূপ প্রকৃতি জগতের উপাদান কারণ কেন না হয়েন॥ রচনানুপপত্তেশ্চ নানুমানং॥ ১॥ অনুমান অর্থাৎ প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান হইতে পারে নাই যেহেতু জড় হইতে নানাবিধ রচনার সম্ভাবনা নাই॥১॥ প্রবৃত্তেশ্চ॥ ২॥ চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের প্রবৃত্তি দ্বারা প্রধা-নের প্রবৃত্তি হয় অতএব প্রধান স্বয়ং জগতের উপাদান কারণ নহে॥ ২॥ পয়োঽম্বুবচ্চেত্তত্রাপি॥ ৩॥ যদি কহ যেমন দুগ্ধ স্বয়ং স্তন হইতে নিঃসৃত হয় আব জল যেমন স্বয়ং চলে সেই মত প্রধান অর্থাৎ স্বভাব স্বয়ং জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হয় এমত হইলেও ঈশ্বরকে প্রধানের এবং দুগ্ধাদের প্রবর্ত্তক তত্রাপি স্বীকার করিতে হইবেক যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জলেতে স্থিত হইয়া জলকে প্রবর্ত্ত করান॥ ৩॥ ব্যতিরেকানবস্থিতেশ্চা-নপেক্ষত্বাৎ॥ ৪॥ তোমার মতে প্রধান যদি চেতনেব সাপেক্ষ সৃষ্টি করিবাতে না হয় তবে কার্য্যের অর্থাৎ জগতের পৃথক অবস্থিতি প্রধান হইতে যাহা তুমি স্বীকার করহ সে পৃথক অবস্থিতি থাকিবেক না যেহেতু প্রধান তোমার মতে উপাদান কারণ সে যখন জগৎ স্বরূপ হইবেক তখন জগতের সহিত ঐক্য হইয়া যাইবেক পৃথক থাকিবেক নাই অতএব তোমার প্রমাণে তোমার মত খণ্ডিত হয়॥ ৪॥ অন্যত্রাভাবাচ্চ ন তৃণাদি-বৎ॥ ৫॥ ঈশ্বরের ইচ্ছা বিনা প্রধান জগৎ স্বরূপ হইতে পারে না যেমন গবাদির ভক্ষণ বিনা ক্ষেত্রস্থিত তৃণ স্বয়ং দুগ্ধ হইতে অসমর্থ হয়॥ ৫॥ অভ্যুপগমেপ্যর্থাভাবাৎ॥ ৬॥ প্রধানের স্বয়ং প্রবৃত্তি সৃষ্টিতে অঙ্গীকার করিলে প্রধানেতে যাহাদিগ্যের প্রবৃত্তি নাই তাহাদিগ্যের মুক্তি রূপ অর্থ হইতে পারে না অথচ বেদে ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা মুক্তি লিখেন প্রধানের জ্ঞা-নের দ্বারা মুক্তি লিখেন না॥ ৬॥ পুরুষাশ্মবদিতি চেত্তত্রাপি॥ ৭॥ যদি বল যেমন পঙ্গু পুরুষ হইতে অন্ধের চেস্টা হয় আর অয়স্কান্তমণি হইতে লৌহের স্পন্দন হয় সেই রূপ প্রক্রিয়া রহিত ঈশ্বরের দ্বারা প্রধানের সৃষ্টিতে প্রবৃত্তি হয় এমত হইলেও তথাপি যেমন পঙ্গু আপনার বাক্য দ্বারায় অন্ধকে প্রবর্ত্ত করায় এবং অয়স্কান্তমণি সান্নিধ্যের দ্বারা লৌহকে প্রবর্ত্ত করায় সেই রূপ ঈশ্বর আপনার ব্যাপারের দ্বারা প্রধানকে প্রবর্ত্ত করান অতএব প্রধান ঈশ্বরের সাপেক্ষ হয়। যদি কহ ব্রহ্ম তবে ক্রিয়া বি-

শিষ্ট হইলেন তাহার উত্তর এই তাঁহার ক্রিয়া কেবল মায়ামাত্র বন্ধ করিতে ব্রহ্ম ক্রিয়া বিশিষ্ট নহেন ॥ ৭ ॥ অঙ্গিত্বানুপপত্তেশ্চ ॥ ৮ ॥ বেদে সত্ত্ব রজ তম তিন গুণের সমতাকে প্রধান কহেন এই তিন গুণের সমতা দূর হইলে সৃষ্টির আরম্ভ হয় অতএব প্রধানের সৃষ্টি আরম্ভ হইলে সেই প্রধানের অঙ্গ থাকে না ॥ ৮ ॥ অন্যথানুমিতৌ চ জ্ঞানশক্তিবিয়োগাৎ ॥ ৯ ॥ কার্য্যের উৎপত্তির দ্বারা প্রধানের অনুমান যদি করিতে চাহ তাহা করিতে পারিবে না যেহেতু জ্ঞান শক্তি প্রধানে নাই আর জ্ঞানশক্তি ব্যতিরেকে সৃষ্টি কর্ত্তা হইতে পারে নাই ॥ ৯ ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চাসমঞ্জসং ॥ ১০ ॥ কেহ কহে তত্ত্ব পঁচিশ কেহ ছাব্বিশ কেহ আটাইশ এই প্রকার পরস্পর বিপ্রতিষেধ অর্থাৎ অনৈক্য তত্ত্ব সংখ্যাতে হইয়াছে অতএব পঁচিশ তত্ত্বের মধ্যে প্রধানকে যে গণনা করিয়াছেন সে অযুক্ত হয় ॥ ১০ ॥ বৈশেষিক আর নৈয়ায়িকের মত এই যে সমবায়ি কারণের গুণ কার্য্যেতে উপস্থিত হয় এমতে চৈতন্য বিশিষ্ট ব্রহ্ম কিরূপে চৈতন্য হীন জগতের কারণ হইতে পারেন ইহার উত্তর এই ॥ মহদ্দীর্ঘবদ্বা হ্রস্বপরিমণ্ডলাভ্যাং ॥ ১১ ॥ হ্রস্ব অর্থাৎ দ্ব্যণুক তাহাতে মহত্ত্ব নাই পরিমণ্ডল অর্থাৎ পরমাণু তাহাতে দীর্ঘত্ব নাই কিন্তু যখন দ্ব্যণুক ত্রসরেণু হয় তখন মহত্ত্ব গুণকে জন্মায় পরমাণু যখন দ্ব্যণুক হয় তখন দীর্ঘত্ব জন্মায় অতএব এখানে যেমন কারণের গুণ কার্য্যেতে দেখা যায় না সেই রূপ ব্রহ্ম এবং জগতের গুণের ভেদ হইলে দোষ কি আছে ॥ ১১ ॥ যদি কহ দুই পরমাণু নিশ্চল কিন্তু কর্ম্মাধীন দুইয়ের যোগের দ্বারা দ্ব্যণুকাদি হয় ঐ দ্ব্যণুকাদি ক্রমে সৃষ্টি জন্মে ইহার উত্তর এই। উভয়থাপি ন কর্ম্মাঽতস্তদভাবঃ ॥ ১২ ॥ ঐ সংযোগের কারণ যে কর্ম্ম তাহার কোন নিমিত্ত আছে কি না তাহাতে নিমিত্ত আছে ইহা কহিতে পারিবে না যে হেতু জীবের যত্ন সৃষ্টির পূর্ব্বে নাই অতএব যত্ন না থাকিলে কর্ম্মের নিমিত্তের সম্ভাবনা থাকে না অতএব ঐ কর্ম্মের নিমিত্ত কিছু আছে এমত কহা যায় না আর যদি কহ নিমিত্ত নাই তবে নিমিত্ত না থাকিলে কর্ম্ম হইতে পারে না অতএব উভয় প্রকারে দুই পরমাণুর সংযোগের কারণ কোন মতে কর্ম্ম না হয় এই হেতু ঐ মত অসিদ্ধ ॥ ১২ ॥ সমবায়াভ্যুপগমাচ্চ সাম্যাদনবস্থিতেঃ ॥ ১৩ ॥ পরমাণু দ্ব্যণুকাদি

হইতে যদি সৃষ্টি হয় তবে পরমাণু আর দ্ব্যণুকের মধ্যে সমবায় সম্বন্ধ অ-ঙ্গীকার করিতে হইবেক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ পরমাণু বাদীর সম্মত নহে অতএব ঐ মত সিদ্ধ হইল নাই যদি পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ অঙ্গী-কার করহ তবে অনবস্থা দোষ হয় যেহেতু পরমাণু হইতে ভিন্ন দ্ব্যণুক সেই দ্ব্যণুক পরমাণুর সমবায় সম্বন্ধ অপেক্ষা করে এই রূপ দ্ব্যণুকের সহিত ত্রসরেণ্বাদের ভেদের সমতা আছে অতএব ত্রসরেণু দ্ব্যণুকের সম-বায় সম্বন্ধের অপেক্ষা করে এই প্রকারে সমবায় সম্বন্ধের অবধি থাকে না যদি কহ পরমাণুর সম্বন্ধ দ্ব্যণুকের সহিত দ্ব্যণুকের সম্বন্ধ ত্রসরেণুর সহিত ত্রসরেণ্বর সম্বন্ধ চতুরেণুর সহিত সমবায় না হইয়া স্বরূপ সম্বন্ধ হয় এমতে পরমাণ্বাদের সমবায় সম্বন্ধ দ্বারা সৃষ্টি জন্মে এমত যাঁহারা কহেন সেমতের স্থাপনা হয় না ॥ ১৩ ॥ নিত্যমেব চ ভাবাৎ ॥ ১৪ ॥ পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করিলে পরমাণুর প্রবৃত্তি নিত্য মানিতে হইবেক তবে প্রলয়ের অঙ্গীকার হইতে পারে নাই এই এক দোষ জন্মে ॥১৪॥ রূপাদিমত্বাচ্চ বিপ-র্য্যযোদর্শনাৎ ॥ ১৫ ॥ পরমাণু যদি সৃষ্টির কারণ হয় তবে পরমাণুর রূপ স্বীকার করিতে হইবেক এবং রূপ স্বীকার করিলে তাহার নিত্যতার বিপ-র্য্যয় হয় অর্থাৎ নিত্যত্ব থাকিতে পারে নাই যেমন পটাদিতে দেখিতেছি রূপ আছে এনিমিত্ত তাহার নিত্যত্ব নাই ॥ ১৫ ॥ উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ১৬ ॥ পরমাণু বহু গুণ বিশিষ্ট হইবেক কিম্বা গুণ বিশিষ্ট না হইবেক বহু গুণ বিশিষ্ট যদি কহ তবে তাহার ক্ষুদ্রতা থাকে না গুণ বিশিষ্ট না হইলে পরমাণুর কার্য্যেতে অর্থাৎ জগতে রূপাদি হইতে পারে নাই অতএব উভয় প্রকারে দোষ জন্মে ॥ ১৬ ॥ অপরিগ্রহাচ্চাত্যন্তমনপেক্ষা ॥ ১৭ ॥ বিশিষ্ট লোকেতে কোন মতে পরমাণু হইতে সৃষ্টি স্বীকার করেন নাই অতএব এমতের কোন প্রকারে প্রামাণ্য হইতে পারে নাই ॥১৭॥ বৈভাষিক সৌত্রা-ন্তিকের মত এই যে পরমাণু পুঞ্জ আর পরমাণু পুঞ্জের পঞ্চস্কন্ধ এই দুই মিলিত হইয়া সৃষ্টি জন্মে প্রথমত রূপস্কন্ধ অর্থাৎ চিত্তকে অবলম্বন করিয়া গন্ধ রস রূপ স্পর্শ শব্দ যাহা নিরূপিত আছে দ্বিতীয়ত বিজ্ঞান-স্কন্ধ অর্থাৎ গন্ধাদের জ্ঞান তৃতীয়ত বেদনাস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের জ্ঞানের দ্বারা সুখ দুঃখের অনুভব চতুর্থ সংজ্ঞাস্কন্ধ অর্থাৎ দেবদত্তাদি নাম পঞ্চম

সংস্কারস্কন্ধ অর্থাৎ রূপাদের প্রাপ্তি ইচ্ছা এই মতকে বক্তব্য সূত্রের দ্বারা নিরাকরণ করিতেছেন ॥ সমুদায়উভয়হেতুকেপি তদপ্রাপ্তিঃ ॥ ১৮ ॥ অর্থাৎ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ এই উভয়ের দ্বারা যদি সমুদায় দেহ স্বীকার কর তত্রাপি সমুদায় দেহের স্থষ্টি ঐ উভয় হইতে নির্ব্বাহ হইতে পারে নাই যেহেতু চৈতন্য স্বরূপ কর্ত্তার ঐ উভয়ের মধ্য উপলব্ধি হয় নাই ॥ ১৮ ॥ ইতরেতরপ্রত্যয়ত্বাদিতি চেন্নোৎপত্তিমাত্রনিমিত্তত্বাৎ ॥ ১৯ ॥ পরমাণু পুঞ্জ ও তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর কারণ হইয়া ঘটী যন্ত্রের ন্যায় দেহকে জন্মায় এমত কহিতে পারিবে না যেহেতু ঐ পরমাণু পুঞ্জ আর তাহার পঞ্চস্কন্ধ পরস্পর উৎপত্তির প্রতি কারণ হইতে পারে কিন্তু ঐ সকল বস্তুর একত্র হওনের কারণ অপর এক বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্মাকে স্বীকার না করিলে হইতে পারে নাই যেমন ঘটের কারণ দণ্ডচক্রাদি থাকিলেও কুম্ভকার ব্যতিরেকে ঘট জন্মিতে পারে না ॥ ১৯ ॥ উত্তরোৎপাদে পূর্ব্বনিরোধাৎ ॥ ২০ ॥ ক্ষণিক মতে যাবৎ বস্তু ক্ষণিক হয় এমত স্বীকার করিলে পরক্ষণে যে কার্য্য হইবেক তাহার পূর্ব্বক্ষণে ধ্বংস হয় এমত স্বীকার করিতে হইবেক অতএব হেতু বিশিষ্ট কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে নাই এই দোষ ওমতে জন্মে ॥ ২০ ॥ অসতি প্রতিজ্ঞোপরোধোযৌগপদ্যমন্যথা ॥ ২১ ॥ যদি কহ হেতু নাই অথচ কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত কহিলে তোমার এপ্রতিজ্ঞা যে যাবৎ কার্য্য সহেতুক হয় ইহা রক্ষা পায় না আর যদি কহ কার্য্য কারণ দুই এককক্ষণে হয় তবে তোমার ক্ষণিক মত অর্থাৎ কার্য্যের পূর্ব্বক্ষণে কারণ পরক্ষণে কার্য্য ইহা রক্ষা পাইতে পারে নাই ॥ ২১ ॥ বৈনাশিকের মত যে এই সকল ক্ষণিক বস্তুর ধ্বংস অবশ্য বিশ্ব সংসার কেবল আকাশময় সে আকাশ অস্পষ্ট রূপ একারণ বিচার যোগ্য হয় না ঐ মতকে নিরাকরণ করিতেছেন। প্রতিসংখ্যাপ্রতিসংখ্যানিরোধাপ্রাপ্তিরবিচ্ছেদাৎ ॥ ২২ ॥ সামান্য জ্ঞানের দ্বারা এবং বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা সকল বস্তুর নাশের সম্ভাবনা হয় না যেহেতু যদ্যপিও প্রত্যেক্ ঘট পটাদি বস্তুর নাশ সম্ভব হয় তথাপি বুদ্ধি বৃত্তিতে যে ঘট পটাদি পদার্থের ধারা চলিতেছে তাহার বিচ্ছেদের সম্ভাবনা নাই ॥ ২২ ॥ বৈনাশিকেরা যদি কহে সামান্য জ্ঞানের কিম্বা বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নাশ

ব্যতিরেকে যে সকল বস্তু দেখিতেছি সে কেবল ভ্রান্তি যে হেতু ব্যক্তি সকল ক্ষনিক আর মূল মৃত্তিকা আদিতে মৃত্তিকাদি ঘটিত সকল বস্তু লীন হয় তাহার উত্তর এই। উভয়থা চ দোষাৎ ॥ ২৩ ॥ ভ্রান্তির নাশ দুই প্রকারে হয় এক যথার্থ জ্ঞান হইলে ভ্রান্তি দূর হয় দ্বিতীয়ত স্বয়ং নাশকে পায়। জ্ঞান হইতে যদি ভ্রান্তির নাশ কহি তবে বৈনাশিকের মত বিরুদ্ধ হয় যে হেতু তাহারা নাশের প্রতি হেতু স্বীকার করে নাই যদি বল স্বয়ং নাশ হয় তবে ভ্রান্তি শব্দের কথন ব্যর্থ হয় যেহেতু তুমি কহ নাশ আর তদ্ভিন্ন ভ্রান্তি এই দুই পদার্থ তাহার মধ্যে ভ্রান্তির স্বয়ং নাশ স্বীকার করিলে দুই পদার্থ থাকে না অতএব উভয় প্রকার মতে বৈনাশিকের মতে দোষ হয় ॥ ২৩ ॥ আকাশে চাবিশেষাৎ ॥২৪॥ যেমন পৃথিব্যাদিতে গন্ধাদি গুণ আছে সেই রূপ আকাশেতেও শব্দ গুণ আছে এমত কোন বিশেষণ নাই যে আকাশকে পৃথক স্বীকার করা যায় ॥ ২৪ ॥ অনুস্মৃতেশ্চ ॥ ২৫ ॥ আত্মা প্রথমত বস্তুর অনুভব করেন পশ্চাৎ স্মরণ করেন যদি আত্মা ক্ষণিক হইতেন তবে আত্মার অনুভবের পর বস্তুর স্মৃতি থাকিত নাই ॥২৫॥ নাসতোঽদৃষ্টত্বাৎ ॥ ২৬ ॥ ক্ষনিক মতে যদি কহ যে অসৎ হইতে সৃষ্টি হইতেছে এমত সম্ভব হয় না যে হেতু অসৎ হইতে বস্তুর জন্ম কোথায় দেখা যায় না ॥ ২৬ ॥ উদাসীনানামপি চৈবং সিদ্ধিঃ ॥ ২৭ ॥ অসৎ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয় এমত বল তবে যাহারা কখন কৃষি কর্ম্ম করে নাই এমত উদাসীন লোককে কৃষি কর্ম্মের কর্ত্তা কহিতে পারি বস্তুত এই দুই অপ্রসিদ্ধ ॥ ২৭ ॥ কোন ক্ষনিকে বলেন যে সাকার ক্ষনিক বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবাভাস এই ভিন্ন অন্য বস্তু নাই এমতকে নিরাস করিতেছেন। নাভাবউপলব্ধেঃ ॥ ২৮ ॥ বৌদ্ধ মতে বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তুর যে অভাব কহে সে অভাব অপ্রসিদ্ধ যে হেতু ঘট পটাদি পদার্থের প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেছে। আর এই সূত্রের দ্বারা শূন্যবাদিকেও নিরাস করিতেছেন তখন সূত্রের এই অর্থ হইবেক যে বিজ্ঞান আর অর্থ অর্থাৎ ঘট পটাদি পদার্থের অভাব নাই যেহেতু ঘট পটাদি পদার্থের সাক্ষাৎ উপলব্ধি হইতেছে ॥২৮॥ বৈধর্ম্ম্যাচ্চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥ ২৯ ॥ যদি কহ স্বপ্নেতে যেমন বিজ্ঞান ভিন্ন বস্তু থাকে না সেই মত জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিজ্ঞান ব্যতিরেক বস্তু নাই যাবদ্বস্তু বিজ্ঞান কল্পিত হয় তাহার উত্তর এই স্বপ্নেতে যে বস্তু দেখা

যায় সে সকল বস্তু বাধিত অর্থাৎ অসংলগ্ন হয় জাগ্রৎ অবস্থার বস্তু বাধিত হয় নাই অতএব স্বপ্নাদির ন্যায় জাগ্রৎ অবস্থা নহে যে হেতু জাগ্রৎ অবস্থাতে এবং স্বপ্নাবস্থাতে বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ দেখিতেছি। শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এই সূত্রের এই অর্থ হয় যে স্বপ্নাদিতে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে কেবল শূন্য মাত্র থাকে ঐ প্রকারে জাগ্রৎ অবস্থাতেও বিচারের দ্বারা শূন্য মাত্র রহে তদতিরিক্ত বস্তু নাই এমত কহা যায় না যে হেতু সুষুপ্তিতেও আমি সুখী দুঃখী ইত্যাদি জ্ঞান হইতেছে অতএব সুষুপ্তিতেও শূন্যের বৈধর্ম্ম্য অর্থাৎ ভেদ আছে ॥ ২৯ ॥ ন ভাবোঽনুপলব্ধেঃ ॥ ৩০ ॥ যদি কহ বাসনা দ্বারা ঘটাদি পদার্থের উপলব্ধি হইতেছে তাহার উত্তর এই বাসনার সম্ভব হইতে পারে নাই যে হেতু বাসনা লোকেতে পদার্থের অর্থাৎ বস্তুর হয় তোমার মতে পদার্থের অভাব মানিতে হইবেক অতএব সুতরাং বাসনার অভাব হইবেক। শূন্যবাদীর মত নিরাকরণ পক্ষে এ সূত্রের এই অর্থ হয় যে শূন্যকে যদি স্বপ্রকাশ বল তবে শূন্যকে ব্রহ্ম নাম দিতে হয় যদি কহ শূন্য স্বপ্রকাশ নয় তবে তাহার প্রকাশ কর্ত্তার অঙ্গীকার করিতে হইবেক কিন্তু বস্তুত তাহার প্রকাশ কর্ত্তা নাই যে হেতু তোমার মতে পদার্থ মাত্রের উপলব্ধি নাই ॥ ৩০ ॥ ক্ষণিকত্বাৎ ॥ ৩১ ॥ যদি কহ আমি আছি আমি নাই ইত্যাদি অনুভব যাবজ্জীবন থাকে ইহাতেই উপলব্ধি হইতেছে যে বাসনা জীবের ধর্ম্ম হয় তাহার উত্তর এই আমি এই ইত্যাদি অনুভবও তোমার মতে ক্ষণিক তবে তাহার ধর্ম্মেরো ক্ষণিকত্ব অঙ্গীকার করিতে হয় শূন্যবাদী মতে কোন স্থানে বস্তুর ক্ষণিক হওয়া স্বীকার করিলে তাহার শূন্যবাদ বিরোধ হয় ॥ ৩১ ॥ সর্ব্বথানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩২ ॥ পদার্থ নাই এমত কথন দর্শনাদি প্রত্যক্ষের দ্বারা সর্ব্ব প্রকারে অসিদ্ধ হয় ॥ ৩২ ॥ অস্তি নাস্তি ইত্যাদি অনেক বস্তুকে বিবসনেরা অর্থাৎ বৌদ্ধ বিশেষেরা অঙ্গীকার করে এমতে বেদের তাৎপর্য্য এক বস্তুকে অর্থাৎ ব্রহ্মকে প্রতিপাদন করা তাহার বিরোধ হয় এ সন্দেহের উত্তর এই। নৈকস্মিন্নসম্ভবাৎ ॥ ৩৩ ॥ এক সত্য বস্তু ব্রহ্ম তাহাতে নানা বিরুদ্ধ ধর্ম্মের অঙ্গীকার করা সম্ভব হয় না অতএব নানা বস্তু বাদির মত বিরুদ্ধ হয় তবে জগতের যে নানা রূপ দেখি তাহার কারণ এই জগৎ মিথ্যা তাহার রূপ মায়িক মাত্র ॥ ৩৩ ॥

এবঞ্চাত্মা কাৎ´স্ন্যং ॥ ৩৪ ॥ যদি কহ দেহের পরিমাণের অনুসারে আত্মার পরিমাণ হয় তাহার উত্তর এই দেহকে যেমন পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত স্বীকার করিতেছ সেই রূপ আত্মাকেও পরিচ্ছিন্ন স্বীকার যদি করহ তবে ঘট পটাদি যাবৎ পরিচ্ছিন্ন বস্তু অনিত্য দেখিতেছি সেই মত আত্মারো অনিত্য হওয়া দোষ মানিতে হইবেক ॥ ৩৪ ॥ ন চ পর্য্যায়াদপ্যবিরোধোবিকারাদিভ্যঃ ॥ ৩৫ ॥ আত্মাকে যদি বৈদান্তিকেরা ' এক এবং অপরিমিত কহেন তবে সেই আত্মা হস্তিতে এবং পিপীলিকাতে কি রূপে ব্যাপক হইয়া থাকিতে পারেন অতএব পর্য্যায়ের দ্বারা অর্থাৎ বড় স্থানে বড় হওয়া ছোট স্থানে ছোট হওয়া এই রূপ আত্মার পৃথক পৃথক গমন স্বীকার করিলে বিরোধ হইতে পারে না এমত দোষ বেদান্ত মতে যে দেয় তাহার মত অগ্রাহ্য যেহেতু আত্মার হ্রাস বৃদ্ধি এমতে অঙ্গীকার করিতে হয় আর যাহার হ্রাস বৃদ্ধি আছে তাহার ধ্বংস স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ৩৫ ॥ অন্ত্যাবস্থিতেশ্চোভয়নিত্যত্বাদবিশেষঃ ॥ ৩৬ ॥ জৈনেরা কহে যে মুক্ত আত্মার শেষ পরিমাণ মহৎ কিম্বা সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইবেক ইহার উত্তর এই দৃষ্টান্তানুসারে অর্থাৎ শেষ পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিলে আদি পরিমাণের এবং মধ্য পরিমাণের নিত্যতা স্বীকার করিতে হয় যেহেতু অন্ত্য পরিমাণ নিত্য হইলে পরিমাণের উৎপত্তির অভাব হয় এই হেতু অন্ত্য পরিমাণের আদি মধ্য পরিমাণের সহিত বিশেষ রহিল নাই অতএব সিদ্ধান্ত এই যে এক আত্মার পরিমাণান্তরের সম্ভাবনা না থাকিলে শরীরের স্থূল সূক্ষ্মতা লইয়া আত্মার পরিমাণ হয় না ॥ ৩৬ ॥ যাহারা কহে ঈশ্বর নিমিত্ত কারণ হয়েন ' উপাদান কারণ নহেন তাহারদিগের মত ' নিরাকরণ করিতেছেন ॥ পত্যুরসামঞ্জস্যাৎ ॥ ৩৭ ॥ যদি ঈশ্বরকে জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ বল তবে কেহ সুখী কেহ দুঃখী এ রূপ দৃষ্টি হইবাতে পতির অর্থাৎ ঈশ্বরের রাগ দ্বেশ উপলব্ধি হইয়া সামঞ্জস্য থাকে না বেদান্ত মতে এই দোষ হয় না যেহেতু বেদে কহিয়াছেন ব্রহ্ম জগৎ স্বরূপে প্রতীত হইতেছেন তাঁহার রাগ দ্বেষ আত্ম স্বরূপ জগতে স্বীকার করিতে হয় নাই যেহেতু আপনার প্রতি কাহারো অসামঞ্জস্য থাকে না ॥ ৩৭ ॥ সম্বন্ধানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৮ ॥ ঈশ্বর নিরবয়ব তাঁহাতে অপরকে প্রেরণ করিবার সম্বন্ধ থাকে না অর্থাৎ নিরবয়ব বস্তু অপরকে প্রেরণ

করিতে পারে না অতএব জগতের কেবল নিমিত্ত কারণ ঈশ্বর নহেন॥৩৮॥ অধিষ্ঠানানুপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥ ঈশ্বর কেবল নিমিত্ত কারণ হইলে তাঁহার অধিষ্ঠান অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেরণা প্রধানাদি জড়েতে সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩৯ ॥ করণাচ্চেন্ন ভোগাদিভ্যঃ॥ ৪০ ॥ যদি কহ যেমন জীব ইন্দ্রিয়াদি জড়কে প্রেরণ করেন সেই রূপ প্রধানাদি জড়কে ঈশ্বর প্রেরণ করেন তাহাতে উত্তর এই যে ঈশ্বর পৃথক হইয়া জড়কে প্রেরণ করেন এমত স্বীকার করিলে জীবের ন্যায় ঈশ্বরের ভোগাদি দোষের সম্ভাবনা হয় ॥ ৪০ ॥ অন্তবত্বমসর্ব্বজ্ঞতা বা ॥ ৪১ ॥ ঈশ্বরকে যদি কহ যে প্রধানাদিকে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ পরিমিত করিয়াছেন তবে ঈশ্বরের অন্তবত্ব অর্থাৎ বিনাশ স্বীকার করিতে হয় যেমন আকাশের পরিচ্ছেদক ঘট অতএব তাহার নাশ দেখিতেছি যদি কহ ঈশ্বর প্রধানের পরিমাণ করেন না তবে এমতে ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞত্ব থাকে নাই অতএব উভয় প্রকারে এইমত অসিদ্ধ হয় ॥ ৪১ ॥ ভাগবতেরা কহেন বাসুদেব হইতে সঙ্কর্ষণ জীব সঙ্কর্ষণ হইতে প্রদ্যুম্ন মন প্রদ্যুম্ন হইতে অনিরুদ্ধ অহঙ্কার উৎপন্ন হয় এমত নহে॥ উৎপত্ত্যসম্ভবাৎ ॥ ৪২ ॥ জীবের উৎপত্তি অঙ্গীকার করিলে জীবের ঘট পটাদের ন্যায় অনিত্যত্ব স্বীকার করিতে হয় তবে পুনঃ পুনঃ জন্ম বিশিষ্ট যে জীব তাহাতে নির্ব্বাণ মোক্ষের সম্ভাবনা হয় না ॥ ৪২ ॥ ন চ কর্ত্তুঃ-করণং ॥ ৪৩ ॥ ভাগবতেরা কহেন সঙ্কর্ষণ জীব হইতে মনরূপ করণ জন্মে সেই মনরূপ করণকে অবলম্বন করিয়া জীব সৃষ্টি করে এমত কহিলে সেমতে দোষ জন্মে যে হেতু কর্ত্তা হইতে করণের উৎপত্তি কদাপি হয় নাই যেমন কুম্ভকার হইতে দণ্ডাদের উৎপত্তি হয় না ॥ ৪৩ ॥ বিজ্ঞানাদিভাবে বা তদপ্রতিষেধঃ ॥ ৪৪ ॥ সঙ্কর্ষণাদের এমতে বিজ্ঞানের স্বীকার করিতেছ অতএব যেমন বাসুদেব বিজ্ঞান বিশিষ্ট সেই রূপ সঙ্কর্ষণাদিও বিজ্ঞান বিশিষ্ট হইবেন তবে বাসুদেবের ন্যায় সঙ্কর্ষণাদেরো উৎপত্তি সম্ভাবনা থাকে না অতএব এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৪ ॥ বিপ্রতিষেধাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ ভাগবতেরা কোন স্থলে বাসুদেবের সহিত সঙ্কর্ষণাদের অভেদ কহেন কোন স্থলে ভেদ কহেন এই রূপ পরস্পর বিরোধ হেতুক এমত অগ্রাহ্য ॥ ৪৫ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে দ্বিতীয়ঃ পাদঃ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ ছান্দোগ্য উপনিষদে কহেন যে তেজ প্রভৃতিকে ব্রহ্ম সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার মধ্যে আকাশের কথন নাই অন্য শ্রুতিতে কহেন যে আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে এই রূপ শ্রুতির বিরোধ দেখিতেছি এই সন্দেহের উপর বাদী কহিতেছে ॥ ন বিয়দশ্রুতেঃ ॥ ১ ॥ বিয়ৎ অর্থাৎ আকাশ তাহার উৎপত্তি নাই যে হেতু আকাশের জন্ম বেদে পাওয়া যায় নাই ॥ ১ ॥ বাদীর এই কথা শুনিয়া প্রতিবাদী কহিতেছে ॥ অস্তি তু ॥২॥ বেদে আকাশের উৎপত্তি কথন আছে তথাহি আত্মন আকাশ ইতি অর্থাৎ আত্মা হইতে আকাশ জন্মিয়াছে ॥২॥ ইহাতে পুনরায় বাদী কহিতেছে ॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥ ৩ ॥ আকাশের উৎপত্তি কথন যেখানে বেদে আছে সে মুখ্য নহে কিন্তু গৌণ অর্থাৎ উৎপত্তি শব্দ হইতে প্রকাশের তাৎপর্য্য হয় যেহেতু নিত্য যে আকাশ তাহার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে নাই ॥ ৩ ॥ শব্দাচ্চ ॥ ৪ ॥ বায়ুকে এবং আকাশকে বেদে অমৃত করিয়া কহিয়াছেন অতএব অমৃত বিশেষণ দ্বারা আকাশের উৎপত্তির অঙ্গীকার কবা যায় নাই ॥ ৪ ॥ স্যাচৈকস্য ব্রহ্মশব্দবৎ ॥ ৫ ॥ প্রতিবাদী সন্দেহ করে যে একই ঋচাতে আকাশের জন্ম যখন কহিবেন তখন গৌণার্থ লইবে যখন তেজাদির উৎপত্তিকে কহিবেন তখন মুখ্যার্থ লইবে এমত কি রূপে হইতে পারে ইহার উত্তর বাদী করিতেছে যে একই উৎপত্তি শব্দের এক স্থলে গৌণত্ব মুখ্যত্ব দুই হইতে পারে যেমন ব্রহ্ম শব্দের পরমাত্মা বিষয়ে মুখ্য অন্নাদি বিষয়ে গৌণ স্বীকার আছে। গৌণ তাহাকে কহি যে প্রসিদ্ধার্থের সদৃশার্থকে কহে ॥ ৫ ॥ এখন বাদী প্রতিবাদীর বিরোধ দেখিযা মধ্যস্থ কহিতেছেন। প্রতিজ্ঞাহানিরব্যতিরেকাচ্ছব্দেভ্যঃ ॥ ৬ ॥ ব্রহ্মের সহিত সমুদায় জগতের অব্যতিরেক অর্থাৎ অভেদ আছে এই নিমিত্তে ব্রহ্মেব ঐক্য বিষয়েতে এবং এক ব্রহ্মজ্ঞান হইলে সকল জগতের জ্ঞান হয় এবিষয়েতে যে প্রতিজ্ঞা বেদে করিয়াছেন আকাশকে নিত্য স্বীকার করিলে ঐ প্রতিজ্ঞার হানি হয় যে হেতু ব্রহ্ম আর আকাশ এমতে দুই পৃথক নিত্য হইবেন তবে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে আকাশের জ্ঞান হইতে পারে নাই ॥ ৬ ॥ এখন সিদ্ধান্তী বিরোধের সমাধান করিতেছেন ॥ যাবদ্বিকারন্তু বিভাগো-লোকবৎ ॥ ৭ ॥ আকাশাদি যাবৎ বিকার হইতে ব্রহ্মের বিভাগ অর্থাৎ

ভেদ আছে যেহেতু আকাশাদের উৎপত্তি আছে ব্রহ্মের উৎপত্তি নাই যেমন লোকেতে ঘটাদের স্থষ্টিতে পৃথিবীর স্থষ্টির অঙ্গীকার করা যায় না তবে যদি বল তেজাদের স্থষ্টি ছান্দোগ্য কহিয়াছেন আকাশের কহেন নাই ইহার সমাধা এই আকাশাদের স্থষ্টির পরে তেজাদের স্থষ্টি হইয়াছে এই অভিপ্রায় ছান্দোগ্যের হয় আর যদি বল শ্রুতিতে বায়ুকে এবং আকাশকে অমৃত কহিয়াছেন তাহার সমাধা এই পৃথিবী প্রভৃতির অপেক্ষা করিয়া আকাশ আর বায়ুর অমৃতত্ব অর্থাৎ নিত্যত্ব আছে ॥ ৭ ॥ এতেন মাতরিশ্বা ব্যাখ্যাতঃ ॥ ৮ ॥ এই রূপ আকাশের নিত্যতা বারণের দ্বারা মাতরিশ্বা অর্থাৎ বায়ুর নিত্যত্ব বারণ করা গেল যেহেতু তৈত্তিরীয়তে বায়ুর উৎপত্তি কহিয়াছেন আর ছান্দোগ্যেতে অনুৎপত্তি কহিয়াছেন অতএব উভয় শ্রুতির বিরোধ পরিহারের নিমিত্তে নিত্য শব্দের গৌণতা আর উৎপত্তি শব্দের মুখ্যতা স্বীকার করা যাইবেক ॥ ৮ ॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে হে ব্রহ্ম তুমি জন্মিতেছ এবং জন্মিয়াছ অতএব ব্রহ্মের জন্ম পাওযা যাইতেছে এমত নহে ॥ অসম্ভবস্তু স্বতোঽনুৎপত্তেঃ ॥ ৯ ॥ সাক্ষাৎ সদ্রূপ ব্রহ্মের জন্ম সদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সম্ভব হয নাই যেহেতু ঘটত্ব জাতি হইতে ঘটত্ব জাতি কি রূপে হইতে পারে তবে বেদে ব্রহ্মের যে জন্মের কথন আছে সে ঔপাধিক অর্থাৎ আরোপণ মাত্র ॥ ৯ ॥ এক বেদে কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি হয় অন্য শ্রুতি কহিতেছেন যে বায়ু হইতে তেজের উৎপত্তি হয় এই দুই বেদের বিরোধ হয় এমত নহে ॥ তেজোঽতস্তথা হ্যাহ ॥ ১০ ॥ বায়ু হইতে তেজের জন্ম হয় এই শ্রুতিতে কহিতেছেন তবে যেখানে ব্রহ্ম হইতে তেজের জন্ম কহিয়াছেন সে বায়ুকে ব্রহ্ম রূপে বর্ণন মাত্র ॥ ১০ ॥ এক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি অন্য শ্রুতিতে কহিয়াছেন তেজ ইহতে জলের উৎপত্তি অতএব উভয় শ্রুতিতে বিরোধ হয় এমত নহে ॥ আপঃ ॥ ১১ ॥ অগ্নি হইতেই জলের উৎপত্তি হয় তবে ব্রহ্ম হইতে জলের উৎপত্তি যে কহিয়াছেন সে অগ্নিকে ব্রহ্ম রূপাভিপ্রায়ে কহেন ॥ ১১ ॥ বেদে কহেন জল হইতে অন্নের জন্ম সে অন্ন শব্দ হইতে পৃথিবী ভিন্ন অন্ন রূপ খাদ্য সামগ্রী তাৎপর্য্য হয় এমত নহে ॥ পৃথিব্যধিকাররূপশব্দান্তরেভ্যঃ ॥ ১২ ॥ অন্ন শব্দ

হইতে পৃথিবী কেবল প্রতিপাদ্য হয় যে হেতু অন্য শ্রুতিতে অন্ন শব্দেতে পৃথিবী নিরূপণ করিয়াছেন॥ ১২॥ আকাশাদি পঞ্চভূতেরা আপনার আপনার সৃষ্টি করিতেছে ব্রহ্মকে অপেক্ষা করে না এমত নহে॥ তদভিধ্যানাদেব তল্লিঙ্গাৎ সঃ॥ ১৩॥ আকাশাদি হইতে সৃষ্টি যাহা দেখিতেছি তাহাতে সঙ্কল্পের দ্বারা ব্রহ্মই স্রষ্টা হয়েন যে হেতু সৃষ্টি বিষয়ে ব্রহ্মের প্রতিপাদক শ্রুতি দেখিতেছি ॥১৩॥ পঞ্চভূতের পরস্পর লয় উৎপত্তির ক্রমে হয় এমত কহিতে পারিবে না। বিপর্য্যয়েণ তু ক্রমোঽতউপপদ্যতে চ ॥১৪॥ উৎপত্তি ক্রমের বিপর্য্যয়েতে লয়ের ক্রম হয় যেমন আকাশ হইতে বায়ুর জন্ম হয় কিন্তু লয়ের সময় আকাশেতে বায়ু লীন হয় যে হেতু কারণে অর্থাৎ পৃথিবীতে কার্য্যের অর্থাৎ ঘটের নাশ সম্ভব হয় কার্য্যে কারণের নাশ সম্ভব নহে॥ ১৪॥ এক স্থানে বেদে কহিতেছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন সর্ব্বেন্দ্রিয় আর আকাশাদি পঞ্চভূত জন্মে দ্বিতীয় শ্রুতিতে কহিতেছেন যে আত্মা হইতে আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূত হইতেছে অতএব দুই শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বিরুদ্ধ হয় এই বিরোধকে পর সূত্রে সমাধান করিতেছেন। অন্তরা বিজ্ঞানমনসী ক্রমেণ তল্লিঙ্গাদিতি চেন্নাবিশেষাৎ॥ ১৫॥ বিজ্ঞান শব্দে জ্ঞানেন্দ্রিয় প্রতিপাদ্য হয় সেই জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন ইহারদিগের সৃষ্টি আকাশাদি সৃষ্টির অন্তরা অর্থাৎ পূর্ব্বে হয় এই রূপ ক্রম শ্রুতির দ্বারা দেখিতেছি এমত কহিবে না যে হেতু পঞ্চভূত হইতে জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন হয় অতএব উৎপত্তি বিষয়েতে মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ক্রমের কোন বিশেষ নাই যদি কহ যে শ্রুতিতে কহিয়াছেন ব্রহ্ম হইতে প্রাণ মন আর জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয় তাহার সমাধা কি রূপে হয় ইহাতে উত্তর এই যে শ্রুতিতে সৃষ্টির ক্রম বর্ণন করা তাৎপর্য্য নহে কিন্তু ব্রহ্ম হইতে সকল বস্তুর উৎপত্তি হওয়াই তাৎপর্য্য॥ ১৫॥ যদি কহ জীব নিত্য তবে তাহার জাতকর্ম্মাদি কি রূপে শাস্ত্র সম্মত হয়॥ চরাচরব্যপাশ্রয়স্তু স্যাৎ তদ্ব্যপদেশোভাক্তস্তদ্ভাবভাবিত্বাৎ॥ ১৬॥ জীবের জন্মাদি কথন স্থাবর জঙ্গম দেহকে অবলম্বন করিয়া কহিতেছেন জীব বিষয়ে যে জন্মাদি কহিয়াছেন সে কেবল ভাক্ত মাত্র যেহেতু দেহের জন্মাদি লইয়া জীবের জন্মাদি কহা যায় অতএব দেহের জন্মাদি লইয়া জাতকর্ম্মাদি উৎপন্ন হয়॥ ১৬॥ বেদে

কহিতেছেন যে ব্রহ্ম হইতে জীবের উৎপত্তি হয় অতএব জীব নিত্য নহে। নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ১৭॥ আত্মা অর্থাৎ জীবের উৎপত্তি নাই যে হেতু বেদে এমত শ্রবণ নাই আর অনেক শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে জীব নিত্য যদি কহ ব্রহ্ম হইতে জীব সকল জন্মিয়াছে এই শ্রুতির সমাধান কি ইহার উত্তর এই সেই শ্রুতিতে দেহের জন্ম লইয়া জীবের জন্ম কহিয়াছেন ॥ ১৭॥ বেদে কহেন জীব দেখেন এবং জীব শুনেন এপ্রযুক্ত জীবের জ্ঞান জন্য বোধ হইতেছে এমত নহে। জ্ঞোঽতএব ॥ ১৮ ॥ জীব জ্ঞ অর্থাৎ স্বপ্রকাশ হয় যে হেতু জীবের উৎপত্তি নাই যদি কহ তবে আধুনিক দৃষ্টি কর্ত্তা শ্রবণ কর্ত্তা জীব কি রূপে হয় তাহার উত্তর এই জীবের শ্রবণ এবং দর্শনের শক্তি নিত্য আছে তবে ঘট পটাদের আধুনিক প্রত্যক্ষ লইয়া জীবের দর্শন শ্রবণের আধুনিক ব্যবহার হয় ॥ ১৮ ॥ সুষুপ্তি সময়ে জীবের জ্ঞান থাকে না এমত কহিতে পারিবে নাই। যুক্তেশ্চ ॥১৯॥ নিদ্রার পর আমি সুখে সুইয়া ছিলাম এই প্রকার স্মরণ হওয়াতে নিদ্রাকালেতে জ্ঞান থাকে এমত বোধ হয় যেহেতু পূর্ব্বে জ্ঞান না থাকিলে পশ্চাৎ স্মরণ হয় না ॥ ১৯ ॥ শ্রুতিতে কহিয়াছেন জীব ক্ষুদ্র হয় ইহাকে অবলম্বন করিয়া দশ পর সূত্রে পূর্ব্ব পক্ষ করিতেছেন যে জীবের ক্ষুদ্রতা স্বীকার করিতে হয় ॥ উৎক্রান্তিগত্যাগতীনাং ॥ ২০ ॥ এক বেদে কহেন দেহ ত্যাগ করিয়া জীবের ঊর্দ্ধগতি হয় আর দ্বতীয় বেদে কহেন জীব চন্দ্রলোকে যান তৃতীয় বেদে কহেন পরলোক হইতে পুনর্ব্বার জীব আইসেন এই তিন প্রকার গমন শ্রবণের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রতা বোধ হয় ॥ ২০ ॥ যদি কহ দেহের সহিত যে অভেদ জ্ঞান জীবের হয় তাহার ত্যাগকে উৎক্রমণ কহি সেই উৎক্রণ জীবে সম্ভব হয় কিন্তু গমন পুনরাগমন জীবেতে সম্ভব হয় নাই যে হেতু গমনাগমন দেহ সাধ্য ব্যাপার হয় তাহার উত্তর এই ॥ স্বাত্মনা চোত্তরয়োঃ ॥ ২১ ॥ স্বকীয় সূক্ষ্ম লিঙ্গ শরীরের দ্বারা জীবের গমনাগমন সম্ভব হয় ॥ ২১ ॥ নাণুরতৎশ্রুতেরিতি চেন্ন ইতরাধিকারাৎ ॥২২॥ যদি কহ জীব ক্ষুদ্র নহে যেহেতু বেদে জীবকে মহান কহিয়াছেন এমত কহিতে পারিবে না কারণ এই যে শ্রুতিতে জীবকে মহান কহিয়াছেন সে শ্রুতির তাৎপর্য্য ব্রহ্ম হয়েন ॥ ২২॥ স্বশব্দোন্মানাভ্যাঞ্চ ॥ ২৩ ॥ জীবের

প্রতিপাদক যে সকল শ্রুতি তাহাকে স্বশব্দ কহেন আর জীবের পরিমাণ করেন যে শ্রুতিতে তাহাকে উন্মান কহেন এই স্বশব্দ আর উন্মানের দ্বারা জীবের ক্ষুদ্রত্ব বোধ হইতেছে ॥ ২৩ ॥ অবিরোধশ্চন্দনবৎ ॥ ২৪ ॥ শরীরের এক অঙ্গে চন্দন লেপন করিলে সমুদায় দেহে সুখ হয় সেই রূপ জীব ক্ষুদ্র হইয়াও সকল দেহের সুখ দুঃখ অনুভব করেন অতএব ক্ষুদ্র হইলেও বিরোধ নাই ॥ ২৪ ॥ অবস্থিতিবৈশেষ্যাদিতি চেন্নাভ্যুপগমাদ্ধৃদি হি ॥২৫॥ চন্দন স্থান ভেদে শীতল করে কিন্তু জীব সকল দেহব্যাপী যে সুখ তাহার জ্ঞাতা হয় অতএব জীবের মহত্ত্ব স্বীকার যুক্ত হয় এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু অল্প স্থান হৃদয়েতে জীবের অবস্থান হয় এমত শ্রুতি শ্রবণের দ্বারা জীবকে ক্ষুদ্র স্বীকার করিতে হইবেক ॥ ২৫ ॥ গুণাদ্বালোকবৎ ॥ ২৬ ॥ জীব যদ্যপি ক্ষুদ্র কিন্তু জ্ঞান গুণের প্রকাশের দ্বারা জীব ব্যাপক হয় যেমন লোকে অল্প প্রদীপের তেজের ব্যাপ্তির দ্বারা সমুদায় গৃহের প্রকাশক দীপ হয় ॥ ২৬ ॥ ব্যতিরেকোগন্ধবৎ ॥ ২৭ ॥ জীব হইতে জ্ঞানের আধিক্য হওয়া অযুক্ত নয় যেহেতু জীবের জ্ঞান সর্ব্বথা ব্যাপক হয় যেমন পুষ্প হইতে গন্ধের দূর গমনে আধিক্য দেখিতেছি ॥ ২৭ ॥ তথা চ দর্শয়তি ॥ ২৮ ॥ জীব আপনার জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় এমত শ্রুতিতে দেখাইতেছেন ॥ ২৮ ॥ পৃথগুপদেশাৎ ॥ ২৯ ॥ বেদে কহিতেছেন জীব জ্ঞানের দ্বারা দেহকে অবলম্বন করেন অতএব জীব কর্ত্তা হইলেন জ্ঞান করণ হইলেন এই ভেদ কথনের হেতু জানা গেল যে জীব জ্ঞানের দ্বারা ব্যাপক হয় বস্তুত ক্ষুদ্র ॥ ২৯ ॥ এই পর্য্যন্ত বাদীর মতে জীবের ক্ষুদ্রতা স্থাপন হইল। এখন সিদ্ধান্ত করিতেছেন ॥ তদ্‌গুণসারত্বাত্তু তদ্ব্যপদেশঃ প্রাজ্ঞবৎ॥৩০॥ বুদ্ধের অণুত্ব অর্থাৎ ক্ষুদ্রত্ব গুণ লইয়া জীবের ক্ষুদ্রতা কথন হইতেছে যে হেতু জীবেতে বুদ্ধির গুণ প্রাধান্য রূপে থাকে যেমন প্রাজ্ঞকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে উপাসনার নিমিত্ত উপাধি অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্র করিয়া বেদে কহেন বস্তুত পরমাত্মা ও জীব কেহ ক্ষুদ্র নহেন। এই সূত্রে তু শব্দ শঙ্কা নিরাসার্থে হয় ॥৩০॥ যাবদাত্মভাবিত্বাচ্চ ন দোষস্তদ্দর্শনাৎ ॥৩১॥ যদি কহ বুদ্ধির ক্ষুদ্রত্ব ধর্ম্ম জীবেতে আরোপণ করিয়া জীবের ক্ষুদ্রত্ব কহেন তবে যখন সুষুপ্তি সময়ে বুদ্ধি না থাকে তখন জীবের মুক্তি কেন

না হয় তাহার উত্তর এই এদোষ সম্ভব হয় না যেহেতু যাবৎ কাল জী সংসারে থাকেন তাবৎ বুদ্ধির যোগ তাহাতে থাকে বেদেতে এই মত দেখিতেছি স্থূল দেহ বিয়োগের পরেও বুদ্ধির যোগ জীবেতে থাকে কিন্তু ভ্র মূল বুদ্ধিযোগের নাশ ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইলে হয়॥ ৩১॥ পুংস্ত্বাদিবত্ত্বস্য সতোঽভিব্যক্তিযোগাৎ॥ ৩২॥ সুষুপ্তিতে বুদ্ধির বিয়োগ জীব হইতে হয় না যে হেতু যেমন শরীরেতে বাল্যাবস্থায় পুরুষত্ব এবং স্ত্রীত্ব সূক্ষ্ম রূপে বর্ত্তমান থাকে যৌবনাবস্থায় ব্যক্ত হয় সেই রূপ সুষুপ্তি অবস্থাতে সূক্ষ্মরূপে বুদ্ধির যোগ থাকে জাগ্রদবস্থায় ব্যক্ত হয়॥ ৩২॥ নিত্যোপলব্ধ্যনুপলব্ধিপ্রসঙ্গোঽন্যতরনিয়মোবান্যথা॥ ৩৩॥ যদি মনকে স্বীকার না কর আর কহ মনের কার্য্যকারিত্ব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়েতে আছে তবে সকল ইন্দ্রিয়েতে এক কালে যাবৎ বস্তুর উপলব্ধি দোষ জন্মে যে হেতু মন ব্যতিরেকে জ্ঞানের কারণ চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়ের সন্নিধান সকল বস্তুতে আছে যদি কহ জ্ঞানের কারণ থাকিলেও কার্য্য হয় নাই তবে কোন বস্তুর উপলব্ধি না হইবার দোষ জন্মে আর যদি এক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যকালে অন্য সকল ইন্দ্রিয়েতে জ্ঞানের প্রতিবন্ধ স্বীকার করহ তবে সর্ব্ব প্রকারে দোষ হয় যে হেতু আত্মা নিত্য চৈতন্যকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পার না সেই রূপ জ্ঞানের কারণ যে ইন্দ্রিয় তাহাকে জ্ঞানের প্রতিবন্ধক কহিতে পারিবে না অতএব জ্ঞানের বাধকের সম্ভব হয় না॥ ৩৩॥ বেদে কহিতেছেন যে আত্মা কোন বস্তুতে আসক্ত হয়েন না অতএব বিধি নিষেধ আত্মাতে হইতে পারে না বুদ্ধির কেবল কর্ত্তৃত্ব হয় তাহার উত্তর এই॥ কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ॥ ৩৪॥ বস্তুত আত্মা কর্ত্তা না হয়েন কিন্তু উপাধির দ্বারা আত্মা কর্ত্তা হয়েন যে হেতু আত্মাতে কর্ত্তৃত্বের আরোপণ করিলে শাস্ত্রের সার্থক্য হয়॥ ৩৪॥ বিহারোপদেশাৎ॥ ৩৫॥ বেদে কহেন জীব স্বপ্নেতে বিষয়কে ভোগ করেন অতএব জীবের বিহার বেদে দেখিতেছি এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা হয়েন॥ ৩৫॥ উপাদানাৎ॥ ৩৬॥ বেদে কহেন ইন্দ্রিয় সকলের গ্রহণ শক্তিকে স্বপ্নেতে জীব লইয়া মনের সহিত হৃদয়েতে থাকেন অতএব জীবের গ্রহণ কর্ত্তৃত্ব শ্রবণ হইতেছে এই প্রযুক্ত জীব কর্ত্তা॥ ৩৬॥ ব্যপদেশাচ্চ ক্রিয়ায়াং ন চেন্নির্দ্দেশবিপর্য্যয়ঃ॥ ৩৭॥ বেদে কহেন জীব যজ্ঞ

করেন অতএব যজ্ঞাদি ক্রিয়াতে আত্মার কর্ত্তৃত্বের কথন আছে অতএব আত্মা কর্ত্তা যদি আত্মাকে কর্ত্তা না করিয়া জ্ঞানকে কর্ত্তা কহ তবে যেখানে বেদে জ্ঞানের দ্বারা জীব যজ্ঞাদি কর্ম্ম করেন এমত কথন আছে সেখানে জ্ঞানকে করণ না কহিয়া কর্ত্তা করিয়া বেদে কহিতেন ॥ ৩৭ ॥ আত্মা যদি স্বতন্ত্র কর্ত্তা হয়েন তবে অনিস্ট কর্ম্ম কেন করেন ইহার উত্তর পর সূত্রে করিতেছেন ॥ উপলব্ধিবদনিয়মঃ ॥ ৩৮ ॥ যেমন অনিস্ট কর্ম্মের কখন কখন ইস্টরূপে উপলব্ধি হয় সেই রূপ অনিস্ট কর্ম্মকে ইস্ট কর্ম্ম ভ্রমে জীব করেন ইস্ট কর্ম্মের ইস্ট রূপে সর্ব্বদা উপলব্ধি হইবার নিয়ম নাই ॥ ৩৮ ॥ শক্তিবিপর্য্যয়াৎ ॥ ৩৯ ॥ বুদ্ধিকে আত্মা কহিতে পারিবে না যে হেতু বুদ্ধি জ্ঞানের কারণ হয় অর্থাৎ বুদ্ধির দ্বারা বস্তু সকলের জ্ঞান জন্মে বুদ্ধিকে জ্ঞানের কর্ত্তা কহিলে তাহার করণ অপেক্ষা করে এই হেতু বুদ্ধি জীবের করণ হয় জীব নহে ॥ ৩৯ ॥ সমাধ্যভাবাচ্চ ॥ ৪০ ॥ সমাধি কালে বুদ্ধি থাকে নাই আর যদি আত্মাকে কর্ত্তা করিয়া স্বীকার না কবহ তবে সমাধির লোপাপত্তি হয় এই হেতু আত্মাকে কর্ত্তা স্বীকার করিতে হইবেক। চিত্তের বৃত্তি নিরোধকে সমাধি কহি ॥৪০॥ যথা চ তক্ষোভয়থা ॥৪১॥ যেমন তক্ষা অর্থাৎ ছুতার বাইসাদি বিশিস্ট হইলেই কর্ম্ম কর্ত্তা হয় আর বাইসাদি ব্যতিরেকে তাহার কর্ম্ম কর্ত্তৃত্ব থাকে না সেই রূপ বুদ্ধ্যাদি উপাধি বিশিস্ট হইলে জীবের কর্ত্তৃত্ব হয় উপাধি ব্যতিরেকে কর্ত্তৃত্ব থাকে নাই সে অকর্ত্তৃত্ব সুষুপ্তি কালে জীবের হয় ॥৪১॥ সেই জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন না হয় এমত নহে॥ পরাত্তু তচ্ছ্রুতেঃ ॥৪২॥ জীবের কর্ত্তৃত্ব ঈশ্বরাধীন হয় যে হেতু এমত শ্রুতিতে কহিতেছেন যে ঈশ্বর যাহাকে উর্দ্ধ্ব লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে উত্তম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ও যাহাকে অধো লইতে ইচ্ছা করেন তাহাকে অধম কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন ॥৪২॥ ঈশ্বর যদি কাহাকেও উত্তম কর্ম্ম করান কাহাকেও অধম কর্ম্ম করান তবে ঈশ্বরের বৈষম্য দোষ হয় এমত নহে ॥ কৃতপ্রযত্নাপেক্ষস্তু বিহিতপ্রতিষিদ্ধাবৈয়র্থ্যাদিভ্যঃ ॥ ৪৩ ॥ ঈশ্বর জীবের কর্ম্মানুসারে জীবকে উত্তম অধম কর্ম্মেতে প্রবর্ত্ত করান এই হেতু যে বেদেতে বিধি নিষেধ করিয়াছেন তাহার সাফল্য হয় যদি বল তবে ঈশ্বর কর্ম্মের সাপেক্ষ হইলেন এমত কহিতে পারিবে না যে হেতু

যেমন ভোজ বিদ্যার দ্বারা লোক দৃষ্টিতে মারণ বন্ধনাদি ক্রিয়া দেখা যায় বস্তুত যে ভোজ বিদ্যা জানে তাহার দৃষ্টিতে মারণ বন্ধন কিছুই নাই সেই রূপ জীবের সুখ দুঃখ লৌকিকাভিপ্রায়ে হয় বস্তুত নহে ॥ ৪৩ ॥ লৌকিকাভিপ্রায়েতেও জীব ঈশ্বরের অংশ নয় এমত নহে। অংশোনানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি দাসকিতবাদিত্বমধীয়তএকে ॥ ৪৪ ॥ জীব ব্রহ্মের অংশের ন্যায় হয়েন যে হেতু বেদে নানা স্থানে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ করিয়া কহিতেছেন কিন্তু জীব বস্তুত ব্রহ্মের অংশ না হয়েন যে হেতু তত্ত্বমসীত্যাদি শ্রুতিতে অভেদ করিয়া কহিতেছেন আর আথর্ব্বণিকেরা ব্রহ্মকে সর্ব্বময় জানিয়া দাস ও শঠকেও ব্রহ্ম করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৪ ॥ মন্ত্রবর্ণাচ্চ ॥ ৪৫ ॥ বেদোক্ত মন্ত্রের দ্বারাতেও জীবকে অংশের ন্যায় জ্ঞান হয় ॥ ৪৫ ॥ অপি চ স্মর্য্যতে ॥ ৪৬ ॥ গীতাদি স্মৃতিতেও জীবকে অংশ করিয়া কহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥ যদি কহ জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় এমত নহে ॥ প্রকাশাদিবন্নৈবম্পরঃ ॥ ৪৭ ॥ জীবের দুঃখেতে ঈশ্বরের দুঃখ হয় নাই যেমন কাষ্ঠের দীর্ঘতা লইয়া অগ্নির দীর্ঘতা অনুভব হয় কিন্তু বস্তুত অগ্নি দীর্ঘ নহে ॥ ৪৭ ॥ স্মরন্তি চ ॥ ৪৮ ॥ গীতাদি স্মৃতিতেও এই রূপ কহিতেছেন যে জীবের সুখ দুঃখে ঈশ্বরের দুঃখ সুখ হয় না ॥ ৪৮ ॥ অনুজ্ঞাপরিহারৌ দেহসম্বন্ধাৎ জ্যোতিরাদিবৎ ॥ ৪৯ ॥ জীবেতে যে বিধি নিষেধ সম্বন্ধ হয় সে শরীরের সম্বন্ধ লইয়া জানিবে যেমন এক অগ্নি যজ্ঞের ঘটিত হইলে গ্রাহ্য হয় শ্মশানের ঘটিত হইলে ত্যাজ্য হয় ॥ ৪৯ ॥ অসন্ততেশ্চাব্যতিকরঃ ॥ ৫০ ॥ জীব যখন উপাধি বিশিষ্ট হইয়া এক দেহেতে পরিছিন্ন হয় অন্য দেহের সুখ দুঃখাদি সম্বন্ধ তখন সে জীবের থাকে নাই ॥ ৫০ ॥ আভাসএব চ ॥ ৫১ ॥ যেমন সূর্য্যের এক প্রতিবিম্বের কম্পনেতে অন্য প্রতিবিম্বের কম্পন হয় না সেই রূপ জীব সকল ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব এই হেতু এক জীবের সুখ দুঃখ অন্য জীবের উপলব্ধি হয় না॥৫১॥ সাংখ্যেরা কহেন সকল জীবের ভোগাদি প্রধানের সম্বন্ধে হয় নৈয়ায়িকেরা কহেন জীবের এবং ঈশ্বরের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ হয় অতএব এই দুই মতে দোষ স্পর্শে যে হেতু এমন হইলে এক জীবের ধর্ম্ম অন্য জীবে উপলব্ধি হইতো এই দোষের সমাধা সাংখ্যেরা ও নৈয়ায়িকেরা এই রূপে করেন যে পৃথক

পৃথক অদৃষ্টের দ্বারা পৃথক পৃথক ফল হয় এমত সমাধান কহিতে পারি-বে নাই ॥ অদৃষ্টানিয়মাৎ ॥ ৫২ ॥ সাংখ্যেরা কহেন অদৃষ্ট প্রধানেতে থাকে নৈয়ায়িকেরা কহেন অদৃষ্ট জীবে থাকে এই রূপ হইলে প্রধানের ও জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধের দ্বারা অদৃষ্টের অনিয়ম হয় অতএব এই দুই মতে দোষ তদবস্থ রহিল ॥ ৫২ ॥ যদি কহ আমি করিতেছি এই রূপ পৃথক পৃথক জীবের সঙ্কল্প পৃথক পৃথক অদৃষ্টের নিয়ামক হয় তাহার উত্তর এই ॥ অভিসন্ধ্যাদিষ্বপি চৈবং ॥ ৫৩ ॥ অভিসন্ধি অর্থাৎ সঙ্কল্প মনোজন্য হয় সে সঙ্কল্প জীবেতে আছে অতএব সেই জীবের সর্ব্বত্র সম্বন্ধ প্রযুক্ত অদৃষ্টের ন্যায় সঙ্কল্পের অনিয়ম হয় ॥ ৫৩ ॥ প্রদেশাদি-তি চেন্নান্তর্ভাবাৎ ॥ ৫৪ ॥ প্রতি শরীরে সঙ্কল্পের পার্থক্য কহিতে পারি না যে হেতু যাবৎ শরীরে জীবের এবং প্রধানের আবির্ভাব স্বীকার ঐ দুই মতে করেন ॥ ৫৪ ॥ ০ ॥ ইতি দ্বিতীয়াধ্যায়ে তৃতীয়ঃ পাদঃ ॥ ০ ॥

ওঁ তৎসৎ ॥ বেদে কহেন সৃষ্টির প্রথমেতে ব্রহ্ম ছিলেন আর ইন্দ্রিয়গণ ছিলো অতএব এই শ্রুতির দ্বারা বুঝায় যে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি নাই এমত নহে ॥ তথা প্রাণাঃ ॥১॥ যেমন আকাশাদির উৎপত্তি সেই রূপ প্রাণের অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হয় এমত অনেক শ্রুতিতে আছে ॥১॥ গৌণ্যসম্ভবাৎ ॥২॥ যদি কহ যে শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি কহিয়াছেন সে গৌণার্থ হয় মুখ্যার্থ নহে এমত কহিতে পারিবে নাই যেহেতু শ্রুতিতে ব্রহ্ম ব্যতিরেকে সকলকে বিশেষ রূপে অনিত্য কহিয়াছেন॥২॥ তৎপ্রাক্শ্রুতেশ্চ॥২॥ দ্বিতীয়ত এক শ্রুতিতে আকাশাদের উৎপত্তি মুখ্যার্থ হয় ইন্দ্রিয়াদের উৎপত্তি গৌণার্থ এমত অঙ্গীকার করা অত্যন্ত অসম্ভব হয় ॥২॥ তৎপূর্ব্বকত্বাদ্বাচঃ॥৩॥ বাক্য মন ইন্দ্রিয় এ সকল উৎপন্ন হয় যেহেতু বাক্যের কারণ তেজ মনের কারণ পৃথিবী ইন্দ্রিয়ের কারণ জল অতএব কারণ আপন কার্য্যের পূর্ব্বে অবশ্য থাকিবেক তবে বেদে কহিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়েরা ছিলেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে অব্যক্ত রূপে ব্রহ্মেতে ছিলেন ॥ ৩ ॥ কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন পশুরূপ পুরুষকে আট ইন্দ্রিয়েরা বন্ধ করে আর কোন শ্রুতিতে কহিয়াছেন ইন্দ্রিয়ের মধ্যে প্রধান সাত অপ্রধান দুই এই নয় ইন্দ্রিয় হয় এই দুই শ্রুতির বিরোধেতে কেহ এই রূপে সমাধান করেন। সপ্তগতের্ব্বিশেষিতত্বাচ্চ ॥ ৪ ॥ ইন্দ্রিয় সাত হয়েন বেদে এমত উপগতি অর্থাৎ উপলব্ধি আছে যেহেতু ইন্দ্রিয় সাত করিয়া বিশেষ বেদে কহিতেছেন তবে দুই ইন্দ্রিয়ের অধিক বর্ণন আছে তাহা ঐ সাতের অন্তর্গত জানিবে এই মতে মন এক। কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচেতে এক। জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচ এই সাত হয়॥৪॥ এখন সিদ্ধান্তী এই মতে দোষ দিয়া স্বমত কহিতেছেন ॥ হস্তাদয়স্তু স্থিতেঽতোনৈবং॥ ৫ ॥ বেদেতে হস্ত পাদাদিকেও ইন্দ্রিয় করিয়া কহিয়াছেন অতএব সাত ইন্দ্রিয় কহিতে পারিবে না কিন্তু ইন্দ্রিয় একাদশ হয় পাঁচ কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচ জ্ঞানেন্দ্রিয় আর মন তবে সপ্ত ইন্দ্রিয় যে বেদে কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য মস্তকের সপ্ত ছিদ্র হয় আর অপ্রধান দুই ইন্দ্রিয় কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য অধোদেশের দুই ছিদ্র হয় ॥ ৫ ॥ অপরিমিত অহঙ্কারের কার্য্য ইন্দ্রিয় সকল হয় অতএব ইন্দ্রিয় সকল অপরিমিত হয় এমত নহে ॥ অণবশ্চ ॥ ৬ ॥ ইন্দ্রিয় সকল সূক্ষ্ম অর্থাৎ পরি-

মিত হয়েন যে হেতু ইন্দ্রিয় বৃত্তি দূর পর্য্যন্ত যায় না এবং বেদেতে ইন্দ্রিয় সংকলের উৎক্রমণের শ্রবণ আছে ॥ ৬ ॥ বেদে কহেন মহা প্রলয়েতে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন আর ঐ শ্রুতিতে আনীত এই শব্দ আছে তাহাতে বুঝা যায় প্রাণ ছিলো। এমত নহে। শ্রেষ্ঠশ্চ ॥ ৭ ॥ শ্রেষ্ঠ যে প্রাণ তিনিও ব্রহ্ম হইতে হইয়াছেন যে হেতু বেদে কহিয়াছেন প্রাণ আর সকল ইন্দ্রিয় ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন তবে আনীত শব্দের অর্থ এই। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্ম উৎপন্ন হয়েন নাই কিন্তু বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৭ ॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু হয় কিম্বা বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া হয় এই সন্দেহেতে কহিতেছেন॥ ন বায়ুক্রিয়ে পৃথগুপদেশাৎ ॥৮॥ প্রাণ সাক্ষাৎ বায়ু নহে এবং বায়ু জন্য ইন্দ্রিয় ক্রিয়া নহে যে হেতু প্রাণকে বায়ু হইতে বেদে পৃথক করিয়া কহিয়াছেন তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে কহিয়াছেন যে বায়ু সেই প্রাণ হয় সে কার্য্য কারণের অভেদ রূপে কহিয়াছেন ॥ ৮ ॥ যদি কহ জীব আর প্রাণের ভেদ আছে অতএব দেহ উভয়ের ব্যাপ্য হইয়া ব্যাকুল হইবেক এমত নহে॥ চক্ষুরাদিবত্তু তৎসহশিষ্ট্যাদিভ্যঃ ॥৯॥ চক্ষুকর্ণাদের ন্যায় প্রাণো জীবের অধীন হয় যে হেতু চক্ষুরাদির উপর প্রাণের অধিকার জীবের সহকারে আছে পৃথক অধিকার নাই তাহার কারণ এই যে চক্ষুরাদির ন্যায় প্রাণো ভৌতিক এবং অচেতন হয় ॥ ৯ ॥ চক্ষুরাদির সহিত প্রাণের তুল্যতা কহা উচিত নহে যেহেতু চক্ষুরাদির রূপাদি বিষয় আছে প্রাণের বিষয় নাই তাহার উত্তর এই ॥ অকরণত্বাচ্চ ন দোষস্তথা হি দর্শয়তি ॥ ১০ ॥ যদি কহ প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় জীবের করণ না হয় ইহা কহিলে দোষ হয় না যেহেতু প্রাণ জীবের করণ না হইয়াও দেহ ধারণ রূপ বিষয় করিতেছে বেদেতেও এই রূপ দেখিতেছি ॥ ১০ ॥ পঞ্চবৃত্তির্ম্মনোবৎ ব্যপদিশ্যতে ॥ ১১ ॥ প্রাণের পাঁচ বৃত্তি নিঃশ্বাস এক প্রশ্বাস দুই দেহ ক্রিয়া তিন উৎক্রমণ চারি সর্ব্বাঙ্গে রসের চালন পাঁচ। মনের যেমন অনেক বৃত্তি সেইরূপ প্রাণেরো এই পাঁচ বৃত্তি বেদে কহিয়াছেন অতএব প্রাণ ইন্দ্রিয়ের ন্যায় বিষয় যুক্ত হইল ॥১১॥ বেদে কহিয়াছেন জীব তিন লোকের সমান হয়েন জীবের সমান প্রাণ হয় ইহাতে বুঝা যায় প্রাণ মহান হয় এমত নহে ॥ অণুশ্চ ॥ ১২ ॥ প্রাণ ক্ষুদ্র হয়েন যেহেতু প্রাণের উৎক্রমণ বেদে শ্রবণ আছে তবে পূর্ব্ব শ্রুতিতে যে

প্রাণকে মহান করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য সামান্য বায়ু হয় ॥১২॥ বেদে কহিতেছেন জীব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপাদিকে দর্শনাদি করেন অতএব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আপন আপন অধিষ্ঠাতৃ দেবতাকে অপেক্ষা না করিয়া আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয় এমত নহে ॥ জ্যোতিরাদ্যধিষ্ঠানন্তু তদামননাৎ ॥ ১৩ ॥ জ্যোতিরাদি অর্থাৎ অগ্ন্যাদির অধিষ্ঠানের দ্বারা চক্ষুরাদি সকল ইন্দ্রিয়েরা আপন আপন বিষয়েতে প্রবৃত্ত হয়েন যে হেতু সূর্য্য চক্ষু হইয়া চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছেন এমত বেদেতে কথন আছে যদি বল যিনি তাহার অধিষ্ঠাতা হয়েন তিনি তাহার ফল ভোগ করেন তবে অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ইন্দ্রিয় জন্য ফল ভোগের আপত্তি হয় ইহার উত্তর এই রথের অধিষ্ঠাতা সারথি সে তাহার ফল ভোগ করে না॥ ১৩ ॥ প্রাণবতা শব্দাৎ ॥ ১৪ ॥ প্রাণ বিশিষ্ট যে জীব তিনি ইন্দ্রিয়ের ফল ভোগ করেন যে হেতু শব্দ ব্রহ্মে কহিতেছেন যে চক্ষু ব্যাপ্ত হইয়া জীব চক্ষুতে অবস্থিতি করিলে তাহাকে দেখাইবার জন্যে সূর্য্য চক্ষুতে গমন করেন ॥ ১৪ ॥ তস্য চ নিত্যত্বাৎ ॥ ১৫ ॥ ভোগাদি বিরয়ে জীবের নিত্যতা আছে অতএব অধিষ্ঠাতৃ দেবতা ফল ভোক্তা নহেন ॥ ১৫ ॥ বেদেতে আছে যে ইন্দ্রিয়েরা কহিতেছেন যে আমরা প্রাণের স্বরূপ হইয়া থাকি অতএব সকল ইন্দ্রিয়ের ঐক্যতা মুখ্য প্রাণের সহিত আছে এমত নহে ॥ ইন্দ্রিয়াণি তদ্ব্যপদেশাদন্যত্র শ্রেষ্ঠাৎ ॥ ১৬ ॥ শ্রেষ্ঠ প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয় সকল ভিন্ন হয় যে হেতু বেদেতে ভেদ কথন আছে তবে যে পূর্ব্ব শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়কে প্রাণের স্বরূপ করিয়া কহিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে ইন্দ্রিয় সকল প্রাণের অধীন হয় ॥ ১৬ ॥ ভেদশ্রুতেঃ ॥ ১৭ ॥ বেদেতে কহিয়াছেন যে সকল ইন্দ্রিয়েরা মুখস্থ প্রাণকে আপনার আপনার অভিপ্রায় কহিয়াছেন অতএব ইন্দ্রিয়, আর প্রাণের ভেদ দেখিতেতেছি ॥ ১৭ ॥ বৈলক্ষণ্যাচ্চ ॥ ১৮ ॥ সুষুপ্তিকালে ইন্দ্রিয়ের সত্তা থাকে না প্রাণের সত্তা থাকে এই বৈলক্ষণ্যের দ্বারা ইন্দ্রয় আর প্রাণের ভেদ আছে ॥ ১৮ ॥ বেদে কহিতেছেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলেন যে জীবের সহিত পৃথিবী এবং জল আর তেজেতে প্রবিস্ট হইয়া এই পৃথিব্যাদি তিনকে নাম রূপের দ্বারা বিকার বিশিষ্ট করি পশ্চাৎ ঐ তিনকে একত্র করিয়া পৃথক করি